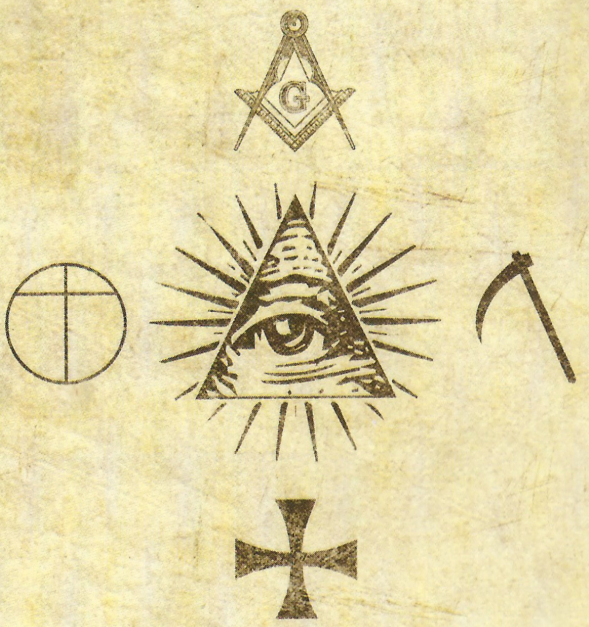
অ্যাসাসিন, ফ্রিম্যাসন, ইলুমিনাতি, নাইট টেম্পলার,
ঠগীসহ ৩৯টি গুপ্তসংঘের পরিচয়, উৎপত্তি
ও কার্যক্রমের বিস্ময়কর উপাখ্যান

গুপ্তসংঘ

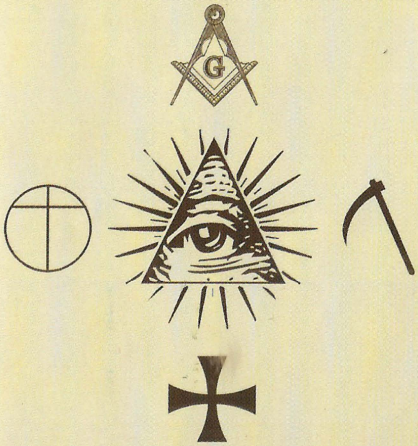
নিক হার্ডিং
ভাষান্তর : হাসান তানভীর

গুপ্তসংঘ | নিক হার্ডিং



ড্যান ব্রাউনের *দ্য দা ভিঞ্চি কোড* কিংবা *এঞ্জেলস এন্ড ডেমন* পড়ার পর ইলুমিনাতি কিংবা ফ্রিম্যাসন'র মতো গুপ্তসংঘ নিয়ে আগ্রহ জন্মায়নি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু হাতেগোনা দু'চারটে ছাড়া আর কোনো সিক্রেট সোসাইটির নাম-পরিচয় আমরা অনেকেই জানি না। ব্রিটিশ লেখক নিক হার্ডিং এই বইটিতে ৩৯টি গুপ্তসংঘের পরিচয়, উৎপত্তি, কার্যক্রম ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। রয়েছে অ্যাসাসিন, মাফিয়া, নাইট টেম্পলার, ফ্রিম্যাসন, ইলুমিনাতি এমনকি উপমহাদেশের ঠগী'র মতো বিশ্বখ্যাত (কিংবা কুখ্যাত) গুপ্তসংঘ থেকে শুরু করে অখ্যাত অনেক সিক্রেট সোসাইটির বিস্ময়কর উপাখ্যান। পড়তে গিয়ে মাঝে মাঝেই আপনি চমকে উঠবেন, অবিশ্বাসে কুঁচকে উঠবে ভ্রু।

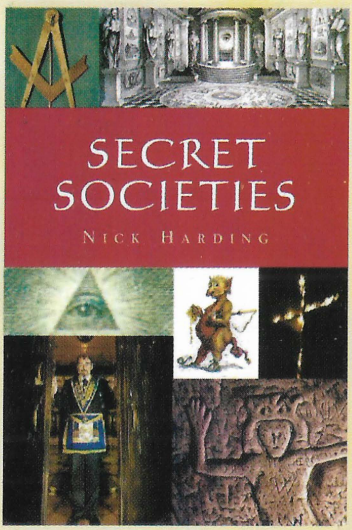
ISBN
9 789849 415299



এই বইটি সর্বাধিক পরিচিত সিক্রেট সোসাইটিগুলো নিয়ে রচিত। যদিও জন্মের পর দিনে দিনে তাদের মাঝে অনেক কিছুতেই পরিবর্তন এসেছে তবুও এর মধ্যে বেশকিছু গুপ্তসংঘ আজও সক্রিয়। কীভাবে বিভিন্ন সংগঠন নিজেদের উপস্থাপন করে তার বর্ণনার পাশাপাশি তাদের সূচনা এবং শক্তির জায়গাতেও বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে বইটিতে। সিক্রেট সোসাইটিগুলো কেন এত বিস্তৃত এবং এর পেছনে মনস্তত্ত্বই বা কী—তা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এদের মধ্যে পুরুষদের আধিপত্য কেন? কোন বিষয়গুলো এই গোপন সংঘগুলোকে এত আবেদনময় করে তোলে? এর সদস্যরা অদ্ভুত দীক্ষা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কীভাবে দলভুক্ত হয়? আধুনিক বিশ্বে তারা কোন শক্তি ব্যবহার করে? তারা কি সত্যিই সরকারি নীতি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে? এক কথায়, তারা কি সত্যিই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে—যেমন ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিকরা আমাদের বিশ্বাস করাতে চান?

এসব প্রশ্নের উত্তর নিয়েই রচিত এই বই।

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ



নিকোলাস মার্ক হার্ডিং'র জন্ম ১৯৬৪ সালে। ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত এই লেখক একাধারে চিত্রনাট্যকার ও কবি। ফিল্ম, টেলিভিশন, পত্রপত্রিকা ও কম্পিউটার গেমসের জন্য চিত্রনাট্য লিখে থাকেন।

তিনি জনপ্রিয় কাল্ট ক্লাসিক *হাউ টু স্টার্ট ইওর ঔন সিক্রেট সোসাইটি*'র লেখক।

সিক্রেট সোসাইটির উপর তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। বিবিসি'র জন্য প্রায় ৫০টির অধিক প্রোগ্রাম করেছেন সিক্রেট সোসাইটির ওপর।

তিনি বর্তমানে লন্ডনে বসবাস করছেন।

ꕥꕥꕤꕤ

গুপ্তসংঘ

নিক হার্ডিং

ভাষান্তর : হাসান তানভীর

নন্দন

নন্দন

গুপ্তসংঘ
নিক হার্ডিং

© প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০২০

প্রকাশক
নন্দন
২৭, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯১৪৭৮৩৫৬৭ /nandan.prokashoni

প্রচ্ছদ
আবুল ফাতাহ

মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জা
নন্দন ডিজাইন

মূল্য: ২৫০.০০ টাকা

বইমেলা পরিবেশক
ভূমিপ্রকাশ

অনলাইনে আমাদের সকল বই পেতে
www.rokomari.com/book/publisher/8859
/niyamahbook /bookstreetbd /BibidhShop

Secret Society by Nick Harding
Frist published on Ekushe Boimela 2020, Published by NANDAN
27, Northbrook Hall Road, Banglabazar, Dhaka-1100
Price: BDT 250.00, US: 5.00
ISBN: 978-984-94152-9-9

সূচি

ভূমিকা	৭
সিক্রেট সোসাইটির কিছু বৈশিষ্ট্য	১২
অ্যাসাসিন	১৩
বিল্ডারবার্গ গ্রুপ	১৭
বোহেমিয়ান গ্রোভ	২৩
রাশিয়ান ক্যাস্ট্রেটর	২৬
ক্যাথারস	৩১
চারকোল বার্নার্স	৩৩
দ্য কাল্ট অব আব্রামেলিন	৩৬
কাল্ট অফ দ্য ব্ল্যাক মাদার	৩৭
কাল্ট অব মিথরা	৩৮
বজ্রপাণি জুপিটারের দল	৪৪
ফ্রিম্যাসনস	৪৫
গার্ডুনা	৫০
জিনোস্টিক্স	৫৪
গোল্ডেন ডন	৬০
দ্য হেল ফায়ার ক্লাব	৬২
দ্য হাই প্রিস্টহুড অব থিবেস	৬৮
দ্য হিমালয়ান মাস্টার্স	৬৯
হলি ভেম	৭০
ইলুমিনাতি	৭২
জন বার্চ সোসাইটি	৭৬
দ্য নাইটস অব মালটা	৭৭
নাইটস অব সেন্ট কলম্বা	৮০
দ্য নাইটস টেম্পলার	৮১
কু ক্লাক্স ক্লান	৮৫
মাফিয়া	৮৭
সোসাইটি অব মার্চেন্ট ভেঞ্চার্স	৮৯
অড ফেলো	৯০
ওপাস ডেই	৯১
পীকক অ্যাঞ্জেল	৯৫
দ্য অর্ডাইন্স	৯৬
পি ২	৯৭
প্রিউরি ডি সায়ন	৯৯
রোজিক্রুশিয়ান	১০২
(আরওএবি)	১০৬
শ্রাইনারস	১০৮
স্কাল এন্ড বোন্স	১১০
সুফিবাদ	১১৪
ঠগী	১১৬
ট্রায়াডস	১১৯
অন্যান্য সিক্রেট সোসাইটি	১২১
উপসংহার	১২২
তথ্যসূত্র	১২৭

ভূমিকা

মানব সমাজে কয়েক হাজার বছর ধরে বিভিন্ন 'সিক্রেট সোসাইটি' বা গুপ্তসংঘ বিদ্যমান। এক অর্থে 'সিক্রেট সোসাইটি' শব্দটি ভুল, কারণ তারা অনেক সময়ই মানুষের সামনেই থাকে। আপাত দৃষ্টিতে তাদের নিছক গোপনীয় মনে হলেও এই কথিত 'গোপন' শব্দটিই তাদের প্রতি মনোযোগ বাড়িয়ে দেয়। এই সংগঠনগুলোর অনুমিত সামাজিক প্রভাব এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাথে তাদের সম্পর্ক বেশিরভাগ লোককে দ্বিধায় ফেলে দেয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো এ ধরনের উদ্বেগ কি যৌক্তিক? ফ্রিম্যাসনরা কি সত্যিই বিশ্বকে চালাচ্ছে? নতুন বিশ্বব্যবস্থা (New World Order) ধারণাটি কি 'স্কাল এন্ড বোন্স'র একটি এজেন্ডা বা ইলুমিনাতির অস্তিত্বের একমাত্র কারণ? তারা সবাই কি বিশ্বকে শাসন করতে চায়? যদি তাই হয়, তাহলে কি ধরে নিতে হবে, প্রতিটি সিক্রেট সোসাইটি নিজের অবস্থান ধরে রাখতে একে অপরের সাথে বিশ্বব্যাপী গোপন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে? সিক্রেট সোসাইটি বেশ কয়েকটি দেশে নিষিদ্ধ। যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়নে পোল্যান্ড সাংবিধানকভাবে এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তাদের কাজটা কি সঠিক? এই পুরুষ প্রধান সংগঠনগুলো কি সত্যিই বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়? তারা কি মিডিয়াগুলোকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের জনগণের মগজ ধোলাই করছে? নাকি এগুলো কেবল কিছু ব্যক্তিগত ক্লাব, যেখানে সমমনা কিছু মানুষ একত্রিত হয়ে একে অপরের সান্নিধ্যে একটি আনন্দদায়ক সন্ধ্যা উপভোগ করতে চায়?

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মানুষের জীবনের সামাজিক অভিজাতদের অংশ হওয়ার চিরায়ত আকাঙ্খা এখানে ভূমিকা রাখে। কোনো অভিজাত সমাজের সদস্য হলে আর্থিক বা অন্য কোনো বিশেষ সুবিধা লাভ করা যায়—এই বিশ্বাসে 'সাধারণ' জনগণ থেকে আলাদা

থাকার বা বিশেষ কিছুতে অংশগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে মানুষের মধ্যে। ফ্রিম্যাসনদের সমালোচনায় বলা হয় যে, এটি একটি ব্যবসায়িক ক্লাব যেখানে এই নিয়মে চুক্তি করা হয় যে, 'আপনি আমার জন্য কাজ করুন, আমিও আপনার জন্য কাজ করবো'। এই ব্যাপারটা যদি তাদের ব্যাপারে আপত্তির কারণ হয়, তাহলে এই সমালোচনা লায়ন্স ক্লাবের মতো অন্য সংগঠনগুলোর ব্যাপারে করা হয় না কেন? যদিও লায়ন্স ক্লাব কোনো 'গোপন' সংগঠন নয়, কিন্তু এর সদস্যরাও ফ্রিম্যাসনদের মতো একে অপরকে সহায়তা করে থাকে। সব সংগঠনই কি তা করে না? তাহলে ফ্রিম্যাসন এবং অন্যান্য সিক্রেট সোসাইটিকেই কেবল দোষারোপ করা হয় কেন?

সব সংগঠনই 'গোপন জ্ঞান' ধারণ করার দাবি করে। সবাই নিজেদের একরকম সত্যের ধারক হিসেবে উপস্থাপন করে। সব দলই নিজেদেরকে 'মনোনীত' বলে মনে করে। নিজেদের সদস্য ছাড়া অন্যদের বিবেচনা করা হয় বহিরাগত এবং বিধর্মী হিসেবে। সবারই প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত দীক্ষা অনুষ্ঠান রয়েছে, যা নতুন সদস্যদের অনুভব করায় যে, তারা বিশেষ কিছুতে প্রবেশ করেছে। এই অনুষ্ঠানগুলোতে একটি শুদ্ধিকরণ উপাদান থাকে, যেখানে পুরোনো বিশ্ব 'ধুয়ে গেছে' এবং একটি নতুন পৃথিবীর শুরু হয়েছে—এমন ধারণা দেয়া হয়। এই 'নতুন বিশ্বে' নতুন সদস্যটি গোপন জ্ঞানের অংশ হয়ে ওঠে।

অনেক ক্ষেত্রেই এই তথাকথিত গোপন জ্ঞান হলো নতুন সদস্যদের মনোযোগ আকর্ষণের একটি উপায় মাত্র। এর মাধ্যমে নতুন সভ্যদের অনুভূতিকে বিস্মিত করা, ভক্তি বৃদ্ধি করা এবং তাদের মনোযোগ ধরে রাখা হয়। নাইটস টেম্পলারদের সম্পর্কে গুজব ছড়ানো হয়েছিল যে, সুলাইমানের মন্দিরের গুপ্তধনের খোঁজ তারা জানত এবং তাদের বিরুদ্ধে হলি গ্রেইলের রহস্য গোপন করার অভিযোগ উঠেছিল। বাস্তবতা এতো চমকপ্রদ না হলেও অজানা বিষয়ের প্রতি আকর্ষণই এই 'গোপন' বিষয়টিকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে আবেদনময় করে তোলে। যার যার দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে মানুষ মনে করে, এই গোপন বিষয়গুলোর মধ্যে আরো তীব্র রহস্যময় জ্ঞান, অবাক করার মতো আরো নাটকীয়

তথ্য, ভবিষ্যদ্বাণী বা আরো বিস্ময়কর বিষয় থাকতে পারে। 'দ্য হলি ব্লাড এন্ড দ্য হলি গ্রেইল' এবং ড্যান ব্রাউনের 'দ্য ভিঞ্চি কোড' বইগুলোর মাধ্যমে এই ধরনের 'ক্লাসিক সিক্রেট' জনপ্রিয় হয়েছিল যে, যীশু ক্রুশে মারা যাননি বরং তার স্ত্রী মেরি ম্যাগডালেন সন্তানকে নিয়ে ফ্রান্সের দক্ষিণে চলে গিয়েছিলেন।

এটা নিশ্চিত যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিশ্বাসের কারণে সিক্রেট সোসাইটির এই দিকগুলো ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আমেরিকাতে বেশি প্রাধান্য পায়। বিশ্বের অন্য কোথাও এই ধরনের গল্পগুলোর সামান্যই গুরুত্ব থাকবে। যেমন 'টং' গ্রুপের নিজস্ব কিছু গোপন বিষয়াদি রয়েছে, কিন্তু তারা যীশুখ্রিস্টের কর্মকাণ্ড নিয়ে আগ্রহী নয়।

সিক্রেট সোসাইটিগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের চারপাশে একটি রহস্যের আভা ছড়িয়ে দেয়। তারা 'আমরা' এবং 'তারা', 'আলোকিত' এবং 'বর্বর'—পার্থক্যের এই ধারণাগুলো প্রচার করে। তাদের দৃষ্টিতে 'জ্ঞানই শক্তি'র চাইতে 'গোপন জ্ঞানই শক্তি'—এই কথা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে বৈধ বা অবৈধ, সব রকম গোপন জ্ঞানই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্তঃসারশূন্য ও ফাঁকা দেখা যায়।

এই ধারণাগুলো কি সংগঠনগুলোর নিজেদের দোষে তৈরি হয়েছে নাকি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে হয়েছে? তারা কি আমাদের ভয় এবং বিভ্রান্তিকে চালিকাশক্তি হিসেবে নেয়? যদি আমরা মনে করি, কিছু বিষয় আমাদের বিরুদ্ধে রয়েছে, তাহলে আমাদের জন্য এটা বিশ্বাস করা সহজ যে, পর্দার আড়ালে কিছু একটা হচ্ছে, কেউ আমাদের ওপর দমন পীড়ন চালানোর জন্য লুকিয়ে আছে। আমাদের নিজস্ব ভয়ই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সিক্রেট সোসাইটিগুলোর শক্তি বাড়িয়ে দেয় এবং সংগঠনগুলো সেই ভয় নিয়ে খেলা করে।

সিক্রেট সোসাইটিগুলোর বেশিরভাগ সমালোচকই ধর্মীয় বিষয়ের ওপর বেশি গুরুত্ব দেন এবং তাদের ধর্মবিরোধী কার্যকলাপকে খ্রিস্টান আদর্শের প্রতি হুমকি হিসেবে দেখেন। লজ, মন্দির এবং আশ্রমের প্রাচীরের মধ্যে তাদের ক্রিয়াকলাপগুলো প্রায়ই 'শয়তানের কাজ' বলে ধরে নেয়া হয়। রন জনসনের অসাধারণ বই 'দ্য সিক্রেট রুলার্স অফ

দ্য ওয়ার্ল্ড'-এ বলা হয়েছে, ভীতু খ্রিস্টানরা মনে করে যে এই গোপন সংগঠনগুলোর শয়তানি কার্যকলাপের কারণে সমাজ খুব দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাবে।

তবে বামরাও কম যায় না। প্রায়ই তারা 'ফ্রিম্যাসনারি', 'বিল্ডারবার্গ' বা 'দ্য বোহেমিয়ান গ্রোভ'কে অগণতান্ত্রিক, অভিজাততান্ত্রিক এবং ডানপন্থী সংগঠন বলে অভিযোগ করে, যারা সরকারের আইনকে উপেক্ষা করে এবং একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

একটি গোপন সংগঠনের সদস্যপদের সামগ্রিক আবেদন হলো, এটি নতুন সভ্যদের নিজেদেরকে স্পেশাল, স্বতন্ত্র, অভিজাত শ্রেণির অংশ এবং সাধারণ জনগণ থেকে আলাদা ভাবার সুযোগ দেয়। এক অর্থে একটি সিক্রেট সোসাইটিতে প্রবেশ করার মানে হলো, শৈশবে একটি নির্জন আস্তানা গড়ে তোলার মতো অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ কাজ। একটি স্বতন্ত্র অভিজাত গোষ্ঠীর অংশ হওয়া মানুষের কাঙ্ক্ষিত বিষয়, বিশেষ করে পুরুষদের। গল্‌ফ ক্লাবের মতো সামাজিক অবকাঠামো এই যুক্তিকে আরো স্পষ্ট করে। বিজ্ঞাপন কোম্পানিগুলোও এই খেলাটা সব সময় খেলে। তারা অনুরোধ করে—বিশেষ কিছুর অংশ হোন, ব্যতিক্রম হোন, এমন কিছু অর্জন করুন যা আর কারো কাছে নেই।

সিক্রেট সোসাইটি নিয়ে আরো যেসব কল্পকাহিনি প্রচলিত তা হলো, তারা বিশেষ এক বা একাধিক গোপন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। বেশিরভাগ সময় যে রহস্যটির উদাহরণ দেয়া হয়—যীশু হয়তো ক্রুশ থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন বা তাকে ক্রুশে বিদ্ধ করা যায়নি এবং তিনি মেরির সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, সন্তানের পিতা হয়েছিলেন। এটাকে কি গোপন বিষয় বলে বর্ণনা করা যায়? নাকি এটি কেবল একটি সম্ভাবনা, যা ঐতিহাসিকভাবে সঠিক বা ভুল দুটোই হতে পারে? সত্যিকারের গোপন বিষয় তো কেবল সেগুলোই যা বিজ্ঞান এখনো খুঁজে পায়নি এবং আবিষ্কারের পরে যেগুলো অভিজাতদের অধিকারে পরিণত হয় না বরং সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকে। সিক্রেট সোসাইটিগুলাতে গোপনীয়তার ধারণাটি হলো, আনুগত্য এবং বশ্যতা বজায় রাখার একটি মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি। যেখানেই রহস্য এবং অজানা

বিষয় রয়েছে, আমাদের প্রবণতা হলো, যে কোনো ধরনের মিথ্যা ধারণা দিয়ে হলেও শূন্যস্থানটি পূরণ করতে হবে।

গোপন সংগঠনগুলোর সাফল্যের কারণ সম্ভবত ভয়, যা প্রতিটি মানুষের জন্য একটি গভীর প্রেরণাদায়ক শক্তি। প্রতিটি দিনই অনিশ্চিত—এমন একটি ভঙ্গুর সংস্কৃতিতে এটি একটি লোভনীয় ধারণা যে, কিছু 'গোপনীয়' বিষয় গুপ্ত সংগঠনের নেতাদের কাছে আছে। আধুনিক কালের কঠোর এবং নিষ্ঠুর বাস্তবতায় একজন অসহায় ব্যক্তি উচ্চতর শক্তি বা কোনো গোপন জ্ঞানের মাধ্যমে সান্ত্বনা পেতে পারে। দলীয় নিয়ম মানতে রাজি হলে এমন একজন ব্যক্তিকে একটি সিক্রেট সোসাইটি নিজেদের দলভুক্ত করে নেয়। এর ফলে সে নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারে। প্রকৃত স্বাধীনতা বেশিরভাগ মানুষের আকাঙ্ক্ষা বা ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু একটি সিক্রেট সোসাইটি মানুষকে সেই স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণের সুযোগ দেয়। সিক্রেট সোসাইটিগুলো তাদের পছন্দনীয় বিষয়গুলোই উপস্থাপন করে। যেমন, দিকনির্দেশনা, দলবদ্ধ চিন্তা, সাধারণ বিশ্বাস এবং একই দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তৃপ্তি এবং সর্বোপরী একই পথের পথিক হওয়ার ধারণা।

এই বইটি সর্বাধিক পরিচিত সিক্রেট সোসাইটিগুলো নিয়ে রচিত। যদিও জন্মের পর দিনে দিনে তাদের মাঝে অনেক কিছুতেই পরিবর্তন এসেছে তবুও এর মধ্যে বেশকিছু গুপ্তসংঘ আজও সক্রিয়। কীভাবে বিভিন্ন সংগঠন নিজেদের উপস্থাপন করে তার বর্ণনার পাশাপাশি তাদের সূচনা এবং শক্তির জায়গাতেও বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে বইটিতে। সিক্রেট সোসাইটিগুলো কেন এত বিস্তৃত এবং এর পেছনে মনস্তত্ত্বই বা কী—তা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এদের মধ্যে পুরুষদের আধিপত্য কেন? কোন বিষয়গুলো এই গোপন সংঘগুলোকে এত আবেদনময় করে তোলে? এর সদস্যরা অদ্ভুত দীক্ষা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কীভাবে দলভুক্ত হয়? আধুনিক বিশ্বে তারা কোন শক্তি ব্যবহার করে? তারা কি সত্যিই সরকারি নীতি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে? এক কথায়, তারা কি সত্যিই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে—যেমন ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিকরা আমাদের বিশ্বাস করাতে চান? এসব প্রশ্নের উত্তর নিয়েই রচিত এই বই।

সকল সিক্রেট সোসাইটির সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য

* তারা গোপন জ্ঞানের দাবি করে।
* তারা গোপন জ্ঞানের প্রকৃত রক্ষক বলে দাবি করে।
* তারা দাবি করে যে গোপন জ্ঞানই সর্বোত্তম সত্য।
* তারা একটি দীর্ঘ উত্তরাধিকারের দাবি করে। কখনো কখনো প্রাচীন ইতিহাসের দলিল দেখিয়ে তাদের উত্তরাধিকার প্রমাণ করতে চায়।
* তারা প্রায়ই অন্যদের দ্বারা নির্যাতিত হয়। সাধারণত গীর্জাই এই কাজটা করে, কারণ গীর্জা 'শয়তানি শক্তি'কে ভয় করে।
* তাদের বিরুদ্ধে সমাজকে অস্থিতিশীল করার গোপন এজেন্ডা থাকার অভিযোগ রয়েছে।
* তারা অভিজাততন্ত্রে বিশ্বাসী।
* তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক মৃত্যুর প্রচলন রয়েছে। যার অর্থ, পুরোনো জীবন থেকে নতুন জীবনে দীক্ষা লাভ।
* তারা আনুগত্যের শপথ নেয়। এর মাধ্যমে তারা গোপনীয়তা নষ্ট না করার অঙ্গীকার করে।
* গোপনীয়তা প্রকাশিত হলে তারা সংশিষ্ট সদস্যকে মারাত্মক পরিণতির হুমকি দেয়।
* তারা প্রায়ই একজন ক্যারিশম্যাটিক নেতা মেনে চলে যাকে 'মসীহ' বা কারো পুনর্জন্ম বলে দাবি করে।
* তারা প্রায়ই ষড়যন্ত্র তত্ত্বের বিষয় হয়।
* তারা একটি বিস্তৃত সমাজে ভয় এবং বিস্ময় সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।
* দীক্ষাদান অনুষ্ঠান এবং পারস্পরিক পরিচিতির পদ্ধতিগুলো বাদে তারা সাধারণত সত্যিকারের কোনো গোপন জ্ঞান রাখে না।

লেখকের নোট:

কলেবরের সীমাবদ্ধতার কারণে সব সিক্রেট সোসাইটিকে বইয়ে স্থান দেয়া সম্ভব হয়নি। কেবল যেগুলো অধিক পরিচিত সেগুলোকেই স্থান দেয়া হয়েছে। 'এস এস' এবং 'টনটনস ম্যাকাউট' এর মতো সংগঠনকে বাদ দেয়া হয়েছে কারণ এদের মধ্যে সিক্রেট সোসাইটির কিছু বৈশিষ্ট্য থাকলেও এরা মূলত সিক্রেট পুলিশ ছিল।

অ্যাসাসিন

অ্যাসাসিনরা হলো ইসমাইলিয়া নামক একটি গোপন মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মান্ধ শাখা, যাদের মূলমন্ত্র ছিল—আপেক্ষিকভাবে সব কাজই সঠিক। এজন্য তারা তাদের ইচ্ছামতো যা ইচ্ছা তাই করত। 'অ্যাসাসিন' শব্দটি ইংরেজি ভাষায় প্রবেশ করেছে ধর্মীয় বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হত্যা করার জন্য প্রশিক্ষিত লোকদের বোঝাতে। নিজেদের সময়ে অ্যাসাসিনরা যে কোনো জায়গার জন্য সবচেয়ে ভয়ঙ্কর গুপ্তসংঘ ছিল। কোনো অ্যাসাসিন তার লক্ষ্যে আঘাত হানার আগে বছরের পর বছর অপেক্ষা করত, কখনো কাজ হাসিল করার জন্য টার্গেটের সাথে বন্ধুত্ব করত। তারা ব্যাপকভাবে সন্ত্রাসবাদ উস্কে দিয়েছিলো। মনে করত, তাদের চোখ ও কান সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। তারা ছিল নির্মম।

এই দলটি একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে খোরাসানের এক শিয়া মুসলিম হাসান ইবনে সাবাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি নিশাপুরে ইসমাইলি মতবাদ নিয়ে পড়াশোনা করেন এবং সেখানকার ধর্মীয় নেতাদের থেকে এই মতবাদের গোপন জ্ঞান সম্পর্কে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তিনি ইসমাইলি সংঘের মধ্যে একটি উচ্চ স্তরে পৌঁছেছিলেন। কায়রো থাকাকালীন তিনি ইসমাইলি নেতাদের সাথে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং মিশর ত্যাগ করে আলেপ্পো ও দামেস্ক হয়ে ইরান চলে যেতে বাধ্য হন। সেখানে তিনি তার অনুগামীদের একত্রিত করে ১০৯০ সালে আলমুতের পাহাড়ি দুর্গ দখলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এখানে তিনি একটি গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন, যারা ইসমাইলিদের অনেক শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিল এবং একই সাথে শত্রুদের বিরুদ্ধে গুপ্তহত্যার কৌশল রপ্ত করে।

এই নতুন দলের নেতার উপাধি ছিল 'শাইখুল জাবাল' বা পাহাড়ের প্রধান। তার অধস্তন আরো তিনটি পদ ছিল, যেমন 'দাঈয়ুল কিরবাল' বা প্রধান ধর্মগুরু, এরপর 'দাঈ' বা ধর্মগুরু। চতুর্থ স্তরে 'রফিক' নামে আরেকটি পদ ছিল যারা দলের নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে আংশিক জ্ঞানের অধিকারী ছিল। তাদের নিচে ছিল 'ফেদায়ী', যারা দলে দীক্ষিত না হওয়া সত্ত্বেও দলের প্রতি ছিল নিবেদিত এবং অন্ধভাবে শাইখুল জাবালের আদেশ মান্য করত। ফেদায়ীদের গুপ্তহত্যার মিশনে প্রেরণের আগে তাদেরকে হাশিশ (গাঁজা জাতীয় নেশাদ্রব্য) প্রয়োগের মাধ্যমে নেশার রাজ্যে নিয়ে যাওয়া হতো। এজন্য তারা হাশাশিন বা হাশিশসেবী হিসেবে পরিচিত ছিল, যা পরবর্তীকালে পশ্চিমা ভাষাগুলোতো প্রবেশ করে অ্যাসাসিন (Assassin)-এ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এদের ষষ্ঠ স্তরে ছিল 'লাসিক' তথা শিক্ষানবিশ সদস্যগণ এবং সপ্তম স্তরে ছিল শ্রমিক এবং কারিগর, যাদের কঠোরভাবে ধর্মীয় বিধান অনুসরণ করতে হতো। এর বিপরীতে দীক্ষিত সদস্যদের ধর্ম-কর্মে অনেক বেশি ছাড় দেয়া হতো, তাদের জন্য ধর্মের শিক্ষা অনুসরণের তেমন গুরুত্ব ছিল না।

১১২৪ সালে হাসান মারা যান এবং তার প্রধান দাঈ উমিদ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার অধীনে অ্যাসাসিনরা সিরিয়ায় নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং শীঘ্রই দুজন খলিফাকে হত্যার মাধ্যমে নিজেদের শক্তিশালী অবস্থান প্রমাণ করে। ১১৬৩ সালে দ্বিতীয় হাসান অ্যাসাসিন রাজ্যে ইসলাম বিলোপের প্রক্রিয়া শুরু করেন। তিনি অদীক্ষিত লোকদের মধ্যে গোপন জ্ঞান ছড়িয়ে দিয়ে তাদের দলে অন্তর্ভুক্তির জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অ্যাসাসিনদের চিরায়ত ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখার জন্য তাকে তার আপন শ্যালকই খুন করেছিল। তার পুত্র দ্বিতীয় মুহাম্মদ ক্রুসেডারদের সাথে আঁতাতের চেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং সালাহউদ্দিনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। সালাহউদ্দিনকে খুন করার জন্য তিন তিনজন আততায়ী প্রেরণ করেছিলেন তিনি। স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনার পর অ্যাসাসিনরা সালাহউদ্দিনের এক নম্বর শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। ১১৭৬ সালে সর্বকালের জন্য সম্প্রদায়টিকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে সালাহউদ্দিন তাদের অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন এবং এদের

গুঁড়িয়ে দিতে শুরু করেছিলেন। সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয়ে অ্যাসাসিনরা সালাহউদ্দিনের সাথে যুদ্ধ বন্ধের জন্য শান্তি আলোচনা করে এবং তাকে হত্যার চেষ্টায় ক্ষান্ত দেয়।

এসময় দুজন নেতা মূলত অ্যাসাসিনদের চালাচ্ছিলেন, পারস্যে হাসান এবং সিরিয়ায় সিনান। সিনান ছিলেন একজন নির্মম মানুষ। নিজেকে নবী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। দিনের বেশিরভাগ সময় কেবল একটি পশমের জামা পরিধান করে পাথরের ওপর বসে তার বিশ্বাস প্রচার করতেন।

দ্বিতীয় মুহাম্মদ মারা গেলে তার পুত্র জালালউদ্দিন হাসানের আদেশ প্রত্যাখ্যান করেন। আদেশটি ছিল এই যে—অ্যাসাসিনদের কখনোই ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা থাকবে না। জালালউদ্দিন বুঝতে পেরেছিলেন যে, ধর্মের প্রতি ভক্তি তাদেরকে বাহ্যিকভাবে আরো শক্তিশালী করবে। তাই তিনি ইসলামের প্রতি আনুগত্য বাড়ানোর পক্ষে জোর দিয়েছিলেন। তিনি পূর্বসূরীদের কর্মের জন্য অনুতাপ ও ইসলামের প্রতি তার আন্তরিকতার মাধ্যমে ইসলামি শক্তিগুলোকে বিশ্বাস করাতে পেরেছিলেন যে, তিনি ভিন্ন চিন্তার মানুষ। ফলে দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় শাসক আলাউদ্দিনের পরিবর্তে জালালউদ্দীন তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি অ্যাসাসিনদের সাথে দূরত্ব রেখে চলতেন। নিজের ভেড়া চরাতেই বেশি পছন্দ করতেন। এটি ছিল অ্যাসাসিনদের সমাপ্তির সূচনা। এমন সময় পূর্ব থেকে মঙ্গোল সেনারা আগমন করলে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয় অ্যাসাসিনদের।

আলাউদ্দিনের পুত্র রুকনদ্দিন মঙ্গোলদের জোয়ার থামানোর চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাকে অপহরণ করে হত্যা করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ পারস্যে অ্যাসাসিনদের শক্তি ধ্বংস হয়ে যায় এবং মাত্র অল্প কয়েকজন বিপর্যস্ত সদস্য দলটির ভবিষ্যত পুনর্জীবনের আশা বুকে নিয়ে অন্তরালে চলে যায়।

১২৬০ সালে মিশরের মামলুক সুলতান মঙ্গোল সেনাবাহিনীকে বিতাড়িত করে আলমুতের দুর্গ পুনরুদ্ধার করেন। মিশরীয়দের নিয়ন্ত্রণে অ্যাসাসিনদের ভাগ্যে পুনরুত্থান ঘটেছিল।

অ্যাসাসিনরা বহু শতাব্দী ধরে মধ্যপ্রাচ্যে একটি শক্তিশালী বাহিনী

হিসেবে টিকে ছিল। যদিও তারা আগের মতো শক্তিশালী ছিল না, তারপরও তারা ইসলামিক ভূখণ্ডে একটি শক্তি হিসেবে সক্রিয় ছিল। এমনকি তাদেরকে বোম্বের (মুম্বাই) মতো দূরবর্তী অঞ্চলেও দেখা যেত বলে কথিত আছে। অন্যান্য সিক্রেট সোসাইটির ওপর অ্যাসাসিনদের ব্যাপক প্রভাব ছিল। সমস্ত পশ্চিমা সিক্রেট সোসাইটি তাদের মৌলিক কাঠামো এবং মতবাদ যে টেম্পলারদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল, সেই টেম্পলাররা এই ইসমাইলি দলটির কাছে চরমভাবে ঋণী। টেম্পলাররা তাদের গ্র্যান্ড মাস্টার্স, গ্র্যান্ড প্রিয়ারস এবং দীক্ষার স্তরগুলো অ্যাসাসিনদের থেকে গ্রহণ করেছিল।

বিল্ডারবার্গ গ্রুপ

'যদি বিল্ডারবার্গ গ্রুপটি কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র না হয়, তাহলে এর পরিচালনা পদ্ধতি সত্যিই অন্যদের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে।'

—সি. গর্ডন টিথার, ফিনান্সিয়াল টাইমস ১৯৭৫

গোপনীয়তার অভিযোগ সত্ত্বেও বিল্ডারবার্গ গ্রুপ সেই অর্থে কোনো গোপন সংগঠন নয়। কিন্তু তারা অন্তরালে কাজ করে বলে অনেক ষড়যন্ত্র তত্ত্ব এবং বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। ইলুমিনাতি, ফ্রিম্যাসনারি এবং বোহেমিয়ান গ্রোভের বৈশিষ্ট্যের সাথে এর কিছুটা মিল থাকার কারণে গ্রুপটিকে এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সিক্রেট সোসাইটির মতো এর কোনো দীক্ষা অনুষ্ঠান নেই। তবে গ্রুপটির সদস্য হতে হলে তাদের কাজের ক্ষেত্র যেমন, ব্যবসা, রাজনীতি এবং ব্যাংকিং-এ অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। অন্তরালে কাজ করা বেশিরভাগ গোষ্ঠীর মতো তারাও তীব্র সমালোচনার শিকার। এদের সমালোচকরা অধিকাংশ খ্রিস্টানদের অধিকার নিয়ে কাজ করা লোক, যারা এই দলটিকে কমিউনিস্ট ইহুদিবাদী বা লিবারেল জায়নবাদী বলে মনে করেন। অবশ্য বামপন্থীদের পক্ষ থেকেও সমালোচনা রয়েছে। তারা মনে করে, বিল্ডারবার্গ গ্রুপ সমমনা 'ট্রাইলিটারেল কমিশন'র সাথে মিলে একটি বৈশ্বিক সরকার গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

বেশিরভাগ গোপন সংঘের মতোই বিল্ডারবার্গ গ্রুপের বৈশ্বিক বিষয়াবলিতে আগ্রহ রয়েছে—তাতে তাদের যে ক্ষমতাই থাকুক বা যার অধীনেই কাজ করতে হোক। এটা সত্য যে, অনেক ক্ষমতাশালী

লোককে তাদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তবে ডেনিস হেলি, জিমি কার্টার, হেনরি কিসিঞ্জার, কেনেথ ক্লার্ক এবং জর্জ বুশ সিনিয়রের মতো ব্যক্তিদের বিল্ডারবার্গের সদস্য হিসেবে ভাবাটা একটু কঠিনই। এতে করে মনে হয়, বাম এবং ডান—উভয় পক্ষের ক্ষমতাধর লোকগুলো এক সাথে সহাবস্থান করছে। আপাতদৃষ্টিতে নীরিহ মনে হলেও কিছু লোক বিল্ডারবার্গকে একটি হুমকি হিসেবে দেখে। যেমন নেতৃস্থানীয় সার্বিয়ানরা যুগোস্লাভিয়ায় যুদ্ধ শুরু করার জন্য বিল্ডারবার্গকে দোষ দেয়। যার ফলে স্লোবোডান মিলোসেভিচের পতন হয়েছিল। ওকলাহোমা সিটিতে বোমা হামলাকারী টিমোথি ম্যাকভিঘ, লন্ডনে নেইল বোমা হামলাকারী ডেভিড কোপল্যান্ড এবং ওসামা বিন লাদেন—সকলেই বিশ্বাস করতেন, সকল পশ্চিমা সরকারের নীতির পেছনেই বিল্ডারবার্গের হাত রয়েছে।

১৯৫৪ সালে এই গোষ্ঠীটি যারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রসচিব এবং শ্রম সচিব ডেনিস হিলি। বিল্ডারবার্গ বিশ্বের সরকারগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে—এই অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, 'এর মধ্যে আসলে সত্যতার লেশমাত্র নেই। আমরা কখনোই বিল্ডারবার্গে বৈশ্বিক নীতি পরিবর্তনের চেষ্টা করি না। এটি কেবল আলোচনার একটি জায়গা।' তিনি আরো বলেছেন, 'বিল্ডারবার্গ আমার দেখা সবচেয়ে কার্যকর আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী। এই সংগঠন মানুষকে নির্ভয়ে সততার সাথে কথা বলতে সাহস যোগায়।'

তাহলে সত্য কোনটা? বিল্ডারবার্গ গ্রুপ আসলে কী?

বিল্ডারবার্গ গ্রুপের প্রথম বৈঠকটি ১৯৯৪ সালের ২৯ ও ৩১ মে'র মধ্যবর্তী সময়ে ডাচ শহর ওস্টেরবিকের হোটেল ডি বিল্ডারবার্গে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং যুদ্ধ পরবর্তী ট্রান্স-আটলান্টিক সহযোগিতা চেতনার অন্যতম ফলাফল ছিল এটি। এর মূল ধারণাটি ছিল, ডাচ সরকার এবং সিআইএর সহায়তায় বিশ্বশক্তির নিয়ন্ত্রকদের শ্যেনদৃষ্টির অন্তরালে একটি অনানুষ্ঠানিক বন্ধুত্বপূর্ণ মিটিংয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যতের যুদ্ধগুলো প্রতিরোধ করা। সিআইএ'র লোকেরা সম্ভবত নিরাপত্তার জন্য সেখানে ছিল, তবে মার্কিন গোয়েন্দাদের উপস্থিতির কারণে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকার,

শিল্পপতি ও রাজনীতিবিদদের নিয়ে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়েছিল। ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিক আলাসডায়ার স্পার্কের মতে, বিল্ডারবার্গকে মতলববাজরা দখল করে নিয়েছে। তার 'ছায়ার মতো একটা চক্র বিশ্ব চালাচ্ছে'—এই ধারণাটি নতুন কিছু নয়। বহু বছর ধরে মানুষ বিশ্বাস করছে যে, ইহুদিদের একটি গুপ্ত দল দ্বারা বিশ্ব পরিচালিত হয়। তিনি আরো বলেন, 'আমাদের জেনে রাখা উচিত, ধনী ও ক্ষমতাবানরা সবকিছু নিজেদের স্বার্থে সংগঠিত করে। এটাকেই বলা হয় পুঁজিবাদ।'

ডানপন্থী এবং কিছু উদারপন্থীরা বিল্ডারবার্গকে একটি 'উদার জায়নবাদী চক্রান্ত' বলে অভিযোগ করে। একই সাথে সাবেক সাংবাদিক ও এক্টিভিস্ট টনি গোসলিংয়ের মতো বামপন্থীরাও তাদের সমালোচনায় সোচ্চার। গোসলিং বলেন, 'আমার আপত্তির জায়গা হলো গোপনীয়তা। প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী এতগুলো লোক যখন এক জায়গায় একত্রিত হন, তখন আমার মনে হয়, সেখানে কী ঘটছে তার ব্যাখ্যা জানার অধিকার আমাদের আছে। তিনি আরো বলেন, 'ইরাক আক্রমণ করার সময় মার্কিন বাহিনীকে প্রথম যে জায়গাটিতে আক্রমণ করতে বলা হয়েছিল বলে শুনেছিলাম, তা ২০০২ সালে বিল্ডারবার্গের মিটিং থেকেই ফাঁস হয়েছিল'।

ফিনান্সিয়াল টাইমসের এক প্রতিবেদক মার্টিন ওল্ফ বিল্ডারবার্গের পক্ষে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'এটা সিক্রেট কিছু না, বরং এটা হলো প্রাইভেসি, যা এরকম একটা মিটিংয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ জাতীয় মিটিং গোপনীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে না—এমন ধারণা ভুল।' তিনি আরো বলেন, 'এটি কোনো নির্বাহী কমিটি নয়; এখানে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় না।'

বছরে একবার বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর লোকেরা একটি সুরক্ষিত স্থানে দেখা করেন, যেটা সাধারণত কোনো হোটেল হয়ে থাকে। এই মিটিংগুলো হট স্প্রিংস, ভার্জিনিয়া, যুক্তরাজ্যের টর্ক, ফ্রান্সের কান এবং ডেনমার্কের ফ্রেডেন্সবার্গের মতো বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়। মিটিং শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগে সিকিউরিটি টিম, সাধারণত সিআইএর কোনো গ্রুপ, ভেন্যু প্রস্তুত করে। এতে সিআইএ'র যুক্ত হওয়ার পেছনে ডাক্তার

জোসেফ হেরোনিম রেটিঞ্জারের ভূমিকা রয়েছে। তিনি পোল্যান্ডের লোক ছিলেন। তার জীবন ছিল বৈচিত্র্যময়। দরিদ্র অবস্থা থেকে এমন একটি অবস্থানে গিয়েছিলেন যেখান থেকে তিনি খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দিতে পারতেন।

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম রহস্যময় চরিত্র রেটিঞ্জারকে বিল্ডারবার্গ গ্রুপের জনক বলে মানা হয়। গুঞ্জন ছিল যে, তিনি সোশ্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল, ফ্রিম্যাসনস, ভ্যাটিকান এবং মেক্সিকান সরকারের এজেন্ট ছিলেন। কর্মক্ষেত্রে তার কাজের অংশ ছিল, কিউবার চুরুট ফ্যাক্টরির কর্মীদের সাথে থাকা এবং *অ্যাকশন কমিটি* নামে মেক্সিকান তরুণ দেশপ্রেমিকদের নিয়ে একটি গোপন সংগঠন গড়ে তোলা। ১৯২৪ সালে সংঘবদ্ধ ইউরোপের ধারণা তার কাছ থেকে প্রথম আসে এবং তিনি ব্রিটিশ সংসদ সদস্য ই ডি ডি মোরেলের সহায়তায় একটি গোপন দল গঠন করার সিদ্ধান্ত নেন, যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা। মোরেলের মৃত্যুর পরে রেটিঞ্জার আর্নেস্ট বেভিন এবং স্যার স্টাফর্ড ক্রিপসের মতো রাজনীতিবিদদের সাথে কথা বলেছিলেন। তবে তারা তার ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হননি এবং এই প্রকল্প দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে থামিয়ে দেয়া হয়।

জেনারেল সিকোরস্কি এবং স্যার কলিন গুবিন্সের অধীনে এসওই'র সাথে লন্ডনে নির্বাসিত হন রেটিঞ্জার। এসময় রেটিঞ্জার আবার এই ধারণার দিকে ফিরে আসেন। ১৯৪৬ সালে তিনি রয়্যাল ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সে একটি বক্তব্য দিয়েছিলেন, যেখানে তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে সম্ভাব্য হুমকি মোকাবেলার ওপর জোর দিয়েছিলেন। দুবছর পর ব্রিটিশদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন প্রয়োজন বুঝতে পেরে বেলজিয়ামের সাবেক প্রধানমন্ত্রী পল স্পাক, উইনস্টন চার্চিল এবং দুবছর আগের ভাষণ থেকে জন্ম নেয়া ইউরোপীয় আন্দোলনের সভাপতি ডানকান স্যান্ডিস রেটিঞ্জারের সাথে অর্থ সংগ্রহের মিশনে সঙ্গী হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওএসএস (অফিস অফ স্ট্রাটেজিক সার্ভিসেস) এর সাবেক পরিচালক উইলিয়াম ডোনভানের তত্ত্বাবধানে আমেরিকান কমিটি অন ইউনাইটেড ইউরোপ (এসিইউ) গঠন করা

হয়, যার ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন অ্যালেন ডুলেস। ডুলেসকে নয়া সিআইএর পরিচালক করা হয়েছিল। প্রচুর অর্থের সমাগম হচ্ছিল এবং প্রথম চার বছরে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন পাউন্ড জমা হয়েছিল।

এরপরে রেটিঞ্জার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে আনঅফিসিয়াল মিটিং করা উচিত। ইউরোপীয় আন্দোলনের সহকর্মী পল রিজকেন্সের মাধ্যমে তিনি নেদারল্যান্ডসের যুবরাজ বার্নহার্ডের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। বার্নহার্ড ছিলেন এমন ব্যাক্তি, যাকে ইউরোপীয় ঐক্য ও আটলান্টিক এলায়েন্সের জন্য আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। এই সময়ে আমেরিকাবিরোধী একটি জোয়ার তৈরি হচ্ছিল এবং রেটিঞ্জার মনে করেছিলেন, এটি কোনো ইতিবাচক বিষয় নয়। তাই তিনি ডেনমার্ক, গ্রিস, ইতালি, ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্যের বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে একত্রিত করে ১৯৫২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর প্যারিসের একটি অ্যাপার্টমেন্টে প্রথম মিটিং করেছিলেন। সবাই এ বিষয়ে একমত হয়েছিল যে, যদি তাদের আদর্শকে আরো এগিয়ে নিতে হয় তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মূল খেলোয়াড়ের ভূমিকায় কাজ করতে হবে। তাই রেটিঞ্জার এবং প্রিন্স বার্নহার্ড এ বিষয়ে কথা বলতে আরো একবার ওয়াশিংটনে গিয়েছিলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তারা সিআইএর পরিচালক জেনারেল ওয়াল্টার বেডেল স্মিথ এবং আইজানহাওয়ারের জাতীয় সুরক্ষা সহকারীর সভাপতি চার্লস জ্যাকসনের সমর্থন পেয়েছিলেন। এই সফল মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয় একটি আমেরিকান কমিটি গঠন করার। যার সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, চেস ম্যানহাটান ব্যাংকের ডেভিড রকফেলার এবং বিখ্যাত খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক হেনরি হাইজ। এর পরে প্রথম আনুষ্ঠানিক মিটিং হোটেল ডি বিল্ডারবার্গে হয়েছিল।

সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত এই বিশেষ সংগঠনের মিটিংয়ে যারা যোগ দিয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন, হেনরি কিসিঞ্জার, সাইরাস ভ্যানস, সাবেক প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড, স্যার কিথ জোসেফ, স্যার ডেভিড ওউন, ভাইস প্রেসিডেন্ট ওয়াল্টার মন্ডালে, ভ্যালেরি গিসকার্ড ডিস্টায়েং, হেলমাট স্মিথ এবং বিগত চল্লিশ বছরের সকল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী।

এদের মধ্যে একজন ভাষ্যকার, গণমাধ্যম গুরু মার্শাল ম্যাকলুহান পুরো বিষয়টিকে অসাড় ও অবাস্তব বলে মনে করেছিলেন এবং একে তুচ্ছ ও অপ্রাসঙ্গিক বলে মত দিয়েছিলেন। তবে এটা স্পষ্ট যে, মিডিয়া, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং কর্পোরেট ব্যবসায় প্রভাব বিস্তারকারী বেশ কিছু মানুষকে বিল্ডারবার্গের এক সভায় যোগ দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। জড়িতদের অস্বীকৃতি সত্ত্বেও এটি লক্ষণীয় যে, বিল্ডারবার্গের মিটিংয়ের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক ঘটনার জন্ম হয়েছিল। যেমন রোমের চুক্তি, যা কমন মার্কেট তৈরি করেছিল। দুই উপসাগরীয় যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল এই গোপন সংস্থার মাধ্যমে। ফরাসিরা অভিযোগ করেছিল যে, বিল্ডারবার্গ ১৯৬০-এর দশকে ফ্রান্স সরকারের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেছিল। সন্দেহ নেই যে, এর সদস্য দেশগুলোর ছোট বড় সব রকম দেশীয় ও বিদেশ নীতিতে এই গোষ্ঠীর কৌশল যুক্ত ছিল। তবে বৈঠকের রেকর্ড প্রকাশে নিষেধাজ্ঞার কারণে এর বৈশ্বিক ব্যপ্তি কতটুকু তা ধোঁয়াশাতেই রয়ে গেছে।

বিল্ডারবার্গের ব্যাপারে সবার মনেই আগ্রহ রয়েছে এবং এর সাথে জড়িত ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলো বেশ সাধাসিধে মনে হয়। তবে প্রকৃত ঘটনা হলো, তারা জনমত নির্ধারণ করে দেয়া এবং তাদের নীতি অনুযায়ী বিশ্বের ঘটনাগুলোকে চালিত করার জন্য কাজ করছে। রবার্ট এরিনজার তার 'গ্লোবাল ম্যানিপুলেটরস' বইটিতে বলেছেন, বিশ্ব নেতাদের বন্ধ দরজার পিছনে সাক্ষাৎ করাতে তিনি অখুশি নন। তবে সতর্কতার জন্য তিনি জানতে চান যে, সেখানে কী এমন বলা হয় যার জন্য এতো গোপনীয়তার প্রয়োজন? বিশ্ব নেতারা গণতন্ত্রের প্রসারের কথা বলে নিজেরাই কেন মিডিয়ার মুখ বন্ধ করে বন্ধ দরজার পেছনে কাজ করেন?

বোহেমিয়ান গ্রোভ

বোহেমিয়ান গ্রোভের কর্মকাণ্ড বিল্ডারবার্গ গ্রুপের খানিকটা বিপরীত। তবে বিল্ডারবার্গ, ইলুমিনাতি এবং অন্যান্যদের মতো তারাও বিশ্বব্যাপী আধিপত্য এবং 'নতুন বিশ্বের ধারণা' (New World Order) নিয়ে কাজ করা একটি গ্রুপ হিসেবে বিবেচিত। ডেভিড আইকে নামের এক ষড়যন্ত্র তত্ত্ববিদের মতে, বোহেমিয়ান গ্রোভ হলো অতিকায় গিরগিটি আকৃতির শয়তানের পূজারি, যারা রাতের আঁধারে বাচ্চাদের পুড়িয়ে বলি দেয়ার মাধ্যমে মোলেক দেবতার (ইলুমিনাতিরা যাকে পূজা করে) উপাসনা করে। তবে এটি অবাস্তব বলে মনে হয়।

বোহেমিয়ান ক্লাবটি ১৮৭২ সালে সান ফ্রান্সিসকোতে গভীর রাতে 'সামাজিক পানীয় পানে'র অজুহাতে শুরু হয়েছিল। সাংবাদিক এবং লেখকরা এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শুরুর দশকে জ্যাক লন্ডন এবং মার্ক টোয়েনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিকরা এর সদস্য ছিলেন। তবে শীঘ্রই সদস্যপদ পাওয়ার পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হয়। এড বসক নামের এক সদস্য নতুন সদস্য সংগ্রহের একটি পদ্ধতি নিয়ে কাজ করেছিলেন, যেখানে সমাজের একেবারে উঁচু স্তর থেকে সদস্য বানানো হয়; তারা ছিল ধনী ব্যবসায়ী। আরো বেশি ধনী ব্যক্তিরা যোগ দেয়ার পর আসল বোহেমিয়ানরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয় এবং কয়েক বছরের মধ্যেই ধনী লোকেরা দরিদ্রদের জায়গা দখল করে নেয়। অস্কার ওয়াইল্ড গ্রোভারদের সাথে দেখা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, 'আমি আমার জীবনে এত সুন্দর পোশাক, সুস্বাস্থ্য ও ব্যবসায়ীর মতো চেহারার বোহেমিয়ান কখনো দেখিনি'।

শহুরে আড্ডায় ক্লান্ত হয়ে ধনী বোহেমিয়ানরা তাদের কার্যক্রমে

একটি আধ্যাত্মিক মাত্রা যুক্ত করতে সচেষ্ট হয়। তারা প্রকৃতির সাথে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ক্যালিফোর্নিয়া শহরের মন্টে রিওর কাছে সেকোইয়া বনের প্রায় তিন হাজার একরের বিশাল অঞ্চল কিনে নেয়। ফলে এর নাম হয় *বোহেমিয়ান গ্রোভ* বা *বোহেমিয়ানদের বন*। নতুন ধনী সদস্যরা বনের অধিকার নিয়ে নেয়ায় মূল বোহেমিয়ানরা তাদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল।

বোহেমিয়ান গ্রোভের রীতি বেশিরভাগই সিউডো-ড্রুইডিক। এগুলো জর্জ স্টার্লিং নামে এক রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী দ্বারা তৈরিকৃত, যিনি ১৯২৬ সালে আত্মহত্যা করেছিলেন। এই রীতিগুলো ১৪ জুলাই একটি অনুষ্ঠানে 'পরোয়া' নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে পালন করা হয়। 'পরোয়া'র প্রতিনিধি হিসেবে একটি প্রতিমাকে গাউন পরিহিত ব্যক্তি এবং অশ্বারোহীদের দ্বারা নির্দিষ্ট বেদীতে এনে পোড়ানো হয়। এভাবেই পার্থিব উদ্বেগ ভুলে যাওয়া হয় যেন গ্রোভাররা তাদের তিন সপ্তাহের 'বেপরোয়া' কার্যক্রম শুরু করতে পারে। তাদের একটি উক্তি আছে, 'জাল বুননরত মাকড়সা কাছে আসে না', এর অর্থ হলো, সমাবেশের পুরো সময়ের জন্য কোনো আজেবাজে কথা বলা যাবে না।

বোহেমিয়ানরা অন্যান্য আমেরিকান সিক্রেট সোসাইটির মতোই অনেকগুলো কাঠামোতে বিভক্ত। এর সংখ্যা সব মিলিয়ে ১২০। তাদের নামের মধ্যে বেশ বৈচিত্র্যও রয়েছে যেমন, হিলবিলিজ (যার সাথে জর্জ বুশ সিনিয়র এবং ওয়াল্টার ক্রোনকাইট যুক্ত ছিলেন), ওউল'স নেস্ট (রোনাল্ড রিগ্যান এর সদস্য ছিলেন), মেয়েরলিং, সিলভেরাদো স্কোয়াটারস, টোটেম ইন, ওয়েসাইড লগ, ইয়ে মেরি ইওলস এবং জাকা। বোহেমিয়ান গ্রোভের অন্যান্য বিখ্যাত সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক সেক্রেটারি জর্জ স্কুল্টজ, লিওনার্ড ফায়ারস্টোন, জেরাল্ড ফোর্ড, রিচার্ড নিকসন, হেনরি কিসিঞ্জার, জেমস বেকার, হারম্যান ওয়াউক, চার্লটন হেস্টন, টেডি রুজভেল্ট, হারবার্ট হুভার, ডিক চেনি এবং এডওয়ার্ড টেলার।

এর সদস্যপদ মূলত কেবল আমেরিকানদের জন্যই। নতুন সদস্য দলে সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্ত হতে কয়েক বছর সময় লাগে। বিদেশি দর্শনার্থীদের

কখনো কখনো মার্কিন অভিজাতদের সাথে পরিচিত করার জন্য এবং সম্ভবত বোহেমিয়ান গ্রোভারদের পছন্দের কিছু শহুরে খেলাধুলা উপভোগ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমন্ত্রিতরা বিশ্ব অর্থনীতি এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে বক্তৃতা শুনতে বা সাধারণ মঞ্চনাটক দেখতে পারে।

অন্যান্য উচ্ছৃঙ্খল যেসব কার্যকলাপ ঘটে বলে বলা হয়, তা হলো প্রচুর মদ্যপান, বিভিন্ন প্রকৃতির মাদকদ্রব্য সেবন, পতিতা গমন এবং সমকাম। বোহেমিয়ান গ্রোভের চারপাশ ঘিরে গড়ে উঠেছে টুরিস্ট স্পটের মতো পরিষেবার একটি বাজার যা ক্যালিফোর্নিয়ার সেই অংশের মানুষদের বাড়তি অর্থ সরবরাহ করে। ফলে অর্থনৈতিক কারণে বোহেমিয়ান গ্রোভদের স্থানীয়রা স্বাগতই জানায়।

গত দশকে এই জায়গাটি 'গোপন সরকারের' একটি কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলোতে। গুজবটি সেভাবে না ছড়ালেও এখনো বাজারে চালু আছে।

সম্ভবত বোহেমিয়ান গ্রোভ হলো এমন একটি দল যারা তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলোকে মিস করে। এখানে তারা একত্রিত হয় যেন কিছুটা সময় তারা ছাত্রজীবনের মতো দায়িত্বহীন আচরণ করতে এবং নিজেকে গড্ডলিকায় ভাসিয়ে দিতে পারে।

রাশিয়ান ক্যাস্ট্রেটর

(খোজাকরণ সংঘ)

সব গুপ্তসংঘেই একটা দীক্ষা অনুষ্ঠান থাকে, যেখানে নিজস্ব আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এর মাধ্যমে অপবিত্র পুরোনো পৃথিবী থেকে পবিত্র ও আলোকিত পৃথিবীতে প্রবেশের ধারণা দেয়া হয় সদস্যকে। তবে রাশিয়ার ক্যাস্ট্রেটরদের চেয়ে নিষ্ঠুর দীক্ষা অনুষ্ঠান মনে হয় আর নেই। রাশিয়ান 'স্কোপসি' অর্থ খোজাকরণ, এই নামেও তারা পরিচিত। তাদের দীক্ষাদানের অমানবিকতা সত্ত্বেও তাদের প্রভাব চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। রাশিয়া ও বলকান অঞ্চলের সাধারণ থেকে অভিজাত সব শ্রেণির নাগরিক তাদের আদর্শে দীক্ষিত হয়। অনেকে তাদের পাগল বলে বিবেচনা করলেও (এর কারণ বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা না) তাদের মধ্যে পাগলাটে লোক খুব বেশি ছিল না।

স্কোপসি একটি খ্রিস্টীয় বিশ্বাসজাত বিষয়। তবে তাদের বিশ্বাস মূলত রহস্যময় প্রাচীন ধ্যান-ধারণা ভিত্তিক ছিল যেখানে সাধু, সন্ন্যাসী ও তপস্বীরা যৌন বাসনার কুপ্রবৃত্তিগুলো দূর করে স্বর্গীয় অনুভূতি খুঁজতে চাইতো। কিছু পৌত্তলিক সম্প্রদায়ে খোজাকরণ হলো নারী দেবীদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের একটি উপায়। এর উদ্দেশ্য ছিল কাম দমন করে সেই শক্তিশালী যৌন শক্তিটিকে ধর্মীয় উদ্দীপনায় চালিত করা।

১৭৫৭ সালের দিকে 'ফ্ল্যাজেল্যান্ট' বা আত্মনিগ্রহকারীদের একটি দল থেকে তাদের জন্ম। পরবর্তীতে যার সর্বাধিক বিখ্যাত অনুসারী ছিলেন রাসপুটিন। ১৭৭১ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার সরকার স্কোপসির অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে, ততদিনে ধর্মীয় আচারের অংশ হিসেবে এই গোষ্ঠীর কার্যক্রম মহামারি পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। ফ্ল্যাজেল্যান্ট বা আত্মনিগ্রহকারীদের অনুষ্ঠানের আকর্ষণ ছিল ধর্মীয় পরমানন্দ লাভ

করা। এর জন্য তারা খ্রিস্টান ও পৌত্তলিক রীতির সংমিশ্রণ করেছিল। তারা প্রার্থনার জন্য বন্দনা মন্ত্রের তালে নাচতে নাচতে আত্মসম্মোহনের পর্যায়ে চলে যেত। কেউ ক্লান্ত হয়ে উঠে যেতে চাইলে অনুষ্ঠানের গুরু তাকে চাবুক মেরে ফিরিয়ে আনত। অনুষ্ঠান শেষ হতো সব সময় পীড়িত কিন্তু আনন্দিত অবস্থায়।

কর্তৃপক্ষ এই ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ করেছিল এবং একটি ঘটনায় আন্দ্রেই ইভানভ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল। তেরোজন কৃষককে এ ধরনের উগ্র ধর্মানুষ্ঠানের নামে খোজাকরণে প্ররোচিত করার দায়ে তার বিচার ও দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। ওরেল প্রদেশের স্টলবোভোর কন্ড্রাটজি সেলিভানভ নামে এক লোক তাকে এ কাজে সহায়তা করে। সেইন্ট পিটার্সবার্গে বিচার চলাকালীন এই মামলার ব্যাপারে ব্যাপক কানাঘুষা হয়েছিল। কারণ কেউ বিশ্বাস করতে পারেনি, কোনো মানুষ গোপন সংঘের অংশ হওয়ার জন্য সত্যিই নিজেকে খোজা করতে পারে।

ইভানভকে শাস্তি হিসেবে বাকি জীবন সাইবেরিয়ায় কাটাতে হয়, কিন্তু সেলিভানভ তাম্বোভ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। সেখানে সে তার মতবাদ প্রচার শুরু করে। তার বিশ্বাস ছিল, ধর্মীয় পরিপূর্ণতা এবং পরিত্রাণ চূড়ান্ত ত্যাগের মধ্যেই রয়েছে। যাকে সে অতি উৎসাহী হয়ে 'আগুনের ব্যাপটিজম' বলতো। তার রীতিতে সাধারণত একটি অগ্নিশলাকা ব্যবহার করা হতো। তবে ছুরি, ছোট কুঠার, কাচের টুকরা এবং ক্ষুরও বাদ যেত না। এই গোষ্ঠীর দাবি, যীশু এবং আদি খ্রিস্টানরা এই চর্চা করত। স্বল্প সময়ের মধ্যেই সে আলেকজান্ডার ইভানভ শিলভ নামে এক শিষ্য তৈরি করেছিল। তার আদর্শে প্রচুর মানুষ দীক্ষিত হয় যারা নিয়মিতভাবে উগ্র কর্মকাণ্ডের জন্য একত্রিত হতো। তারা একে অপরকে খোজা হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করত। নিজেকে খোজা করার দরুণ সেলিবানভ বেশ মোটা হয়ে গিয়েছিল ও তার চুল পড়ে যায়। সে তার মতবাদকে আরো ছড়িয়ে দিতে মস্কো চলে আসে। কিন্তু সেখানে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। তাকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে ফের সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। তার কিছু অনুসারীকে নির্দয়ভাবে

মারধরও করা হয়েছিল। আর যারা তখনো পর্যন্ত নিজেকে খোজা করেনি, তাদের কার্যক্রম এবং নতুন সদস্য সংগ্রহ বন্ধ করতে আদেশ দেয়া হয়। কিন্তু ক্যাস্ট্রেটরদের প্রধান গুরুকে গ্রেপ্তার ও বন্দী করা সত্ত্বেও দলটির সদস্য বাড়তেই থাকে। কর্তৃপক্ষ এই বিস্তার অবাক হয়ে দেখা ছাড়া কিছু করতে পারছিল না।

সেলিভানভ পালিয়ে আরো একবার মস্কো যায়। সেখানে জার তাকে একটি এসাইলামে পাঠান। ধর্মগুরু ব্যারনেস ক্রুডনারের প্রভাব ছিল জার প্রথম আলেকজান্ডারের ওপর। তারই সুপারিশে সেলিভানভকে মুক্তি দেয়া হয়। ব্যারনেস আশ্রিত মানুষটিকে একজন সাধুর চেয়ে বেশি কিছু ভাবেনি। তাই অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে রাশিয়ার উচ্চ ও পরাক্রমশালী ব্যক্তিদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। এরপর অনেক লোক সেলিভানভের মন্ত্রণার শিকার হয়। এই নতুন সদস্যদের মধ্যে একজন ছিলেন আলেক্সি জেলানস্কি। তিনি ছিলেন একজন রাজ্য কাউন্সিলর এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। কর্তৃপক্ষকে স্কোপসি থেকে দূরে রাখার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও জেলানস্কি নিজেই 'ফায়ার ব্যাপটিজম' সহ্য করে এই সংস্কৃতিতে দীক্ষা নিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজেকে খোজা করেছিলেন।

সেলিভানভ দ্রুতই একটি বিশাল বাড়িতে আস্তানা স্থাপন করেছিল। যা *ঈশ্বরের ঘর*, *নতুন জেরুসালেম* বা *স্বর্গের নগর* নামে পরিচিত ছিল। তার শিষ্যরা এটি রক্ষণাবেক্ষণ করত এবং প্রভাবশালী লোকদের দলে ভেড়ানোর জন্য কাজ করত। এখানে তারা নির্বিঘ্নে নিজেদের আচার অনুষ্ঠান পালন করতে পারত। স্কোপসিরা বিশ্বাস করত যে, এগুলো তাদের জীবনে আনন্দ দেয়। সেলিভানভ নিজেকে যীশুর পুনর্জন্ম বলে ঘোষণা দিয়েছিল, একই সাথে সে নিজেকে একজন পূর্ববর্তী নামহীন দেবতার অবতার বলেও দাবি করত। এই সময় তৎকালীন রুশ সম্রাজ্ঞী তার রাজকীয় অবস্থান ত্যাগ করে ছদ্ম নামে নিজের জীবন পুরোপুরি দলের জন্য উৎসর্গ করেন। স্কোপসি গুরুর বাড়িতে কিছুকাল অবস্থান করার পরে তিনি একটি উপাসনাস্থলে চলে যান। শোনা যায়, সেখানে তিনি দর্শনার্থী অনুগামীদের স্বর্গীয় শক্তির নিদর্শন দেখাতে পারতেন।

ইতিহাসের অন্যান্য কাল্ট গুরুদের মতো সেলিভানভ নিজেও তার সম্পর্কে কিংবদন্তি প্রচার করতে শুরু করে। সে দাবি করেছিল, যৌবনের শুরুতেই সে নিজেকে খোজা করে। অন্যদের খোজা হতে উৎসাহিত করার জন্য বলত, এই বিস্ময়কর পদ্ধতিই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। তার এই সব দাবি উদ্ভট আর অবিশ্বাস্য হলেও তার অনুসারীদের ওপর তার এমন প্রভাব ছিল যে তারা সেগুলো অকপটে বিশ্বাস করত।

সেলিভানভ নিজেকে রাজা তৃতীয় পিটার বলেও দাবি করেছিল। তার ভাষ্য ছিল এরকম, সে রাণী দ্বিতীয় ক্যাথরিনকে বিয়ে করেছিল। ক্যাথরিন যখন জানতে পারলেন, তার স্বামী সক্ষম পুরুষ নয়, খোজা, তখন তিনি স্বামীকে খুন করার সিদ্ধান্ত নেন। এ খবর জানতে পেরে 'জার' সেলিভানভ সৈনিকের ছদ্মবেশে পালিয়ে যায়। এরপর শাসকের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে সে একজন কৃষকের পরিচয় ধারণ করে, নাম বদলে সেলিভানভ রাখে।

অভিজাতদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তায়-যারা পরবর্তীতে তার আদর্শ গ্রহণে উন্মুখ ছিল-তার অনুগামীদের পক্ষে এটা ভাবার জন্য যথেষ্ট ছিল যে, সে সত্যিই অতীতে কোনো একসময় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিল। তার মসীহের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য দাবি করা হয়েছিল, তার প্রথম শিষ্য শিলভই ভবিষ্যতের মুক্তিদাতা হবে।

সেলিভানভ 'দ্য বুক অফ দ্যা প্যাশন অফ দ্য রিডিমার' নামে একটি প্রচারমূলক বই লিখেছিল। এই বইতে সে দাবি করেছিল, জার প্রথম পল তাকে মস্কোতে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন রাজ মুকুট পরানোর জন্য। কারণ তিনি নির্বাসিত মানুষটির আসল পরিচয় জানতেন যে, তিনি ছিলেন পূর্ববর্তী জার। সেলিভানভ পলকে খোজা করতে চেয়েছিল, যেন তিনি সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পারেন। এজন্য জার 'তার বাবা'কে (সেলিভানভ) নিজের পুরুষত্বের প্রতি হুমকি বিবেচনা করে জনসাধারণের দৃষ্টি থেকে দূরে বন্দী করেছিলেন।

প্রথম আলেকজান্ডার যখন সিংহাসনে বসেন, তখন দাবি করা হয়, তিনি এবং তার স্ত্রী সেলিভানভের সম্প্রদায়ে যোগদান করেছিলেন। জার সরকারের সদস্যরা অনুভব করেছিলেন যে, সেলিভানভ দেশের

শাসকদের ওপরে অযৌক্তিকভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। এজন্য তাকে আরো একবার বন্দী করা হয়েছিল। সুজদালের আশ্রমে আটক থাকাকালীন সেলিভানভ আরো একটি সাহসী বক্তব্য দিয়েছিল যে, সে চিরকাল বেঁচে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত রাশিয়াকে শাসন করতে ফিরে আসবে। সে সময় সবাইকে খোজা করা হবে।

এই বিশ্বাস তার মৃত্যুর অনেক পরেও, এমনকি সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। (যদিও সাম্প্রতিককালে এই আদর্শের অনুসারীরা নিয়মে কিছুটা পরিবর্তন করেছেন, খোজাকরণের আগে দুটি বাচ্চা নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে)।

১৮৩২ সালে সেলিভানোভের মৃত্যুর পরেও স্কোপসিজম একটি টেকসই বিশ্বাস হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। জার প্রথম নিকোলাসের ক্ষমতা গ্রহণের পর এদের ওপর নিপীড়ন চালানো সত্ত্বেও এটি রাশিয়া জুড়ে সর্বস্তরের মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেক অনুসারীকে সাইবেরিয়ায় পাঠানো হয়েছিল কিন্তু কোনো কিছুই এই ধর্মতত্ত্বকে থামাতে বা এর প্রতি মানুষের অব্যাহত আগ্রহকে আটকাতে সক্ষম হয়নি। কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মানুষ তাদের বিশ্বাসের জন্য আত্মবিকৃতি করতে থাকে। বিংশ শতাব্দীতে স্কোপসি মতবাদ টিকিয়ে রাখার জন্য গীর্জা, পুরোহিত এবং অফিসিয়ালদের প্রচুর অর্থ অনুদান দেয়া হয়েছিল। এই অর্থ ঘুষ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। এটা করা হয়েছিল যেন ভুল বিশ্বাসী লোকেরা সঠিক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা থেকে বিরত থাকে। স্কোপসি মতবাদের জন্য এটি উপকারী বলে বিবেচিত হয়েছে।

অবাক করার মতো প্রশ্ন হলো, খোজাকরণ বিষয়টা এত জনপ্রিয় কেন? স্বেচ্ছায় খোজাকরণকে রহস্যময় জ্ঞানের একটি ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এটি ধর্মের মতোই পুরনো বিশ্বাস। সম্ভবত এর ফ্রয়েডিও কোনো ব্যাপার আছে। যেমন, দুর্বল মনের কোনো মানুষকে সম্মোহনী ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি বশীভূত করতে পারে। কিন্তু এই তত্ত্ব এটা ব্যাখ্যা করতে অপারগ যে, এত এত লোক কীভাবে আগুনের ব্যাপটিজম গ্রহণ করতে প্ররোচিত হতে পারে? কারণ স্কোপসি মতবাদে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ দীক্ষিত হয়, যাদের সবাই মানসিকভাবে দুর্বল হতে পারে না।

ক্যাথারস

ক্যাথারস (শব্দটি গ্রিক, যার অর্থ 'খাঁটি') হলো মধ্যযুগের জ্ঞানবাদী ধারণার একটি সম্প্রদায়। ক্যাথারিজমের জন্ম হয় দক্ষিণ ম্যাসিডোনিয়াতে দাসদের মধ্যে এবং সেখান থেকে দক্ষিণ ও পশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল বলে ধারণা করা হয়। থ্রেস-এও একই রকম একটি সম্প্রদায় ছিল। তারা পলিশিয়ান নামেও পরিচিত ছিল, পরে এটি বোগোমিলস নামে পরিচিত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তারা আলবেনিয়া এবং স্লোভেনিয়ায় সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল এবং দুটি শাখায় বিভক্ত ছিল, আলবেনীয় (চরমপন্থী) এবং কনকোরজেনসিয়ান (আলবেনিয়ার গোরিজার নাম অনুসারে)। ১০৩৫ সালের দিকে ইতালির তুরিনে এদের আবির্ভাব হয় এবং চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। সেখানে এর অনুগামীরা পাতারিনি নামে পরিচিত। পাতারিয়া মিলানের একটি রাস্তার নাম। এখানে তারা ১০৫৮ সালে গোপন বৈঠক করেছিল। সে থেকেই তাদের নাম পাতারিনি হয়েছিল।

ক্যাথাররা দক্ষিণ ফ্রান্সে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল। সেখানে তারা সাধারণত আলবিগেনসেস বা পবলিক্যান্টস নামে পরিচিত ছিল, যা পলিশিয়ন শব্দের বিকৃতি ছিল। আলবিগেনসিয়ান মহাযুদ্ধের পর সরকার তাদের নির্মূল করতে শুরু করে এবং ১৪ শতকের গোড়ার দিকে তারা ইতিহাস থেকে মুছে যায়। ক্যাথারদের সম্পর্কে যে ডকুমেন্ট পাওয়া যায় তা কেবল ট্রবাডরসদের রোমান ভাষায় লিখিত তাদের রীতিনীতির সংক্ষিপ্ত কিছু বর্ণনা।

তারা তাদের ধর্মীয় অনুশাসন নিউ টেস্টামেন্ট এবং অনির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'ভিশন অব ইসাইয়া' এবং 'গসপেল অব যোহন' এর ওপর ভিত্তি

করে তৈরি করেছিল। তারা তৎকালীন বিশ্বের ম্যানিশিয়ান মতামতকে অধিক গুরুত্ব দিত। (ম্যানিশিয়ানরা মানি নামে একজন ধর্মগুরুর অনুসারী ছিল। যার শিক্ষা ছিল, মহাবিশ্ব ভাল এবং মন্দের দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি একটি প্রাচীন ব্যাবিলনীয় প্রকৃতির উপাসনা যা পারসিক এবং খ্রিস্টীয় রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত)। ক্যাথাররা কঠিন তপস্যা করত এবং বিশ্বাস করত, পার্থিব জগত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমেই কেবলমাত্র মন্দ থেকে মুক্তি অর্জন করা সম্ভব। বিবাহ এবং সম্পদের মায়া পরিত্যাগ করে কঠোর নিরামিষাশী খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করত। তারা বিশ্বাসী বা 'ক্রেডিটেনটস' এবং 'পারফেক্টি' (যারা হাতে হাত রেখে প্রার্থনা করত) এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। আত্মার ব্যাপ্টিজমকে *কনসোলামেনটাম* বলা হতো। ১২৪০ সালে এই সম্প্রদায়ের সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় চার হাজারে। তারা ক্যাথারিস্ট চার্চ নির্মাণ করেছিল। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী এটি ছিল পৃথিবীর একমাত্র সঠিক এবং পবিত্র গীর্জা।

চারকোল বার্নার্স

ইতালির চারকোল বার্নার্স বা কার্বনারি হলো প্রকাশ্য রাজনৈতিক অভিলাষ লালনকারী গুপ্তসংঘের একটি। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে তারা ছিল একটি শক্তিশালী দল যারা জার্মানি, পোল্যান্ড এবং ফ্রান্সে শাখা তৈরি করেছিল। যদিও এটি একটি ইতালীয় গুপ্তসংঘ, তাদের দাবি, তাদের উৎপত্তি স্কটল্যান্ড থেকে।

ফ্রান্সের রাজা ফ্রান্সিস মূল কার্বনারি দলের সাথে দেখা করেছিলেন। বলা হয়, তারা সেই সময় আধ্যাত্মবাদী একটি দল ছিল। ফ্রান্সিস তাঁর রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। সে সময় তিনি নির্যাতনের হাত থেকে পালিয়ে মরুভূমিতে লুকিয়ে থাকা এই গোষ্ঠীর মুখোমুখি হয়েছিলেন। তারা কাঠকয়লা পোড়ানোর শ্রমিক হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে সন্দেহ এড়াতো। যা তারা পরে বিভিন্ন শহর ও গ্রামে বিক্রি করত, এবং এর অজুহাতে তাদের সমর্থকদের সাথে দেখা করত। পরস্পরকে চেনার জন্য তারা চিহ্ন, শব্দ এবং স্পর্শ পদ্ধতি ব্যবহার করত। বনাঞ্চলে কোনো বাড়ি না থাকায় তারা বর্গাকৃতির লজ তৈরি করেছিলো, তাদের নেতারা এই লজেই বসতো। এই লজগুলো ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত ছিল যার প্রত্যেকটি গ্র্যান্ড মাস্টার দ্বারা পরিচালিত হতো। রাজা ফ্রান্সিস দেখার পর অবিলম্বে তাদের পুনর্বাসনের আদেশ জারি করেছিলেন এবং তার দেশ ফ্রান্সে কার্বনারিদের রক্ষকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

কার্বনারি সম্প্রদায় এরপর ফ্রান্স, জার্মানি এবং ইংল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়ে, সে সব জায়গায় এটি 'বনের রাজমিস্ত্রি' নামে পরিচিতি লাভ করে। তারা ক্যাথলিক চার্চের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত তাদের নিজস্ব ধর্ম

পালন করত। তারা অন্যান্য গোপন সংস্থার সাথে জোটবদ্ধ হয়, বিশেষ করে ফ্রিম্যাসনদের সাথে। সদস্যদের 'গুড কাজিন্স' বলা হতো এবং তাদেরকে 'শিক্ষানবিশ' এবং 'মাস্টার' শ্রেণিতে ভাগ করা হতো। তারা ভালো কাজে নিয়োজিত থাকত এবং অভাবী লোকদের সুরক্ষা দিত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, তাদের প্রাথমিক মূলনীতি ছিল নম্রতা। লক্ষ্য ছিল, সরকার বা সৈন্যদের দমন পীড়নের বিরুদ্ধে সমমনা মানুষদের একত্রিত করে প্রয়োজনীয় যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা। একটি কার্বনারি নথিতে বলা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষের ন্যায় বিচার ও কল্যাণ লাভের একমাত্র উপায় হলো ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে একটি গোপন সমাজ গঠন।

কার্বনারি সম্প্রদায় দাবি করে যে, তাদের পূর্বসূরিদের মধ্যে রয়েছে মিথরা, জিনস্টিকস এবং টেম্পলারদের মতো রহস্যময় দল। তবে সম্ভবত তাদের পূর্বসূরীরা দ্বাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ইতালির আধা রাজনৈতিক দল ছিল। এর মধ্যে রয়েছে ১১৮৬ সালের 'অ্যাভেঞ্জারস', যারা ছিল মাফিয়ার পূর্বসূরী এবং 'বিটি পাওলি', যারা দুর্নীতিগ্রস্ত শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছিল। বিটি পাওলি বেশি নির্মম ছিল, তাদের লক্ষ্যকে আরো এগিয়ে নিতে সকল ধরনের নৃশংস পদ্ধতি তারা ব্যবহার করত। বলা হয়, তারা এখনো বিদ্যমান রয়েছে। তাদের কাছ থেকেই কার্বনারিরা পলাতক সদস্যদের শাস্তি দেয়ার রীতি গ্রহণ করেছিল এবং পলায়নকারীদের নাম একটি কালো বইয়ে লিখে রাখার ধারণা নিয়েছিল।

দলগত কিছু নৃশংসতা সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি উদারতা এবং দয়া দেখাতে বলা হতো। কার্বনারিদের নীতি ছিল যে প্রয়োজনের সময় তারা ভালো আচরণ ও ন্যায়বিচার প্রদর্শন করবে। তাদের উপপত্নী বা সতীর্থ নারীদের সাথে মিলিত হতে দেয়া হতো না। অনুকরণীয় নৈতিকতার সাথে জীবনযাপন করতে হতো। যারা মৌলিক আইন অমান্য করত তাদের শাস্তি দেয়া হতো, যার মধ্যে সর্বনিম্ন শাস্তি—দলনেতা তার নাম কালো বইতে লিখে রাখত।

১৯ শতকের গোড়ার দিকে কার্বনারিরা বিপ্লবে জড়িয়ে পড়েছিল

এবং নেপলস, পাইডমন্টসহ কিছু এলাকায় পুরাতন পদ্ধতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং ঐক্যবদ্ধ ইতালির জন্য কাজ করেছিল। ১৮২০ এর দশকে এই দলটি ইতালির বাইরে চলে যায়। তারা ফ্রান্সে নির্বাসিত জীবনযাপন করছিল। কিন্তু শতাব্দীর শেষের দিকে গ্যারিব্যালডি, মাজিনি এবং কাভোরের মতো বিখ্যাত ইতালীয় দেশপ্রেমিকদের প্রচেষ্টার ফলে যখন ঐক্যবদ্ধ ইতালি জন্মলাভ করেছিল, তখন তাদেরকে ফিরে আসার অনুমতি দেয়া হয়।

দ্য কাল্ট অব আব্রামেলিন

আব্রামেলিন ছিলেন একজন যাদুকর, যিনি একটি অসাধারণ পাণ্ডুলিপির স্রষ্টা বলে কথিত আছে যা প্যারিসের আরসেনাল লাইব্রেরি থেকে পাওয়া গিয়েছিল। এই সংঘটি একটি সম্পূর্ণ যাদুবিদ্যা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার নাম যার সদস্যরা অধ্যবসায়, অনুশীলন এবং নির্দিষ্ট কিছু ডায়াগ্রামের ব্যবহার শিখতো। এই ডায়াগ্রাম তাদের বাইরের কাউকে দেখানোর অনুমতি ছিল না। এলিফাস লেভি এবং আলেস্টার ক্রোলে এর অনুসারী ছিলেন। অনেকের মতে, বইটি এই আদর্শের চূড়ান্ত বই।

বইটির উৎস সম্পর্কিত কিছু দাবি রয়েছে যাতে বলা হয়েছে, ১৪৫৮ সালে মূল হিব্রু থেকে ফরাসি ভাষায় বইটি অনুবাদ করা হয়েছিল। বইটির মূল উৎস ইহুদিরা। বলা হয়, এতে মুসা, দাউদ ও সুলাইমানকে দেয়া ঈশ্বর প্রদত্ত পবিত্র যাদু রয়েছে। এছাড়া দীক্ষাদান অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শুদ্ধিকরণ রীতি থাকে যার মধ্যে ছয় থেকে আট বছর বয়সের একটি শিশুকে যাদুকর ও গার্ডিয়ান এঞ্জেলের মধ্যে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

পাণ্ডুলিপিটি প্রকৃতপক্ষে ৪১৩ পৃষ্ঠার তিনটি বই। এতে যাদুবিদ্যার রীতি ও অর্থপূর্ণ নকশার পাশাপাশি ইব্রাহিমের একটি আত্মজীবনীমূলক পাঠ রয়েছে। ভারত ও ইরানে বিভিন্ন ধরনের কাল্ট গুরুর আবির্ভাব হয়েছিল। আব্রামেলিন কাল্ট-এর সাথে অন্যান্য গুপ্তসংঘের প্রধান একটি পার্থক্য হলো, এর সদস্যরা স্ব-দীক্ষিত এবং গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেলের সাথে যোগাযোগের চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা না পাওয়া পর্যন্ত একজন সদস্যকে কোনো আধ্যাত্মিক পরামর্শ দেয়া হতো না।

কাল্ট অফ দ্য ব্ল্যাক মাদার

(মা কালীর কাল্ট)

এটি মূলত একটি ভারতীয় ব্যাপার এবং ঠগী ঐতিহ্যের অংশ। ঠগীরা বিশ্বাস করত, ভবানী বা মা কালী উপযুক্ত লোকদের সাফল্য দান করেন তবে এর বদলে জীবনের বলি চান। এই দলটি কল্পিত কাহিনির ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছিল। সব যুগে নতুন ঠগীদের শেখানো হতো, শিবের কন্যা কালী মন্দ আত্মার প্রতিনিধিত্ব করে। সে মানব রক্তে আনন্দিত হয়, মহামারী, পঙ্গপাল, ঝড় এবং যাবতীয় অসুস্থতার প্রতিনিধি।

কাল্ট অব মিথরা

মিথরা বা মিথরাস প্রাচীন পার্সিয়ানদের আলোর দেবতা ছিলেন। তিনি তাদের অন্যতম প্রধান দেবতা। মিথরাইজম অন্যতম প্রাচীন একটি মতবাদ যা কমপক্ষে ছয় হাজার বছরের পুরাতন ঐতিহ্যের দাবি করতে পারে। মিথরাকে মহাবিশ্বের শাসক হিসেবে বিবেচনা করা হতো, তবে অনেক সময় এটিকে সূর্যের প্রতিশব্দ হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। মিথরার আক্ষরিক অনুবাদ হলো 'বন্ধু' এবং তাকে এটা বলার কারণ, তিনি জীবনকালে মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করেন এবং মৃত্যুর পর তাদেরকে দুরবস্থা থেকে রক্ষা করেন। তার প্রতিকৃতি হলো, ফ্রিজিয়ান ক্যাপ পরিহিত একজন যুবক, বাম কাঁধের ওপর একটি চামড়ার চাদর এবং হাতের তলোয়ারটি একটি ভয়ঙ্কর ষাঁড়ের গলায় বিদ্ধ। তিনি ছিলেন মানুষ এবং দেবতা ওর্মুজের মধ্যে সরাসরি যোগসূত্র। প্রথমে তিনি ছিলেন আটাশজন দানবের একজন। তবে দ্রুত তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় যা তার অনুসারীদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। একজন ছোট দেবতা হয়েও তিনি গুরুত্বে ক্ষমতাধর অনেককে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন।

পারস্য থেকে আবির্ভূত হয়ে মিথরাইজম ব্যাবিলোনিয়া, গ্রিস এবং রোমান সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল যেখানে এটি খ্রিস্টধর্মের প্রথম দিকের কাল্টগুলোর সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। নতুন বিশ্বাসের কাছে হেরে যাওয়া সত্ত্বেও এটি ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কোণে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল। এমনকি এর বিস্তৃতির প্রমাণ পাওয়া যায় লন্ডনে (টেম্পল কোর্ট, ১১ কুইন ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট) এবং নর্থাম্বারল্যান্ডের হাউসস্টিডে, জায়গাটি এর সদস্যদের খুব প্রিয় ছিল। রসলিনের বিখ্যাত গীর্জাটিও মিথরার একটি প্রাক্তন মন্দিরের জায়গায় নির্মিত হয়েছিল।

এটা প্রমাণের জন্য কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রয়োজন নেই যে, প্রাচ্যে, বিশেষত সিরিয়া ও ভারতে অনেক গোপন জ্ঞানের বিকাশ অব্যাহত ছিল এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য গুপ্তসংঘের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যার কিছু কিছু বেঁচে গিয়েছিল। নতুন একটি সংগঠনকে আরো মর্যাদা দেয়ার সর্বোত্তম উপায় হলো শব্দ, বাক্য এবং ইতিহাসের মাধ্যমে একটি উত্তরাধিকার দাবি করা যা অন্য একটি ধারার কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়।

মিথরাইস্টদের তিনটি রীতি এবং পবিত্র বিষয় ছিল। তার মধ্যে প্রথমটি হলো ষাঁড়—যা বীরত্ব, প্রকৃতি, শক্তি এবং উন্নতি বোঝাতো। দ্বিতীয়টি হলো হাতুড়ি—যা মানুষের সৃজনশীলতার প্রতিনিধিত্ব করত, এবং তৃতীয়টি হলো মুকুট—যা সূর্য এবং অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতিনিধিত্ব করত। তারা বিশ্বাস করত, প্রতীকগুলো কী বোঝায় এবং তারা কীভাবে মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে তা শিখতে পারলে নিজেকে পৃথিবী থেকে মুক্তি দেয়া এবং সব কাজে সফল হওয়া সম্ভব। চূড়ান্ত পুরষ্কার—একটি সুখী পরকালীন জীবন।

খ্রিস্টধর্ম যেখানে সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল, মিথরাইজমের সেখানে একটি এলিট মনোভাব ছিল এবং কেবল উপযুক্ত বিবেচিত হলেই কেউ এর অনুসারী হতে পারতো। এই অভিজাততন্ত্র মিথরাইজমের অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করেছে। খ্রিস্টধর্ম বরাবরের মতোই সমৃদ্ধ হয়েছে তবে খ্রিস্টধর্ম অন্যান্য আদর্শ থেকে কিছু বিষয় গ্রহণ করেছে। যেমন মিথরাইজমের থেকে প্রাণবন্ত আচার ও রীতি গ্রহণ করেছিল। আধুনিক খ্রিস্টানরা বেশিরভাগই অসচেতন যে তাদের পছন্দের অনেক রীতি পার্সিয়ান এবং প্যাগানদের থেকে প্রাপ্ত।

মিথরাইজমে স্যাক্রামেন্ট ছিল প্রথম স্তরের দীক্ষা। এটি 'ক্রো' নামেও পরিচিত ছিল। কোনো সদস্য গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারলে এবং ধর্ম সম্পর্কে তার জ্ঞানকে বিকশিত করে আজীবনের জন্য উপাসক হয়ে উঠতে আগ্রহী বলে মনে হলে তাকে এর দীক্ষা দেয়া হতো। এটি ছিল 'ব্যাপটিজম' পর্যায়ের একটি কাজ যা পূর্ববর্তী জীবন এবং এর সহজাত বন্ধন, পূর্ববর্তী বিশ্বাস—সবকিছুকে ছুঁড়ে ফেলে মিথরাইজমের নতুন জীবন গ্রহণ করা বোঝাত। এর অর্থ হলো, দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে

সে পুরাতন জীবন থেকে 'মৃত্যুবরণ' করল এবং একজন নতুন মানুষ হিসেবে তার 'পুনর্জন্ম' হলো।

'কাক' শব্দটির প্রতীকী ব্যবহার এসেছে মৃতদেহকে গলিত মাংসভোজী পাখির কাছে তুলে ধরার পার্সিয়ান অনুষ্ঠান থেকে, যে রীতি পারসিকরা এখনো পালন করে থাকে। এই বিশ্বাসগুলো এসেছে ইরানি জোরোয়াস্টার মতবাদ থেকে।

দীক্ষাদান অনুষ্ঠানটি একটি প্রাকৃতিক গুহার (মৃত্যুর প্রতীকী) মতো দেখতে ভূগর্ভস্থ মন্দিরের মধ্যে ঘটত, যেখানে দীক্ষা নিতে আগ্রহীদের পরীক্ষা নেয়া হতো। পশুর চামড়া পরিহিত পুরোহিতদের মাধ্যমে এটি একটি তন্ত্র সাধনা অনুষ্ঠানের রূপ নিত এবং তিন দিনের উপবাস শেষে ক্লান্ত দীক্ষা প্রার্থীদের পরিবারের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য মগজ ধোলাই করা হতো। এরপর ঢোল ও মন্দিরার বাজনার সাথে 'পুনর্জন্ম' নেয়া নতুন সদস্যকে মিথরার একটি বিরাট মূর্তির সামনে রাখা হতো। মূর্তিটি ছিল একটি ষাঁড়ের পেছনের পা ধরে দণ্ডায়মান। অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদের মতোই এর মূল ধারণাটি ছিল যৌন আবেগকে কাটিয়ে ওঠা, যাতে যৌন শক্তিটিকে আধ্যাত্মিক সাধনার দিকে চালিত করা যায়। ষাঁড়টি ছিল যৌন আবেগের প্রতীক। মূর্তিতে এটাকে দেখানো হতো আত্মসমর্পণের প্রতীক হিসেবে। অর্থাৎ, যৌনতা মিথরার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আক্ষরিক অর্থে এই আত্মসমর্পণের দ্বারা বোঝানো হতো, এর মাধ্যমে আলোকিত আত্মা উচ্চতর আধ্যত্মিক সাধনায় মনোনিবেশ করতে পারবে। মিথরাইস্টরা আরো অনেক গুপ্তসংঘের মতোই যৌন আবেগকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে 'শক্তি' পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করত।

ষাঁড়ের মূর্তির সামনে কোলাহলপূর্ণ উপাচার প্রদর্শনের পর মন্দিরা থেকে মদ পান এবং ঢোল থেকে রুটি খাওয়ার মাধ্যমে উচ্চতর শক্তির সাথে যোগাযোগের ক্ষমতা পাওয়া যেত বলে বিশ্বাস করা হতো। দীক্ষিত সদস্যের খাওয়া রুটি মিথরার প্রতিনিধিত্ব করত এবং এর মাধ্যমে সে সূর্যদেবকে সমস্ত পুষ্টির উৎস হিসেবে গ্রহণ করে নিত। এসময় তাকে গোপন কোড দেয়া হতো যার মাধ্যমে সে এই সম্প্রদায়ের সভ্য হিসেবে

নিজেকে পরিচয় দিতে পারত এবং অন্য সদস্যরা তাকে সনাক্ত করতে সক্ষম হতো। এই সংকেতের বিষয়টি অবশ্য সব গোপন সংগঠনের মধ্যেই প্রচলিত ছিল।

দ্বিতীয় স্তরের দীক্ষাকে বলা হতো 'দ্য সিক্রেট'। এই অনুষ্ঠানে দীক্ষাপ্রার্থী ঘোরের মধ্যে চলে যেত এবং আত্মহারা হয়ে পড়ত। এসময় সে বিশ্বাস করত যে, মিথরার মূর্তিটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এতে যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহারের কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই ধরে নেয়া চলে, পুরো ব্যাপারটির চালিকাশক্তি ছিল একটি পরিবর্তিত চেতনা। মিথরার মূর্তির সামনে দীক্ষাপ্রার্থীকে এনে মিথরার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য তাকে রুটি ও পানি দেয়া হতো। এরপর শপথ করার মাধ্যমে মিথরার একজন 'সৈনিক' হিসেবে তাকে গ্রহণ করা হতো। (মিথরাইজমের এই দিকটি রোমান সেনাবাহিনীর পদস্থ সদস্যদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল। কারণ এই সম্প্রদায়টি রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়েছিল।)

এরপর নতুন সদস্যের কপালে একটি সূর্যের চিহ্ন বা ক্রুশ এঁকে দেয়া হতো তাকে মিথরার মালিকানাধীন হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য। (খ্রিস্টধর্মের সাথে এর আরো একবার মিল পাওয়া গেল। ব্যাপ্টিজমের রীতি এবং কপালে ক্রুশের চিহ্ন আঁকার সাথে এর যোগসূত্র রয়েছে।) তারপর তরবারির অগ্রভাগ দিয়ে তার সামনে একটি মুকুট রাখা হতো, যা সে গ্রহণ না করে বলত, 'মিথরাই হলো আমার একমাত্র মুকুট'। (এটি লক্ষণীয় যে, সব মুকুটই পারস্য থেকে প্রাপ্ত, যা সূর্যের প্রতিনিধিত্ব করে তৈরি হয়েছিল। এভাবে আরো একবার পৌত্তলিক ধর্মীয় প্রতীকগুলো খ্রিস্টান রীতিতে মিশে গিয়ে টিকে যায়। তাদের আসল অর্থ চাপা পড়ে গেছে বা ইচ্ছা করে ভুলে যাওয়া হয়েছে)। এরপর একটি কৃত্রিম যুদ্ধ হতো যেখানে প্রার্থীকে মানুষ ও পশুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হতো। এই পরীক্ষা গুহার মধ্যে চলতে থাকত যতক্ষণ না সে প্রতীকীভাবে তার সামনের সবকিছুকে হত্যা করে।

রূপকার্থে মৃত্যুকে পরজগত এবং গুহাকে 'মাতৃগর্ভ' হিসেবে বোঝানো হতো, যেখান থেকে সদ্যজাত সদস্য পুনর্জন্ম লাভ করতে পারে। অনেক

গোপন সংগঠনেরই অভ্যন্তরীণ 'গর্ভগৃহ' থাকে যা সবচেয়ে পবিত্র স্থান। অধিকাংশ সময় সেগুলোকে মহা গোপনীয়তায় সংরক্ষণ করা হয়। সেখানেই পুনরুত্থানের অনুষ্ঠান পালিত হয় যা তাদের সদস্য হওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রীতি।

এরপর মিথরার অনুসারীরা সিদ্ধান্ত নিত যে, তারা পার্থিব জগতের প্রাচুর্য যথেষ্ট পরিমাণে ভোগ করেছে। এখন তাদের উচিত নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করা। এরপর তৃতীয় স্তরের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দীক্ষাপ্রার্থী 'সিংহ' স্তরে উন্নীত হয় এবং সন্ন্যাসী হয়ে ওঠে। বেশিরভাগ মিথরাইক শাখার দীক্ষাদানের সাতটি স্তর ছিল। তবে কিছু শাখা ছিল বারোটি স্তর পালনকারী। তৃতীয় পর্যায়ে দীক্ষাপ্রার্থী আরো একবার ভূগর্ভস্থ দুনিয়ায় প্রবেশ করত এবং তার কপালজুড়ে মধুর প্রলেপ দেয়া হতো। তারপরে তাকে মিথরাইজমের কার্যকলাপের আরো প্রশিক্ষণ দেয়া হতো এবং তার কাছে আরো 'গোপন বিষয়' প্রকাশ করা হতো। সিংহ স্তরটি কেবলমাত্র তখনই সম্পন্ন করা যেত যখন সূর্য সিংহ রাশির চক্রে অবস্থান করত। পারসিক ভাষায় সেই মাসটিকে বলা হতো 'আসাদ'।

মিথরাইজমে জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক অনেক নীতি পাওয়া যেত। এই সম্প্রদায়ের গ্রিক শাখাগুলোতে মিথরাসকে 'মোইট্রাস' উচ্চারণে ডাকা হতো। সংখ্যাজ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী এই শব্দটির গাণিতিক নম্বর ছিল ৩৬৫, যা দিয়ে বছরের দেবতাকে বোঝানো হতো। এভাবে এর সাথে আরো শক্তিশালী প্রতীক যুক্ত করা হয়েছিল।

রোমান এবং পরবর্তী যুগে মিথরাইজমের অনুসারীদের উচ্চ সম্মানের সাথে দেখা হতো। এমনকি খ্রিস্টান লেখকদের কাছ থেকেও তারা তুমুল প্রশংসা পেয়েছে। তারা তাদের সতীর্থদের পরামর্শ দিত, মিথরাইস্টদের বই থেকে দুই এক পাতা পড়তে, যেন তারা আরো ভালো মানুষ হতে পারে।

মিথরাইজম কোনোভাবেই তথাকথিত কোনো গুপ্তসংঘ ছিল না। কারণ এরা যেখানে কার্যক্রম চালাত সেখানকার জাতি ও রাষ্ট্রের সাথে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কখনই সাংঘর্ষিক ছিল না। এটি রাষ্ট্রীয় শক্তিকে হুমকি দেয়নি, তাই এটি নিঃসঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে কয়েক শতাব্দী ধরে

এর অনুসারীর সংখ্যা কমতে কমতে একপর্যায়ে এটি সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায়। তবে এটি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে তা বলা যায় না। অন্যান্য গুপ্তসংঘ, যেমন রোজিক্রুশিয়ান এবং ফ্রিম্যাসন তাদের নিজস্ব আচারের মধ্যে মিথরাইজমের আচার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। তবে এটি খ্রিস্টধর্মের রীতিনীতির মধ্যে সবচেয়ে স্বীকৃতভাবে বেঁচে আছে। একসময় যা এর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল—এখন সেই খ্রিস্টধর্মের জাহাজেই মিথ রাইজমের অস্তিত্ব টিকে আছে। মিথরাইজমের সবচেয়ে সেরা অনুষ্ঠানটি ছিল ২৫ ডিসেম্বর সূর্যের জন্ম উপলক্ষ্যে, যা যীশুর অনুসারীদের কাছে এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তারিখ।

বজ্রপাণি জুপিটারের দল

এটি একটি ইতালীয় গুপ্তসংঘ যা ১৮১৫ সালে গঠিত হয়। এটি ছিল দস্যু, লুটেরা ও চরমপন্থীদের একটি দল, যারা ক্যালাব্রিয়া এবং আবরুজ্জির চারপাশে কার্যক্রম চালাত। সরকার তাদের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর এটি সিওরো আনুনচিয়ারিকো নামে একজন চরমপন্থী দ্বারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আনুনচিয়ারিকো লুটেরা হলেও একজন শিক্ষিত মানুষ ছিলেন। তিনি ভালো পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন, তার শিক্ষাকে সমাজ গঠনের কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তিনি প্যাট্রিওটি ইউরোপি নামে অন্য একটি গুপ্তসংঘেরও প্রধান ছিলেন। এদের লজগুলো ডেসিসি নামে পরিচিত। সংঘটি প্রায় তিন শতাধিক সদস্য সমন্বিত 'ক্যাম্প' এবং চল্লিশ বা তারও বেশি সদস্য নিয়ে 'স্কোয়াড্রন'—এই দুই দলে বিভক্ত ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল 'সারা বিশ্বের অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা'। প্রতিটি সদস্যের রক্ত দিয়ে তার সদস্যতার প্রমাণ চিহ্ন অঙ্কিত থাকত।

ফ্রিম্যাসনস

ফ্রিম্যাসনরা সকল গোপন সংঘের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভুল বোঝাবুঝির শিকার। গত কয়েক শতাব্দী ধরে তাদেরকে সব ধরনের দুষ্কর্মমূলক কার্যকলাপ এবং অপরাধমূলক কাজের জন্য বলির পাঠা বানানো হয়েছে। চার্চ, বিশেষত রোমান ক্যাথলিক এবং নাৎসিরা তাদের ঘৃণা করেছে। এখনো সাধারণ মানুষ তাদেরকে একই রকম সন্দেহ, ভয়, ক্রোধ নিয়ে দেখে এবং বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে। তারা মূলত একটি এলিট ও পুরুষতান্ত্রিক দল ছাড়া আর কিছুই না, যারা আইন অমান্য করে এবং একটি গোপন দলের মতো আচরণ করে। এমনকি ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে রচিত রবিসনের 'প্রুফ অব কন্সপিরেসি' বইতে ফ্রিম্যাসনদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, তাদের প্রতীকের মধ্যে সরকার ও ধর্মের বিরুদ্ধে একটি গোপন ষড়যন্ত্রের সংকেত লুকিয়ে আছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ফ্রিম্যাসনরা অন্যান্য ক্ষণস্থায়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী—উভয় ধরনের গুপ্তসংঘকে আচার, অনুষ্ঠান এবং গুপ্তসংঘের রীতিনীতি সরবরাহ করেছে।

ফ্রিম্যাসনরা দীর্ঘ উত্তরাধিকারের দাবি করে। তাদের দাবি, এটি সুলাইমানের উপাসনালয় তৈরির সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে এটি একেবারেই অবাস্তব দাবি। অধিকাংশ গবেষকের মতে এর সূচনা হয়েছিল মধ্যযুগে, যখন ম্যাসোনিকদের (রাজমিস্ত্রি) ব্যাপক চাহিদা ছিল তখনকার ক্যাথেড্রালগুলো তৈরির জন্য। 'হিরাম কী' নামক বইয়ে ক্রিস্টোফার নাইট এবং রবার্ট লোমাস এ ব্যাপারে দাবি করেছেন যে, ফ্রিম্যাসনদের মূল দলটি প্রাচীন মিশরে ফেরাউনদের যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যান্য লেখকদের মতে, ফ্রিম্যাসনদের ১৮শ শতাব্দীর আগে আর খুঁজে পাওয়া

যায় না। এই শতাব্দীতে অভিজাত লোকেরা ভাল কিছু না করে ব্যক্তিগত আনন্দ ফূর্তির জন্য সুপরিচিত হেল ফায়ার ক্লাবের আদলে দল গঠন করেছিল। নাইট টেম্পলার এবং রোমান সাম্রাজ্যকেও এই দলের উৎস হিসেবে দাবি করা হয়। বাস্তবতা হলো ফ্রিম্যাসনরাও জানে না তাদের মূল উৎস কোথায়।

ফ্রিম্যাসনের 'ফ্রি' বিশেষণটি মধ্যযুগে 'ফ্রিম্যান ম্যাসনস' এর সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। মধ্যযুগে রাজমিস্ত্রিদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে খুব বেশি আলাদা ছিল না। তারা তাদের নিজস্ব নিয়মকানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং যোগ্যতার প্রমাণ রাখা শিষ্যদের প্রতি অনুরাগী ছিল। রাজমিস্ত্রিদের পাথর বিষয়ে দক্ষতার কারণে অন্যান্য সকল পেশাজীবির চেয়ে তাদের গুরুত্ব বেশি ছিল। পেশাগত কারণে রাজমিস্ত্রিদের প্রচুর ভ্রমণের প্রয়োজন হতো এবং তারা ভবঘুরে জীবন যাপন করত। সতীর্থদের চেনার জন্য নির্দিষ্ট সাংকেতিক পদ্ধতি প্রণয়ন করা জরুরি হয়ে পড়েছিল যাতে একজন ম্যাসন যেখানেই যাক, সে যেন নিজেকে একজন রাজমিস্ত্রি প্রমাণ করতে পারে, সে কে এবং তার যোগ্যতা কোন স্তরের তা প্রমাণ করতে পারে। 'রাজমিস্ত্রিরা গোপন রহস্যের কথা জানত তাই তারা এই দুর্দান্ত ক্যাথেড্রালগুলো ডিজাইন করতে সক্ষম হয়েছিল'—এই ধারণা দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু আসল সত্যটা এতো নাটকীয় ছিল না। ফ্রিম্যাসনদের কেবল চুন সুরকি ও পাথর ঠিকঠাক মতো বসানোর জ্ঞান ছাড়া অন্য কোনো গোপন জ্ঞান ছিল না। এছাড়া যেসব স্থপতি গির্জার নকশা করত তারা ফ্রিম্যাসন গ্রুপের সদস্য ছিল না। তবে এটা বলা যাবে না, ফ্রিম্যাসনরা কেবল মূর্খ কারিগর ছিল। বরং তারা ছিল অত্যন্ত দক্ষ মানুষ, যারা নকশার মধ্যে কেবল নিজেদের জ্ঞানই কাজে লাগায়নি, তারা তাদের পূর্বসুরিদের কাজ সম্পর্কেও অবগত ছিল। তাদের অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান এবং ভুলগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিল।

১৪ শতকে জার্মানির ফ্রিম্যাসনরা স্থপতিদের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, যদিও দাবি করা হয় যে তাদের নকশাগুলোতে ননম্যাসন স্থাপত্যবিদদের মতো 'উচ্চতর' উপাদানগুলোর অভাব ছিল।

আধুনিক ফ্রিম্যাসনারি, যাদেরকে কখনো কখনো 'উচ্চাভিলাষী' ফ্রিম্যাসনারি বলা হয়, একটি নিরীহ দল যা নির্মাণ শিল্প, কারুশিল্প বা আর্কিটেকচারের সাথে কোনোভাবেই যুক্ত নয়। এর উৎপত্তি ১৮ শতকে ইংল্যান্ড থেকে। এটি নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলী অনুশীলনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং দাতব্য কর্মকাণ্ড ও ভ্রাতৃত্ববোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এর তিনটি প্রধান গ্রেড বা স্তর ছিল—শিক্ষানবিশ, সঙ্গী এবং মাস্টার ম্যাসন। কেউ মাস্টার ম্যাসন স্তরে পৌঁছালে তাকে লজের সমস্ত অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা দেয়া হতো। ম্যাসনরা মহাবিশ্বের মহান নকশাকারের প্রতি বিশ্বাস রাখতো, যা তাদের নিজেদের সৃষ্ট একটি কল্পিত সত্ত্বা। যিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ম্যাসনদের সকল সদস্য দ্বারা পূজিত হন।

১২শ শতাব্দীতে স্কটল্যান্ডের লজগুলো বিদেশি ম্যাসনদের দ্বারা নির্মিত হওয়ার সাক্ষ্য বহন করছে যারা মেলরোজ, কিলউইনিং এবং হলিরুডের গির্জাগুলো নির্মাণ করেছিল। ইংল্যান্ডের গির্জাগুলো দেখলে বোঝা যায় যে এগুলো একদল ম্যাসন দ্বারা নির্মিত হয়েছিল যারা ৯২৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে ইয়র্কের রাজা এথেলস্তানের জন্য কাজ করত। উভয়ই টেম্পলারদের সাথে সম্পর্কের দাবি করে, যারা ইউরোপের মূল ভূখণ্ড থেকে উচ্ছেদ হওয়ার পর ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিল। ১৮১৩ সালে দুটি লজকে তাদের নিজ নিজ গ্র্যান্ড মাস্টার, ডিউক অফ কেন্ট এবং ডিউক অব সাসেক্স দ্বারা একত্রিত করা হয়েছিল। তখন থেকে ফ্রিম্যাসনরা ইংল্যান্ডের মূল ও গ্রহণযোগ্য ম্যাসন দ্বারা গঠিত *ইউনাইটেড গ্র্যান্ড লজ* দ্বারা পরিচালিত হয়। গ্র্যান্ড লজ সনদ প্রদানের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বিধি ও নীতিমালার স্বীকৃত কর্তৃপক্ষ। অভ্যন্তরীণ বিরোধ দেখা দিলে বিচারক হিসেবে কাজ করে।

আধুনিক ফ্রিম্যাসনারি ব্রিটেন থেকে বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মতো বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এটি ১৭২০ সালে ফ্রান্সে এবং ১৭৩০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবর্তিত হয়েছিল। অনেক ফ্রিম্যাসন পরবর্তীতে যুদ্ধ ও স্বাধীনতা ঘোষণার সাথে জড়িত হয়ে গিয়েছিল। ১৭৪০ সালে রাশিয়ায় এবং জার্মানিতে তারা ছড়িয়ে

পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্ভবত বাস্তবে 'আদর্শ ম্যাসোনিক রিপাবলিক' হিসেবে যাত্রা শুরু করে, যেহেতু অসংখ্য ম্যাসন যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পক্ষে কাজ করেছিল।

ফ্রিম্যাসনস এবং তাদের এক্টিভিটি সম্পর্কে অনেক রচনা পাওয়া যায়। কিছু সাহিত্য নিরপেক্ষভাবে রচিত হয়েছে আর কিছু আছে অনর্থক অথবা হাস্যকর লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা। অনেক লেখাই কেবল লেখকদের অজ্ঞতার পরিচয় দেয়। *জ্যাক দ্য রিপার* কর্তৃক সিরিয়াল কিলিং থেকে শুরু করে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আক্রমণ পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনার জন্য ম্যাসনদেরকে দায়ী করা হয়েছে। অবশ্যই এমন কিছু লোক আছে যারা তাদের নিজেদের লাভের জন্য ফ্রিম্যাসনারিকে কাজে লাগাতে পারে, তবে ব্যতিক্রম তো আর উদাহরণ হতে পারে না।

একটি অভিযোগ হলো, ফ্রিম্যাসনরা তাদের নিজেদের স্বার্থ দেখে এবং পদোন্নতি, বিশেষত পুলিশ বাহিনী বা সামরিক বাহিনীর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ফ্রিম্যাসন না হলে তা পাওয়া অসম্ভব। তবে স্বজনপ্রীতি সব প্রতিষ্ঠানেই বিদ্যমান। মনে হয় না, ম্যাসনরা এ ব্যাপারে নিজেদের অপরাধী মনে করে।

রোমান ক্যাথলিক চার্চ কয়েক শতাব্দী ধরে ম্যাসনদের বিরুদ্ধে বহু লজ্জাজনক অভিযোগ উত্থাপন করেছে। লজগুলোতে সর্বেশ্বরবাদ, শয়তানের উপাসনা এবং নাস্তিকতা চর্চার অভিযোগ তুলেছে। এমনকি তারা দাবি করেছে যে, ম্যাসনরা ইউরোপে সংঘঠিত সমস্ত বিপ্লবের জন্য প্ররোচনা দিয়েছে। ত্রয়োদশ লিও এবং দশম পিয়াস-সহ সাতজন পোপ দাপ্তরিক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এদের নিন্দা করেছেন।

ফ্রিম্যাসনদের শব্দকোষে লুকিয়ে থাকা যে কোনো গভীর প্রতীকী শব্দের অর্থ ভয়ঙ্করভাবে সন্দেহজনক, কেননা তারা মনে করে যে, সরকার ও আইনকে উচ্ছেদ করাই হলো তাদের বাসনা। তবে ফ্রিম্যাসনদের ক্ষমতাকে হাস্যকরভাবে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। কিছু গোপন কোড এবং গোপন হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে কোনো নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায় না।

তবে গত দুশো বছর বা তারও বেশি সময় ধরে ম্যাসনরা যদি

কিছু করে থাকে তা হলো অনেক ক্ষেত্রে সহনশীলতা এবং প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা বিকাশের চেষ্টা করেছে। তবুও যেখানেই কোনো ষড়যন্ত্র তত্ত্ব রয়েছে, ফ্রিম্যাসনদের সেখানে কোনো না কোনোভাবে জড়ানো হয়েছে। সাধারণত এটি অন্যদের মতো তাদের জন্যও অবাক করার মতো বিষয়। পৃথিবীকে কব্জা করার ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে যেসব দলের নাম পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে তারাই হয়তো শীর্ষে। নিঃসন্দেহে তারাই সমস্ত গুপ্তসংঘের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিদ্বেষের শিকার।

গার্ডুনা

গার্ডুনা বা স্পেনের পবিত্র যোদ্ধারা দাবি করে যে, ১২০০ বছর ধরে তাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান। তবে সম্ভবত এই সংগঠনটি পঞ্চদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে তৈরি হয়েছিল। তারা আরো দাবি করে, ইউরোপ থেকে আরব শক্তি অপসারণে তারা কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল। সন্দেহ নেই যে, তারা স্প্যানিশ ইনকুইজিশন[১] এর হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল। ইহুদি, মুসলিম এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের আক্রমণ করেছিল এবং ক্যাথলিক বিরোধী মনোভাব, বিশ্বাস এবং কর্মকাণ্ডের সকল চিহ্ন নির্মূলের একটি 'অস্ত্র' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

এর শক্তির একটি উৎস ছিল এর দীক্ষা অনুষ্ঠান সম্পর্কিত কিছু কল্পকাহিনি। মগজ ধোলাইয়ের কৌশল হিসেবে এইসব জাল ইতিহাস বর্ণনা করা হতো। গল্পে বলা হতো, গার্ডুনা জন্ম নিয়েছিল আরবদের সাথে প্রথম যুদ্ধের পর, যখন কর্ডোভার পবিত্র কুমারী খ্রিস্টানদের কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন। এতে ঈশ্বর খ্রিস্টানদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং স্পেনকে মুরদের দ্বারা শাসিত হতে দিয়েছিলেন। কুমারীর প্রশমিত কান্নার ফলে কেবলমাত্র নির্বাচিত কিছু মানুষ বেঁচে ছিল যাদের ভাগ্য দেশ পুনরুদ্ধারের জন্য নির্ধারিত ছিল। ৭০০ বছর ধরে তাদের সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। তারা পাহাড়ে আত্মগোপন করেছিল এবং একদল প্রতিরোধ যোদ্ধা তৈরি করেছিল।

অ্যাপলিনারিও নামে এক গৃহত্যাগী স্পেনের সিয়েরা মোরেনা নামে একটি অঞ্চলে কুমারী মেরির উপাসনা করে ধার্মিক জীবনযাপন

---

১. ১৪৭৮ সালে স্পেনের রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও ইসাবেলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কমিটি যারা খ্রিস্টান ধর্ম বিরোধীদের প্রতিহত করার কাজে নিয়োজিত ছিল। **-সম্পাদক**

করতেন। মেরী তাকে তার বার্তাবাহক হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন এবং এই কথা বলার জন্য তার কাছে এসেছিলেন যে, ঐশ্বরিক শাস্তি হিসেবে মুরদের বিজয় হয়েছিল। তিনি স্প্যানিশদের গুণাবলী এবং তাদের পরিত্রাণের সুযোগের ব্যাপারে তাঁর ছেলে যীশুর সাথে কথা বলেছিলেন। যীশু একমত হয়েছিলেন যে, অ্যাপলিনারিওকে এই কাজের জন্য বেছে নেওয়া উচিত এবং তার উচিত সমস্ত প্রকৃত স্পেনীয়কে একত্রিত করে শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের নেতৃত্ব দেয়া। মুরদের ধন সম্পদই তাদের এই কাজের পুরস্কার হবে।

কুমারী মাতা অ্যাপলিনারিওকে অভিষিক্ত করলেন এবং তারপর তাঁর ছেলের পোশাক থেকে নেয়া একটি বোতাম তাকে পুরস্কার দিলেন। বোতামটির এমন অলৌকিক ক্ষমতা ছিল বলে দাবি করা হয়েছিল যে, এর অনুরূপ কিছু একটা পরা থাকলেও তা তার মালিককে মৃত্যু, মুর এবং অন্যান্য ধর্মবিরোধীদের হাত থেকে রক্ষা করবে। তারপরে অ্যাপলিনারিও তার কাজ শুরু করলেন এবং পবিত্র গার্ডুনা গঠন করলেন।

গার্ডুনার নীতিনির্ধারকরা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে যে কাউকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিল। এভাবে এটি কোনো প্রকার জবাবদিহিতা মুক্ত একটি মতবাদে পরিণত হয়েছিল। যদি কেউ তাদের শক্তির সমালোচনা করত তবে বলা হতো সে ঈশ্বরের নীতির বিরুদ্ধে চলে গেছে। এটি একটি অজুহাত যা অসংখ্য কাল্ট মতবাদের মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের অনুমোদন দেয়া হতো যে, তারা চাইলে কাউকে হত্যা করে পালিয়ে যেতে পারে। এটি একটি শক্তিশালী মনস্তাত্ত্বিক চাল। যদি কোনো সদস্য 'নেতা'র সমালোচনা করত, তবে তার অর্থ হতো সে ঈশ্বরের দূতকে গালি দিয়েছে এবং তাকে চিরকালের জন্য নরকে পাঠানোর হুমকি দেয়া হতো।

ক্যাথলিক ফার্ডিন্যান্ড ইনকুইজিশনের কাজে গার্ডুনাকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিলেন। তাদের রক্তে মুরদের প্রতি প্রতিহিংসা ছিল, তারা নির্বিচারে লুটপাট ও জ্বালাওপোড়াও করত। তবে অল্প দিনেই গার্ডুনার যোদ্ধাদের সন্দেহের চোখে দেখা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তারা তাদের নৃশংসতার মাধ্যমে প্রচুর সম্পদ জমা করেছিল যার ভাগ তারা কাউকে

দিতে চায়নি, এমনকি কোনো রাজাকেও না। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীসহ যে কাউকে হুমকি বলে বিবেচনা করলে তাকে তারা উৎখাতের চেষ্টা করত। তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হয়েছিল তবে তারা ইনকুইজিশনের নিরাপত্তায় সুরক্ষিত থেকে যায়।

এই সময়ে তারা নয়টি দীক্ষা স্তর নিয়ে একটি সত্যিকারের গুপ্তসংঘে পরিণত হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল নতুন ধরনের দীক্ষা, যারা *শিবাতো* বা ছাগল হিসেবে পরিচিত ছিল এবং সকল নিম্নস্তরের কাজ তারা করত। নিম্নস্তরের নৈতিকতা সম্পন্ন কিছু নারী ছিল যাদেরকে পুরুষদের অতর্কিত আক্রমণ করতে প্রলুব্ধ করাসহ সব ধরনের কাজে ব্যবহার করা হতো। *সেরেনা* স্তরের নারীরা আরো পরিশীলিত ছিল। তাদেরকে সম্ভাব্য শিকারের সাথে বন্ধুত্ব করতে বলা হতো। সর্বোচ্চ নেতাকে বলা হতো *হারম্যানো মেয়র* এবং তার কথাই ছিল শেষ কথা। সদস্যরা তাদের আঞ্চলিক কমান্ডারের কাছে রিপোর্ট করত। এরপর কমান্ডার তার ইচ্ছাপূরণের জন্য পেশীশক্তি ও প্রশিক্ষিত লোকদের কাজে লাগাত।

যোদ্ধা হওয়ার পাশাপাশি গার্ডুনা অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপেও জড়িত ছিল। এর মধ্যে ছিল অপহরণ, গুপ্তহত্যা, জাল দলিল তৈরি, খুন এবং জোরপূর্বক দাস বানানোর মতো কর্মকাণ্ড। তারা এই সব কাজ নির্বিঘ্নে চালানোর জন্য অর্থ খরচ করত। ক্ষমতাবান ব্যক্তিবর্গ, বিশেষত বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট এবং কারাগারের পরিচালকদের মতো আইনী পেশায় যুক্ত দুর্নীতিবাজ লোকদের তারা টাকা দিয়ে কিনে নিত।

১৮২২ সালে এটিকে ধ্বংস করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টার আগ পর্যন্ত গার্ডুনা স্পেনের একটি শক্তিশালী দল হিসেবে টিকে ছিল। যেহেতু গোষ্ঠীটি তার ক্রিয়াকলাপের বিস্তৃত রেকর্ড রেখেছিল, ইনকুইজিশনের সাথে এর দীর্ঘ এবং লাভজনক যোগাযোগসহ নজিরবিহীন সব প্রমাণ সকলের সামনে চলে আসায় এই গুপ্তসংঘের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। সর্বশেষ স্বীকৃত গ্র্যান্ড মাস্টারকে সেভিলের মার্কেট স্কয়ারে ১৮২২ সালের ২৫ নভেম্বর ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছিল। কিন্তু এখানেই এটি শেষ হয়ে যায়নি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে গার্ডুনা দক্ষিণ আমেরিকাতে বিকাশ লাভ করে। ১৯৪৯ সালের শেষদিকে তারা নাৎসিদের ইউরোপ

থেকে পালাতে সহায়তা করেছিল। কথিত আছে যে স্পেনে গার্ডুনার দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ বর্তমানে ক্রিয়াশীল রয়েছে। একটি গির্জাপন্থী, অন্যটি একটি বামপন্থী সংগঠন যারা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কাজ করছে।

জিনোস্টিক্স

খ্রিস্টীয় প্রথম ছয় শতাব্দীতে বেশ কয়েকটি সম্প্রদায় বিকাশ লাভ করেছিল যাদের সম্মিলিতভাবে জিনোস্টিক্স (জ্ঞানী) বলা হতো। জিনোস্টিকরা 'বিশ্বাসীদের' বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল যাদের কাছে বিশ্বাস ছিল তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জিনোস্টিকদের কাছে বিশ্বাসই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল না। যদিও খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মের মূল ভিত্তি হলো বিশ্বাস, কিন্তু তারা অন্ধভাবে কোনো কিছুতে বিশ্বাস করতে রাজি ছিল না। তাদের খ্রিস্টধর্মের সংস্করণে তারা পিথাগোরাস, প্লেটো ও অন্যান্য গ্রিক এবং প্রাচ্যের দার্শনিকদের দর্শনের সমন্বয় ঘটিয়েছিল। তাদের অধ্যয়নে সংকীর্ণতার জায়গা ছিল না। যে সমস্ত ধর্ম, মতবাদ এবং শিক্ষায় তাদের প্রবেশাধিকার ছিল তার থেকে সর্বোত্তম বিষয়গুলো তারা আহরণ করেছিল। তাদের উদারতা তাদের জন্য অহেতুক বাড়তি মনোযোগ তৈরি করেছিল, যেমন অন্যান্য গুপ্তসংঘগুলোর ক্ষেত্রে হয়। তাদের প্রতি অভিযোগ ছিল, হয় তারা খ্রিস্টধর্ম বিরোধী, খ্রিস্টধর্মকে ধ্বংস করতে চাওয়া ইহুদি অথবা পারস্যের সূর্যপূজারিদের অবশিষ্টাংশ। তবে তারা ইউরোপে অনেককে প্রভাবিত করেছিল এবং এরপরে বহু গোপন গোষ্ঠীর ভিত্তি তৈরি করেছিল।

জিনোস্টিক তাত্ত্বিকরা এই তত্ত্ব প্রচার করেছিলো যে, মনের উন্নয়নের মাধ্যমে মানবতার পূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা তৈরি হয়। সংক্ষেপে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের জন্য লড়াই করতে হবে। তাদের কাঙ্ক্ষিত জ্ঞান ছিল রহস্যময় প্রকৃতির। সাধারণ সত্য বিষয় সংগ্রহের ওপর নয়, বরং বিশ্বের একান্ত ও রহস্যময় বিষয়গুলো বোঝার ওপর জোর দেয়া হতো। সাধারণ সত্যগুলো জাগতিক ও বস্তুগত জগতের অংশ, যা

ভ্যালেন্টিনাসের মতো জিনোস্টিক তাত্ত্বিকদের মতে নষ্ট ও বাজে।

জিনোস্টিকরা নিজেদেরকে অভিজাত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বলে বিশ্বাস করত এবং তাদের আকাঙ্ক্ষিত জ্ঞান অল্প কিছু লোকই অর্জন করতে সক্ষম বলে বিশ্বাস করত যারা এটি গ্রহণের জন্য উপযুক্ত ছিল। এ কারণে একটি গুপ্তসংঘের বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে পাওয়া যেত। যেমন, নিজেদের পাসওয়ার্ড এবং হ্যান্ডশেকের পদ্ধতি যাতে কেবল হাতের তালু স্পর্শ করা হতো (তারা অত্যাচারিত হওয়ার ভয়ে বিশেষভাবে ভীত ছিল না, তবে এটি আধ্যাত্মিক দিক থেকে সম্ভাব্য ক্ষতির হাত থেকে দূরত্ব বজায় রাখার একটি পদ্ধতি ছিল)।

তাদের প্রধান শিক্ষাগুলো একটি সর্বোচ্চ শক্তির ওপর নিবদ্ধ ছিল, যার কোনো উপলব্ধিযোগ্য রূপ নেই এবং এটি কোনো অভিপ্রায় ও লক্ষ্যে দৃশ্যমান নয়। এই শক্তির সাথে প্রচেষ্টার মাধ্যমে যোগাযোগ করা যেতে পারে এবং এর মাধ্যমেই মানুষ নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে পারে এবং তার ভাগ্য আবিষ্কার করতে পারে। জিনোস্টিক সম্প্রদায়ের অসংখ্য ধর্মীয় তাত্ত্বিক এই উচ্চশক্তির সান্নিধ্য পাওয়ার দাবি করেছেন এবং তাদের বিভিন্ন শাখা শিষ্যদের জন্য এক ধরনের দীক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিল। জিনোস্টিকরা এই গোপন সত্তার সাথে কেবল তখনই কথা বলতে পারে, যখন দীক্ষাপ্রার্থীর মন পরিচ্ছন্ন হয় এবং 'জাগতিক মানুষ'টি দেহ ও আত্মার অনুশীলনের মাধ্যমে এক রহস্যময় পরিশুদ্ধি লাভ করে এবং উচ্চ ক্ষমতার 'বাহন' হয়ে উঠতে সক্ষম হয়। এভাবে দীক্ষাপ্রার্থী সর্বোচ্চ শক্তির বান্দা হিসেবে পরিচিত হয়ে যায় এবং নিজেকে অশুদ্ধ ও পার্থিব জগতের বাকী অংশের থেকে উর্ধ্বে বিবেচনা করে। এই উচ্চতর 'বুদ্ধিমত্তা'কে আব্রাক্সাসের প্রতীক দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয় যা এক বছরের দিনগুলোর সংখ্যা তথা '৩৬৫' কে বোঝায়। আব্রাক্সাস রোমান সৈন্যের বর্ম পরিহিত। তার ডান হাতে থাকে একটি কুঠার এবং বাম হাতে একটি ঢাল, যার ওপরে IAO এবং SABOATH শব্দ দুটো লেখা থাকতো। আব্রাক্সাসের মাথাটি ছিল একটি পাখির খোলা চঞ্চুর মতো এবং পা দুটি ছিল জোড়া সাপের মতো। এই সবকিছুর নিচে ছিল একটি বজ্র। এই সমস্ত চিত্রের গোপন অর্থ ছিল। আব্রাকাসের দেহটি

মানুষ, পাখিটি বুদ্ধি ও আলোর আগমন, বর্মটি সংগ্রাম এবং কুঠারটি শক্তি ও জ্ঞানের প্রতি আগ্রহের প্রতীক। ঢালটি দিয়ে কখনো কখনো প্রজ্ঞা এবং সর্প দিয়ে অন্তর্দৃষ্টি বোঝানো হয়।

এই শিক্ষার সাথে ব্যবহৃত প্রতীকগুলোর ব্যাখ্যা জিনোস্টিকদের নানা সম্প্রদায়ের কাছে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, তবে অপরিবর্তিত যে উপাদানটি সর্বদা ছিল তা হলো—সবার কাঙ্ক্ষিত অবচেতন মনের জ্ঞান অর্জন। জিনোস্টিকদের দাবি, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বৃহত্তর উদ্দেশ্যে একটি অসম্পাদিত আকুলতা রয়েছে। কিন্তু সেটাকে যথাযথভাবে সম্পাদন করা যায় না। কারণ এমন কোন সামাজিক উপায় নেই যেখানে এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হতে পারে। এই তাগিদটি অভ্যন্তরীণভাবে গঠিত তবে এটি কেবলমাত্র তাদের বেলাতেই প্রকাশ পায় যারা তা অর্জনের পথ দেখাতে পারে। অন্য যে কোনো সামাজিক কিছুর মাধ্যমে (তা হতে পারে প্রেম, ব্যবসা, ধর্মতত্ত্ব, বা বস্তুগত ব্যাপার) সেই সম্পূর্ণতার সন্ধান করা মানে নিশ্চিত ব্যর্থ হওয়া।

জিনোস্টিকদের কাছে প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, জ্ঞানের চর্চা। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল খুব সামান্যই। দীক্ষাপ্রার্থীদের সর্বোচ্চ শক্তির কাছে নিজেদের লড়াই ও একাগ্রতা নিবেদন করতে হতো। দ্বিতীয়ত, তারা বিশ্বাস করত যে, পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষ রয়েছে। একদল চিরকাল পার্থিব জগতে আবদ্ধ থাকে এবং অপর দল আধ্যাত্মিক অর্থে নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করতে পারে। জিনোস্টিকরা কেবলমাত্র দ্বিতীয় দল থেকে শিষ্য গ্রহণ করে।

তৃতীয়ত, ঐশী শক্তির সাথে একাত্মতা অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি ছিল এবং দীক্ষাপ্রার্থী কোন পথে অগ্রসর হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতেন গুরু। উদাহরণস্বরূপ, কিছু জিনোস্টিক গুরু শিখাতেন যে উন্মত্ততা এবং উত্তেজনা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আনবে, অন্যদিকে অনেকে বিশ্বাস করতেন যে ধ্যান ও উপবাসই সেই উচ্চতর মানসিক অবস্থানে পৌঁছানোর একমাত্র পদ্ধতি।

যেহেতু তারা অনেক উৎস থেকে তাদেও জ্ঞান গ্রহণ করেছিল, তাই জিনোস্টিকদেরকে প্রায়ই সর্বেশ্বরবাদী বলা হতো। কিন্তু ব্যাপারটা তা

নয়। আক্ষরিক অর্থে জিনোস্টিকবাদকে কোনো ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। জিনোস্টিকদের মধ্যে দলের চেয়ে ব্যক্তিকে গুরুত্ব দেয়া হতো, যেখানে ধর্মের চাহিদা হলো, ব্যক্তি একটি গোষ্ঠীর অংশ হবে, যেন একটি দলের মধ্যে একটি মুখহীন সত্তা। জিনোস্টিকদের কাছে 'আলোকিত' হওয়া আরো বেশি জরুরি ছিল। যারা এই অবস্থাটি অর্জন করেছিল তারা ছিল আরো মর্যাদাবান, আরো পরিশুদ্ধ ও অভিজাত। এর অর্থ এই নয় যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদকে পুরোাপুরি উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। জিনোস্টিক সম্প্রদায়ের স্থিতিশীলতার জন্য ব্যক্তি অবদানকে কিছুটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। এটি ছিল তাদের টিকে থাকার একটি উপায়। সেই সময়ে যে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতবাদগুলো প্রচলিত ছিল তা গ্রহণ করার মাধ্যমে তারা নিজেদের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল।

অনেক গোপন গোষ্ঠীর মতো জিনোস্টিকরাও চার্চ কর্তৃক সন্দেহজনক অপরাধ এবং ধর্ম বহির্ভূত আচরণের জন্য অভিযুক্ত হয়েছিল। অধিকাংশ ঘটনার মতোই অভিযোগগুলো ছিল কল্পিত এবং অনুমিত হুমকির ভিত্তিতে। জিনোস্টিকদের বিশ্বাস সম্পর্কে স্বল্পই জ্ঞান ছিল চার্চের। তাদের খ্যাতি নষ্ট করার জন্য চার্চ তাদের ওপর চাপায় কল্পিত অপরাধের দায়। কিছু বৈরিতা অবশ্য জিনোস্টিকদের দ্বারা প্রচলিত তাত্ত্বিক যুক্তির কারণেই ছিল। 'ট্রিটাইজ অব রিসারেকশন' বইতে জিনোস্টিকরা দেখিয়েছিল যে, মানুষের অস্তিত্ব আসলে এক ধরনের আধ্যাত্মিক মৃত্যু এবং আসল পুনরুত্থান আসে যখন জ্ঞান অর্জন হয়। তখনই আসল সত্য প্রকাশ পায়। মানুষ যখন এটি উপলব্ধি করে, তখন তারা আধ্যাত্মিকভাবে 'জীবিত' হয়ে যায় এবং 'মৃতদের' মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হতে পারে। যেসব খ্রিস্টান পুনরুত্থানকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে তাদেরকে অজ্ঞ অভিহিত করে বলা হয়েছে—তাদের কাছে রয়েছে 'বোকাদের বিশ্বাস'।

"যারা বলে, মানুষ প্রথমে মারা যাবে তারপর পুনরায় উত্থিত হবে তারা ভুলের মধ্যে রয়েছে। তারা অবশ্যই বেঁচে থাকা অবস্থাতেই পুনরুত্থান প্রাপ্ত হবে"।

জিনোস্টিকরা নাগ হাম্মাদী লাইব্রেরির সাথেও যুক্ত। ১৯৪৭ সালে মিশরে ৫২টি পার্চমেন্ট পাওয়া গেছে যা প্রায় ৩৫০-৪০০ খ্রিস্টাব্দে

লিখিত ছিল। এই পৃষ্ঠাগুলোর মধ্যে ছিল 'জিনোস্টিক গসপেলস', যে রচনাগুলোকে ধর্ম বিরোধী বলে সনাতন খ্রিস্ট সম্প্রদায় কর্তৃক উপেক্ষা করা হয়েছিল এবং সত্যি বলতে গোপন করে ফেলা হয়েছিল। যেমন নাইট এবং লোমাস 'হিরাম কি'তে বলেছেন—

> 'তারা না থাকলে খ্রিস্টান ধর্মের বিকাশ সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে হতো। বর্তমানে আমরা খ্রিস্টধর্মের যে গোঁড়া রূপটি দেখি তা টিকে থাকতে পারত না।'

এই ধরনের বিশ্বাস শক্তিশালী ছিল এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছিল, যা যিশুর পুনরুত্থানের বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

জিনোস্টিকদের বিশ্বাস পরস্পর বিরোধী শক্তি হিসেবে ভাল এবং মন্দের নীতিগুলির ওপর ভিত্তি করে চর্চিত। তাদের বিশ্বাস, ভালো ও মন্দের মধ্যে অবশ্যই একটি সচেতন ভারসাম্য খুঁজে বের করতে হবে। এটি কেবল কোনো জ্ঞানী জিনোস্টিক দ্বারা অর্জন করা সম্ভব, সে কোনো কাজের ফলাফল ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের জন্য ভালো পরিণতি বয়ে আনবে কিনা তার পূর্বাভাস দিতেও সক্ষম। এই নীতিতে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের 'কর্ম'র ধারণার প্রতিধ্বনি রয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে জ্ঞান অনুসন্ধানকারী জিনোস্টিকদের কাছে এই তত্ত্ব অজানা থাকার কথা নয়।

জিনোস্টিকদের মৌলিক বিশ্বাসে অবশ্যই অনেক পার্থক্য ছিল। বিভিন্ন দল ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ওফাইটরা সাপকে মহিমান্বিত করেছিল। কারণ এটি চতুর্থ জ্ঞান পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিল। কাইনাইটরা আদেশ দিয়েছিল যে, তাদের অনুসারীদের এমন সমস্ত জিনিস ধ্বংস করে ফেলতে হবে যা বস্তুগত জগতের কোনো উপাদান দিয়ে তৈরি। কারণ পার্থিব জগত নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত হতো তাদের কাছে। বাসিলাইডস ছিলেন একজন জিনোস্টিক নেতা, যিনি শিখিয়েছিলেন যে, যীশু ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে মারা যাননি। (এটি প্রিউরি দা সায়নসহ বেশ কয়েকটি গোপন সংগঠন বিশ্বাস করে। এটি ইঙ্গিত দেয়

যে জিনোস্টিকরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী বহু গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করেছিল।)

মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে জিনোস্টিকিজম এখনো অনুসরণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, মানদিয়ান ইরাকের একটি ছোট্ট সম্প্রদায়, যারা এখনো আগের মতোই দীক্ষাদানের রীতিনীতি ব্যবহার করে জিনোস্টিকদের একটি প্রাচীন রূপ অনুসরণ করে। তাদের কর্মকাণ্ডের সাথে ফ্রিম্যাসনদের মিল রয়েছে। বেশিরভাগ সমসাময়িক জিনোস্টিক ভ্যালেন্টিনাসের ধারণার সাথে একমত পোষণ করে যে, পৃথিবীতে ভালোর চেয়ে খারাপ বেশি এবং একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই সম্পূর্ণ মানসিক একাগ্রতার দ্বারা নিজেকে শুদ্ধ করতে হবে। মৃত্যুর পরে সে ফিরে আসবে যেখান থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, অর্থাৎ সেই সর্বোচ্চ শক্তি, এবং তারপর তার প্রিয়জনদের সাথে পুনরায় মিলিত হবে। অবশেষে সমস্ত পার্থিব জগত আগুনে ধ্বংস হয়ে যাবে।

গোল্ডেন ডন

গোল্ডেন ডন (পুরো নাম হেরমেটিক অর্ডার অফ দ্য গোল্ডেন ডন) বিভিন্ন দিক থেকে উনিশ শতকের শেষদিকে সবচেয়ে প্রভাবশালী দল ছিল যারা অতিপ্রাকৃত বিষয় চর্চার মাধ্যমে আবির্ভূত হয়েছিল। এটি এর সবচেয়ে কুখ্যাত সদস্য অ্যালিস্টার ক্রোলির কার্যকলাপের কারণে কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। সে 'দ্য গ্রেট বিস্ট' বা 'সবচেয়ে খারাপ জীবিত মানুষ' হিসেবে পরিচিত ছিল। অন্যান্য বিখ্যাত অনুসারীরা হলেন, ডব্লিউ বি ইটস, অ্যালজারনন বাকউড এবং আর্থার ম্যাচেন।

এর গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্দেশ্য ছিল, 'কার্যকর জাদু'র এমন একটি পদ্ধতি তৈরি করা যা বিভিন্ন রকমের প্রাচীন উৎস থেকে একত্রিত করা হয়েছিল। ১৮৮৮ সালে গোল্ডেন ডন প্রথম আলোর মুখ দেখতে পায়। এটি তিনজন ফ্রিম্যাসন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারা হলেন ড. উইলিয়াম ওয়েন ওয়েসকোট, ড. উইলিয়াম রবার্ট উডম্যান এবং স্যামুয়েল লিডেল ম্যাকগ্রিগর ম্যাথার্স। ওয়েসকোট দাবি করেছিলেন যে, তিনি কিছু গোপন নথি পেয়েছেন, যেগুলো একসময় জার্মান রোজিক্রুশিয়ান একটি দলের অধিকারে ছিল। সেখানে পাঁচটি ম্যাসোনিক আচার বর্ণিত হয়েছিল। ম্যাথার্স, যিনি শীঘ্রই দলের প্রাথমিক চালিকা শক্তি হয়ে ওঠেন, এগুলোর উন্নয়ন সাধন ও প্রসারিত করেন। রীতি এবং কাঠামোও তার তৈরি যে কাঠামোতে গোল্ডেন ডন পরিচালিত হয়। কাবালাহ'র সিফিরোতে পাওয়া বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে রীতিগুলোকে দশটি স্তরে ভাগ করা হয়েছিল।

ম্যাথার্স এলিফাস লেভি, ট্যারোট, প্রাচ্যের রহস্যবাদ, মিশরীয় যাদু এবং ইহুদিদের যাদু থেকে অনেক কিছু ধার করেছিলেন। এমনকি তিনি এলিজাবেথান পাদ্রী জন ডি'র অদ্ভুত এনোকিয়ান ভাষা আয়ত্ব

করেছিলেন। এটি করার মাধ্যমে তিনি এই ধারণা দিতে চেয়েছিলেন যে, গুপ্তসংঘটির একটি প্রাচীন উৎস রয়েছে যা প্রাচীন মিশরের সাথে সংযুক্ত।

আনুষ্ঠানিকতা এবং যত্ন সহকারে অধ্যয়নের মাধ্যমে সদস্যরা তাদের আত্মোন্নয়ন ও ঈশ্বরের মতো অবস্থান অর্জনের জন্য মিশরের দেবতাদের নামে নামকরণ করা মন্দিরে দীক্ষার স্তরগুলো অতিক্রম করতে পারত। এটি 'শক্তি' এবং প্রত্যেকের মধ্যে বিদ্যমান সার্বজনীন আদিরূপ সনাক্তকরণের মাধ্যমে সম্পন্ন হতো। এর জন্য যা প্রয়োজন ছিল তা হলো, এগুলো বাস্তবায়নের দৃঢ় ইচ্ছা। ম্যাথার্স 'ম্যাগি' বা উচ্চ বুদ্ধিমত্তার সাথে নিজের যোগাযোগ থাকারও দাবি করেছিলেন যা নাকি তিনি ছাড়া আর সবার কাছে গোপন ছিল।

গোল্ডেন ডন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ওয়েস্টকোটকে রোজিক্রুশিয়ান ডকুমেন্ট নকল করার অভিযোগে অভিযুক্ত করে আলিস্টার ক্রোলি এটিকে ধ্বংস করেছিলেন। ম্যাথার্স প্যারিসে চলে যান। সেখানে তিনি এই গোষ্ঠীর একটি নতুন সংস্করণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তবে তাও বেশিদিন টিকতে পারেনি। এ.ই. ওয়েইট এটাকে খ্রিস্টবাদের দিকে পরিচালিত করার আগে ডব্লিউ বি ইটস আসল গোল্ডেন ডনের সঞ্চালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন। দলটি শেষ পর্যন্ত ১৯১৪ সালে বিলুপ্ত হয়ে যায়। বিলুপ্তির সময় প্যারিস, ব্র্যাডফোর্ড, ওয়েস্টন-সুপার-মেরে, এডিনবার্গ এবং শিকাগোতে এর মন্দির ছিল। এখনো ক্রিয়াশীল বেশ কয়েকটি গুপ্তগোষ্ঠী গোল্ডেন ডনের সাথে সরাসরি সংযোগ থাকার দাবি করে, তবে প্রকৃতপক্ষে এটি কেবল নামেই। এর সমতুল্য আধুনিক সংগঠন হলো OTO বা The Ordo Templi Orientis। 'দ্য গ্রেট বিস্ট' অ্যালিস্টার ক্রোলি ১৯৪৭ সালে হেস্টিংসের একটি বোর্ডিং হাউসে মারা গিয়েছিলেন। মহা ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবি করা কোনো ব্যক্তির এমন সাধারণ মৃত্যু অবাক করার মতো বিষয়ই বটে!

দ্য হেল ফায়ার ক্লাব

এক সময়ের কুখ্যাত এই সংগঠনটি স্যার ফ্রান্সিস 'হেল-ফায়ার ফ্রান্সিস' ড্যাশউড (১৭০৮-১৭৮১) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন ব্যারোনেট, এক সময়ের সাংসদ, রাজস্ব দপ্তরের প্রধান, পোস্টমাস্টার জেনারেল এবং রাজা তৃতীয় জর্জের কোষাধ্যক্ষ। ড্যাশউড যুবক বয়সে ইউরোপ ভ্রমণ করেছিলেন এবং ক্লাসিক্যাল স্থাপত্য ও প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনিগুলির প্রতি ভালোবাসার পাশাপাশি রোমান ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি ঘৃণা নিয়ে বেড়ে উঠেছিলেন। তিনি ফ্রিম্যাসনদের দর্শনে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং তার জ্যাকোবাইট সংযোগের মাধ্যমে (তিনি প্রিন্স চার্লস এডওয়ার্ড স্টুয়ার্টের একজন গুপ্তচর ছিলেন) তিনি রোজিক্রুশিয়ানিজমে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ফ্রান্সে থাকাকালীন একটি কৃষ্ণাঙ্গ দলে যোগ দিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। এর মাধ্যমে হয়তো শয়তানের প্রতি তার বিশ্বাসের চেয়ে বেশি ক্যাথলিকদের প্রতি তার ঘৃণা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন।

একবার রোমে পবিত্র সপ্তাহ চলাকালীন তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করে একটি সিস্টাইন গীর্জায় প্রবেশ করেন। সেখানে তখন এক অভিযুক্তকে চাবুক মারার শাস্তি চলছিল। বাতিগুলো ঝাপসা হয়ে গেলে তিনি ঘোড়ার চাবুক দিয়ে নিজেকে আঘাত করতে থাকেন। সবাইকে বুঝিয়েছিলেন যে তিনি নিজেই শয়তান, তাদের মধ্যে এসেছেন নিজেই নিজেকে শাস্তি দেয়ার জন্য। ড্যাশউড এগুলো করে ধর্মীয় কপটতার প্রতি তার অবজ্ঞার কথা প্রকাশ করতেন, যা তিনি সূক্ষ্ম রসিকতার মাধ্যমে সারাজীবন করে গেছেন। এই বিদ্রোহী অভিজাত লোকটি একজন পাক্কা খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি ছিলেন রেপরোয়া এবং নারী মহলে জনপ্রিয় পুরুষ। একই

সাথে তিনি ছিলেন একজন রসিক ও বুদ্ধিমান মানবতাবাদী।

ইংল্যান্ডে ফিরে এসে ড্যাশউড 'ডিলেটান্টি সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা ছিল সে সময় লন্ডনে প্রচলিত অভিজাতদের বিভিন্ন ক্লাবের মধ্যে অন্যতম। ডিভান নামে পরিচিত অন্য কিছু ক্লাব এটাকে অনুসরণ করত। যেমন লিংকন ক্লাব, যেখানে চা-পার্টি এবং খাবারই প্রধান আকর্ষণ ছিল। ১৭৪৬ সালে তিনি কর্নহিলের জর্জ অ্যান্ড ভলচার পাব-এ মিটিং করে 'নাইটস অব দ্য সেন্ট ফ্রান্সিস' দল গঠন করেছিলেন। পাঁচ বছর পরে ড্যাশউড ১২শ শতাব্দীর প্রাচীন সাধকদের আশ্রম 'মেডেনহাম অ্যাবে' ভাড়া নিয়েছিলেন। সেটা ছিল মার্লোর নিকটবর্তী এবং তার পৈতৃক বাড়ি থেকেও কাছেই। নাইটস অফ সেন্ট ফ্রান্সিসকে নতুন জায়গায় সরিয়ে নিয়েছিলেন। সে সময়ে গথিক পুনর্জাগরণের রমরমা অবস্থা ছিল এবং ড্যাশউড তার আশ্রমটিকে সেই আদর্শে রূপান্তরিত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে আশ্রম পুনঃনির্মাণের সময় তাতে পৌত্তলিক উপাদান যুক্ত হতে শুরু করে। তিনি সামনের দরজার ওপরে 'যেমন ইচ্ছা তেমন করুন' এই প্রবাদটি লিখে দিয়েছিলেন। তিনি তার ডাইনিং রুমে 'গোপনীয়তার রক্ষক' বলে পরিচিত দুজন দেবীর মূর্তি রেখেছিলেন। তার একজন হলেন *অ্যাঞ্জেরোনা*, যিনি ছিলেন নীরবতার রোমান দেবী এবং অপরজন হলেন একই রকম গুণের মিশরীয় দেবী *হার্পোক্রেটস*।

পৌত্তলিকদের প্রতি ড্যাশউডের আগ্রহ তার বাড়ির সাজসজ্জাতেও প্রতিফলিত হয়েছিল, যা রবার্ট অ্যাডাম ডিজাইন করেছিলেন। বাড়িটির পশ্চিম পাশে দেবতা বাকুসের মন্দিরের একটি প্রতিরূপ ছিল। তিনি দেবতা *ডায়োনিসাস* এবং *আরিয়াদনে*'র প্রতিকৃতি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিলেন। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে ড্যাশউড একটি নাটক মঞ্চায়নের আয়োজন করেন যেখানে অভিনেতারা ফাউন্স, স্যাতিস এবং পরীদের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য প্রাণীর চামড়ার পোশাক পরেছিল। পৌত্তলিক চিত্রকর্মে ভরপুর ঘরের বাগানটি একটি রাজহাঁস আকৃতির হ্রদের পাশে উপবিষ্ট নগ্ন মহিলার চিত্রের চারপাশে সাজানো হয়েছিল। নগ্ন নারীটি ছিল পৌরাণিক চরিত্র *লিডা*'র প্রতিকৃতি। লিডা জিউসের দ্বারা গর্ভবতী

হয়েছিল এবং দুটি ডিম দিয়েছিল, যার একটির মধ্যে ছিল *ক্যাস্টর* এবং *ক্লিটেমনেস্ট্রা* এবং অন্যটির মধ্যে ছিল *পোলাক্স* ও *হেলেন*। ড্যাশউডের ব্যতিক্রমী রসিকতার আরো একটি উদাহরণ হলো, তিনি ভেনাসের একটি নগ্ন মূর্তিকে উল্টো করে প্রতিস্থাপন করেছিলেন যেন মাঠে প্রবেশ করা কোনো অসতর্ক দর্শনার্থী তার নিতম্ব দেখে আনন্দ পায়।

১৭৫০ সালে ড্যাশউড নিকটবর্তী পশ্চিম উইকম্বের পাহাড়ের নিচে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেকগুলো গুহা আবিষ্কার করেছিলেন এবং এখানেই ফ্রিয়ার্সরা (হেল ফায়ার ক্লাবটি ফ্রিয়ার্স অব সেন্ট ফ্রান্সিস, মেডম্যানহামের সন্ন্যাসী এবং নাইটস অব দ্য ওয়েস্ট উইকম্ব হিসেবেও পরিচিত ছিল) তাদের গোপন আচারের জন্য আস্তানা গেড়েছিল। লন্ডনে এবং স্থানীয়ভাবে হেল ফায়ার ক্লাবের গুপ্ত অনুষ্ঠান ও শয়তানি কাজকর্মের প্রচুর গালগল্প ছিল।

গুহাগুলোর প্রবেশদ্বার ইউ গাছ দিয়ে চিহ্নিত করা ছিল। ইউ গাছ ছিল অমরত্বের প্রতীক। সাধুরা বেশিরভাগ সময় তাদের মন্দিরের নিকটে এগুলো রোপণ করত। গুহার অভ্যন্তরে সরু পথ দিয়ে সাধুদের কক্ষগুলোতে যাওয়া যেত যেখানে তারা তাদের নারী অতিথিদের বিনোদন দিতে পারত। মনুষ্যনির্মিত সিস্টেমে একটি ভোজন কক্ষ এবং একটি ভূগর্ভস্থ নদী ছিল যা স্টিক্স হিসেবে পরিচিত ছিল। ভেতরের আশ্রমে পৌঁছাতে হলে এই নদীটি পার হতে হতো। এ কারণে গুজব ছিল যে, সেখানে ব্ল্যাক ম্যাজিক চর্চা করা হয়।

অনুষ্ঠানগুলোর প্রকৃতি যাই হোক না কেন, গুজবের হাওয়া সব সময়ই চালু ছিল। এই সব গুজব দলটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। দাবি করা হয়েছিল যে, ড্যাশউডের কাছে অনেক পতিতা ছিল, যাদেরকে ব্ল্যাক ম্যাজিকে সন্ন্যাসিনীর কাজ করানোর জন্য লন্ডন থেকে টেমস নদী দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। এই যাদু অভিজাত নারীদের নগ্ন দেহের ওপরে চর্চা করা হতো।

তবে বাস্তবতা ছিল সাধারণ। ইউ গাছগুলোর কারণে হেল ফায়ার ক্লাবের পবিত্র হলগুলোর মধ্যে সংঘটিত সত্যিকারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কেউ জানতে গেলে তারা টের পেয়ে যেত। গুহাগুলো হাজার হাজার

বছর আগের বলে ড্যাশউড লিপিবদ্ধ করেছিল। যে পাহাড়ের মধ্যে গুহাগুলো ছিল সেটি ছিল প্রকৃতপক্ষে সেন্ট লরেন্সের গির্জার ভূমি। এ কারণে হয়তো ড্যাশউডের রসিক মনে উদ্রেক হয়েছে যে, এটাকে পৌত্তলিকদের মতো ব্যবহার করলে চার্চের কর্তৃত্বকে প্রতীকীভাবে ধ্বংস করার আরো একটা সুযোগ পাওয়া যাবে।

এর আগে ড্যাশউড 'জেন্টলম্যান অব স্পালডিং' গ্রুপে যোগদান করেছিলেন, যাদের সদস্যদের মধ্যে ফ্রিম্যাসন ও ড্রুইড উভয় প্রকারের লোক ছিল। এখানে ড্যাশউড 'মাউন্ট হেমাস' নামে ড্রুইডদের একটি দলে যোগ দিয়েছিলেন, যারা ১৩শ শতাব্দীর অক্সফোর্ডের গ্রোভদের সাথে সংযোগ থাকার দাবি করত। আর অক্সফোর্ড গ্রোভদের উত্তর ওয়েলসের সেরিডওয়েনের প্রাচীন রহস্যগুলোর সাথে সরাসরি সংযোগ ছিল বলে ধারণা করা হতো। ড্যাশউড তার নিজস্ব দল চালানোর জন্য একটি সনদের আবেদন করেছিলেন কিন্তু মেডমেনহ্যামে যৌন নিপীড়নের গুজব শুনে এগারো জনের ড্রুইডিক কাউন্সিল তাকে সনদ দিতে অস্বীকার করেছিল। এই প্রত্যাখ্যান তাকে থামাতে পারেনি এবং তিনি তীব্রভাবে দেবীদের পূজা চালিয়ে যান। ফ্রিয়াররা নিজেদের মতো করে ড্রুইডিক স্টাইলের সিলভার ব্যাজসহ সাদা পোশাক পরত যাতে 'ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব' শব্দদ্বয় লেখা থাকতো। পুরো হেল ফায়ার ক্লাবটি যদিও সমসাময়িক ড্রুইডিক সংস্কৃতি দ্বারা স্বীকৃত হয়নি, তবুও এটি ড্রুইডিক প্রকৃতিরই ছিল। এটি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মদ, নারী এবং গান নিয়ে মশগুল থাকতো। সম্ভবত শয়তানি কার্যকলাপের গুজব প্রতিরোধ করার জন্য ড্যাশউড সেন্ট লরেন্সের গির্জা পুনঃনির্মাণের জন্য অর্থ প্রদান করেছিলেন। এ ধরনের স্বঘোষিত পৌত্তলিকদের জন্য এই পুনঃনির্মাণ কোনো সাধারণ কাজ নয়। তিনি পালমিরার সৌর মন্দির পুনঃনির্মাণেরও ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। সেখানেও অনেক ঐতিহ্যবাহী চিহ্ন ছিল যেমন, জলপাইয়ের ডাল, পাতা, ফল, ফুল এবং কবুতর। সিলিং-এ 'লাস্ট সাপার' এর একটি চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল যা প্রাচীন গ্রিক 'অ্যাগেপ' বা 'প্রেমের ভোজ' এর খ্রিস্টীয় সংস্করণের মতো দেখাতো। শুরুর দিকে চার্চে মিটিংয়ের আগে পরে এরকম ভোজ উৎসব

হতো তবে এই রীতিগুলো কেলেঙ্কারি সৃষ্টি করেছিল। ফলে এগুলোকে কার্থেজ কাউন্সিল কর্তৃক ৩৯৭ সালে এসব নিষিদ্ধ করা হয়। এর মাধ্যমে ড্যাশউডের রসিকতা এবং প্রতিষ্ঠিত গীর্জার বিরুদ্ধে তার বিরুদ্ধাচারণের প্রমাণ পাওয়া যায়।

হেল ফায়ার ক্লাবটি শয়তানের উপাসক নয় বরং একটি ডায়ানোশিয়ান সম্প্রদায় ছিল—এ ব্যাপারে আরো প্রমাণ পাওয়া যায় দলটির অন্যতম প্রধান সদস্য পল হোয়াইটহেডের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়। হোয়াইটহেড তার অন্তিম ইচ্ছায় নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তার হৃৎপিণ্ড এবং দেহকে আলাদা করে সমাহিত করতে হবে। হৃৎপিণ্ডটিকে একটি ভস্মাধারে রেখে গুহাগুলোর ওপরে নির্মিত একটি সমাধিতে দাফন করতে হবে। ড্যাশউডের ব্যক্তিগত রক্ষিবাহিনী দ্বারা এই ভস্মাধারটি নেয়া হয়েছিল এবং সমাধির ভিতরে রাখার আগে তিন বার সমাধির চারপাশে প্রদক্ষিণ করা হয়েছিল। ড্যাশউডের প্রধান জীবনীকার এরিক টাওয়ার্সের মতে এটি সৎকারের ডায়ানোশিয়ান রীতিটির একটি আপডেট সংস্করণ।

বেশ কয়েকটি বিখ্যাত নামের মানুষ এই দলের সদস্য হওয়ার কথা শোনা যায়, যদিও সেগুলো সত্যি কিনা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এর মধ্যে রয়েছেন উইলিয়াম হোগার্থ, হোরেস ওয়ালপোল, আর্ল অফ স্যান্ডউইচ, ক্যানটারবেরির আর্চবিশপের পুত্র টমাস পটার, জন উইলকিস, আর্ল অব বিউট এবং প্রিন্স অব ওয়েলস। এমনকি এমনও দাবি করা হয় যে, ফ্রিম্যাসন বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিনও দুটি মিটিংয়ে যোগ দিয়েছিলেন।

গুহাগুলোতে যা ঘটেছিল তার বেশিরভাগই অনুমান নির্ভর কথা, কারণ কয়েকটি অস্পষ্ট রেকর্ড ছাড়া এর কোনো দলিল নেই। বাস্তবে হেল ফায়ার ক্লাবের সদস্যরা হয়তো প্রচুর পরিমাণে অ্যালকোহল, নারীদেহের আনন্দ এবং একটি ভালো সময় উপভোগের জন্য সেখানে থাকতো। পরবর্তী বছরগুলোতে ড্যাশউডের বাড়িটি গোঁড়া ভিক্টোরিয়ানদের হাতে ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। তারা এই ভবনের বেশিরভাগ পৌত্তলিক চিত্রকে বিকৃত করেছিল। এমনকি সেন্ট লরেন্সের গির্জাও এই ধার্মিক ধ্বংসকামীদের কার্যকলাপ থেকে রেহাই পায়নি। সাম্প্রতিক সময়ে কিছু ধর্মপ্রচারক দাবি করেছেন, এই অঞ্চলটি ব্রিটেনের সমস্ত খারাপ কাজের

কেন্দ্র। সত্যটি হলো ড্যাশউড এবং তার অনুসারীরা শয়তান উপাসক ছিল না। তারা ছিল পৌত্তলিক। তারা *বাচ্চাস* এবং *ভেনাস*'র পূজা করত, মদ এবং নারী নিয়ে ফূর্তি করত। রাবেলাইসের রচনা থেকে নিজেদের জন্য প্রেরণা সংগ্রহ করত এবং তাদের বিশেষ রসিকতা দ্বারা নিজেদের মধ্যে সাহস যোগাত।

হেল ফায়ার ক্লাব সঠিক পরিচিতি অর্জন করতে পারেনি। অবশ্যই এর ক্রিয়াকলাপগুলো জঘন্য, উদ্বেগজনক এবং অশ্লীল হাস্যরসে পূর্ণ ছিল, যেমন—একজন দীক্ষাপ্রার্থীকে শয়তান সম্পর্কে কিছু অবজ্ঞাপূর্ণ অশ্লীল কথা বলতে বাধ্য করা হতো। এরপর তার রসিকতার কারণে যখন একটি বন্য বানরকে তার পিঠে ফেলে দেয়া হতো তখন সে ভয়ে সিঁটিয়ে যেত। তবে এটি শয়তানের উপাসনা ছিল না। হেল ফায়ার ক্লাব শয়তানের উপাসনা এবং মানবতার ধ্বংসাধন করার বদলে অভিজাতদের সাথে রসিকতা এবং যা খুশি তাই করে আনন্দ লাভেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। সমসাময়িক গোপন গোষ্ঠীগুলো মধ্যে এর নিকটতম সমতুল্য সংগঠন হলো 'বোহেমিয়ান গ্রোভ'।

দ্য হাই প্রিস্টহুড অব থিবেস

(থিবেসের পৌরোহিত্য)

সবকিছু বিচারে এটি ছিল একটি সম্পূর্ণ ভূয়া সংগঠন। আঠারো শতকে জার্মানিতে একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছিল, যেখানে দাবি করা হয়েছিল যে, তাতে থিবেসের পুরোহিতদের গোপন দীক্ষা অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত এবং ফ্রিম্যাসনদের সম্পর্কে অল্প কিছু বিবরণ আছে। এটাতে প্রথম থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তর বা 'প্রফেটা' (যে স্তরে সব গোপন বিষয় বলে দেয়া হয়) পর্যন্ত সমস্ত গোপন বিষয়াদির কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্য হিমালয়ান মাস্টার্স

(হিমালয়ের গুরুগণ)

হিমালয়ের গুরুদের সদাশয় এবং গোপন রহস্যবাদী শাসক বলে মনে করা হয়। দাবি করা হয় যে, তারা 'পৃথিবীর ছাদে' বাস করেন এবং টেলিপ্যাথির মাধ্যমে মানবজাতির কল্যাণে নিজেদের রহস্যময় ক্ষমতা কাজে লাগান। গোপনীয়তা পছন্দ করায় তারা স্বাভাবিক জীবন থেকে দূরে থাকেন, তবে যোগ্যতার প্রমাণ দিলে সত্য জ্ঞানের অনুসন্ধানকারীদের তাদের সাথে যোগাযোগ করার অনুমতি দেয়া হয়। এরপর গুরুগণ তাদের প্রাচীন জ্ঞান দান করেন। সাধারণ মানুষের অপবিত্র জগৎ এবং উচ্চতর জগতের মধ্যে তাদেরকে যোগসূত্র হিসেবে দেখা হয়। এদেরকে অ্যাডভেঞ্চার গল্প এবং সিনেমায় প্রধান চরিত্র রূপে দেখা যায়। এই গোপন ব্যক্তিত্বদের নিয়ে কিংবদন্তির উৎস হলো বৌদ্ধ ধর্মগুরুদেরকে ভুলভাবে উপস্থাপন।

হলি ভেম

এই দলটি গঠিত হয়েছিল মধ্যযুগের ওয়েস্টফালিয়ার অরাজকতার সময়। এটি এমন একটি গুপ্তসংঘ ছিল যা এই অঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। এটি দাবি করত, এর শ্রেষ্ঠ সময়ে হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণে শক্তিশালী হয়েছিল। এই সমাজের নাম ছিল হলি ভেম। ভেম শব্দটির উৎস পরিষ্কার নয়। এটি ল্যাটিন শব্দ 'ফামা' থেকে আসতে পারে, যার অর্থ 'খ্যাতি' বা জার্মান শব্দ 'ফাহনে' থেকে যার অর্থ একটি পতাকা বা স্ট্যান্ডার্ড। তবে এর উৎস হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যও সমানভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে। এতে দীক্ষিত ব্যক্তিকে বলা হতো 'দ্য ওয়াইজ' বা জ্ঞানী। জার্মান ভাষায় উচ্চারিত 'ফাহনে' শব্দটি এবং জ্ঞানের আরবি প্রতিশব্দ 'ফাহম' ভিন্নার্থক নয়। হয়তো ক্রুসেডের সাথে জড়িত জার্মানরা মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফিরে আসার সময় তাদের ভাষায় ঢুকেছিল। এর বিশেষণ হিসেবে 'হলি' শব্দটি যুক্ত করার কারণ হলো, এটি মূলত একটি খ্রিস্টান দল যারা খ্রিস্টের দশ আদেশ এবং অন্যান্য শিক্ষার প্রচারে আগ্রহী ছিল।

অন্তত এর জন্মের প্রথম বছরগুলোতে ভেম যে বিচারিক কাজগুলো করেছিল তা ছিল খুবই নিষ্ঠুর। অন্যান্য গুপ্তসংঘের মতোই কানকথা ও গুজব এর অন্ধকার দিককে বাড়িয়ে দিয়েছিল। শাস্তির একটি বর্বর পদ্ধতি ব্যবহৃত হতো বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। এটি ছিল একটি অদ্ভুত যন্ত্র; একে 'দ্য মেইডেন'স কিস' বলা হতো যা মূলত লোহার পেরেকযুক্ত কফিন। এর মধ্যে ভিক্টিমকে ঢোকানো হলে তার দেহ পেরেক ও ধারালো ছুরির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে সে মারা যেত। এরপর তাকে আশেপাশের কোনো নদীতে ফেলে দেয়া হতো। 'মেইডেন'স কিস'

আসলেই ছিল কিনা তা নিয়ে বিতর্ক থেমে নেই। সবকিছু বিবেচনা করে এটার সত্যতা কল্পনা করা কষ্টকর। আর সত্যি হয়ে থাকলেও হলি ভেম এটাকে বিপদজনক বলে বিবেচিত লোকদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছিল যারা ধর্মবিরোধী, চুরি, ধর্ষণ এবং মহাসড়কে ডাকাতির মতো কাজ করত। নারী ও শিশুদের ভেম এর বিশেষ আইন থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল, যেমনটি ইহুদি ও অখ্রিস্টানদের দেয়া হয়েছিল। দলটি এদেরকে কেবল অসভ্য বলে বিবেচনা করত।

ভেমের নতুন সদস্যরা *শোপ্পেন* বা 'অজ্ঞ' হিসেবে পরিচিত ছিল। কেবলমাত্র পুরোপুরি দীক্ষিত হওয়ার পরই কেউ 'জ্ঞানী' পদমর্যাদা পেতো। দীক্ষা অনুষ্ঠানে 'অজ্ঞরা' ভেহমের একটি ট্রাইব্যুনালের সামনে নতজানু হয়ে সেবা প্রদানের শপথ গ্রহণ করত। অপরাধীদের বিরুদ্ধে ভেমের আদালতগুলো বিরাট উন্মুক্ত স্থানে অনুষ্ঠিত হতো এবং 'গোপন বিচারক'রা (এরা সাধারণ মানুষের মাঝেই ছদ্মবেশে বাস করত) আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন তৈরি করত এবং তাদেরকে সাদা লাঠি দিয়ে আঘাত করে সবার থেকে আলাদা করে ফেলত। এরপর যারা তাদের অপরাধ স্বীকার করত তাদেরকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দেশত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হতো। যদি কোনো সন্দেহভাজনকে তিনবার আঘাত করা হতো, তবে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেহটি পচে যাওয়ার জন্য ফেলে রাখা হতো। কিছু 'গোপন বিচারক' খানিকটা 'মানুষ' ছিল, যারা সন্দেহভাজন মানুষদেরকে সতর্ক করার চেষ্টা করার চেষ্টা করত। তবে তারা ধরা পড়ে গেলে একইভাবে তাদেরও শাস্তি দেয়া হতো।

আদালতগুলোকে তাদের নৃশংসতা সত্ত্বেও প্রথম দিকে সম্মান করা হতো। বেশিরভাগ লোক মেনে নিয়েছিল যে খারাপ সময়ের জন্য কঠোর বিচারই প্রয়োজন। তবে শেষ পর্যন্ত ভেম একটি ভীতিতে পরিণত হয় এবং তাদের সমর্থন হ্রাস পেতে শুরু করে। ফাঁসির দন্ডপ্রাপ্ত আসামিদের দীক্ষিত করে ভেমরা নিজেরাই তাদের দলটিকে ধ্বংস করে ফেলেছিল। তবে আদালতগুলো কখনই আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত হয়নি এবং ১৮ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত টিকে ছিল বলে দাবি করা হয়।

ইলুমিনাতি

বর্তমানে গুপ্তসংঘ ইলুমিনাতির অস্তিত্ব পাওয়া যায় ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিকদের উদ্ভট কল্পনার জগতে, যাদের কাজই হলো এইসব চরিত্র পরিবেশনের মাধ্যমে সমাজে একরকম ভীতি প্রবণতা জিইয়ে রাখা যে, আমরা আসলে একটা গুপ্তসংঘের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি, শুধু তাই নয়, আমরা বাহ্যিকভাবে যাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি, সেই তারাও আসলে এই গোষ্ঠীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এইসব সন্দেহই ষড়যন্ত্র তত্ত্ববিদদের মনে একটা ফ্যান্টাসি তৈরি করে।

'ক্ষমতার পিরামিড' তত্ত্বও এইসব তাত্ত্বিকদেরই আবিষ্কার যেখানে ইলুমিনাতিরা সর্ব ওপরে অবস্থান করে। দাবি করা হয়ে থাকে, পিরামিডের চূড়ায় গুপ্ত নিয়ন্ত্রকেরা অবস্থান করে 'কমিটি অব থ্রি হান্ড্রেড' রূপে।

বলা হয়, ফ্রিম্যাসন, স্কাল এন্ড বোন্স, ইয়েল এবং বোহেমিয়ান গ্রোভ এইসব প্রধান প্রধান গুপ্তসংঘগুলোর মধ্যে ইলুমিনাতি প্রভাব বিস্তার করেছে। তারা নিজেদের কার্যসিদ্ধির জন্য ১৮০০ সাল থেকে শুরু হওয়া সকল যুদ্ধ ও নানাবিধ গর্হিত কর্মকাণ্ডে ইন্ধন যোগাচ্ছে। এসব তত্ত্ব কোনো যৌক্তিক বোধ তৈরি করে না। কেনেডির চারপাশে বোহেমিয়ান গ্রোভাররা থাকতো, তাহলে কেনো ইলুমিনাতি তাকে হত্যা করতে চাইবে, যেমন কেউ কেউ অভিযোগ করেন? হিরোশিমা শহরে বোমা ফেলা হয় শুধু 'খ্রিষ্টান অধ্যুষিত' শহর হওয়ার কারণে নাকি সেখানে গোলাবারুদ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ছিলো বলে? যুদ্ধ ইতিহাসবেত্তারা এর প্রকৃত সত্য জানেন, কিন্তু এইসব ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিকেরা দাবি করে সেখানে ইলুমিনাতি নাকি খ্রিস্টান বিরোধী মিশনে ছিলো! 'শয়তান আসলে ইলুমিনাতির মাধ্যমে কাজ করে'—এটা কট্টর খ্রিষ্টীয়বাদী মতবাদ। এইসব ধারণা

আসলে স্থূল। 'ইলুমিনাতির পর্দা ফাঁস' টাইপ ওয়েবসাইটগুলোও এইসমস্ত মনগড়া অযৌক্তিক কথাবার্তা দিয়ে ভরপুর। ক্ষেত্রবিশেষ এটা খুবই দরকারি একটা ফ্যান্টাসি হিসেবে হাজির হয়, যার মাধ্যমে আধুনিক ধান্দাবাজরা মৌলবাদী খ্রিষ্টানদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে প্রোপাগান্ডা ছড়ায়। এই 'ফ্যান্টাসি'র পেছনে কি কোনো ঐতিহাসিক সত্য লুকিয়ে আছে?

১৭৭৬ সালে রথচাইল্ড পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় অ্যাডাম উইশোপ্ট ষোড়শ শতাব্দীর মুসলিম 'রোশনিয়া' গোষ্ঠীর মতো একটা পাশ্চাত্য ঢংয়ের 'আলোকিত' গুপ্তগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন। এই পরিষদে মারকিস ডি সেড ও বিখ্যাত 'হেলফায়ার ক্লাব' এর স্যার ফ্রান্সিস ড্যাশউডও যোগদান করেন। উইশোপ্ট দীক্ষাদানের তেরটি ক্রম প্রবর্তন করেন যার প্রথম নয়টির মধ্যে মূল ক্ষমতা ছিল। কথিত আছে তখন থেকেই ইলুমিনাতিরা ফ্রিম্যাসন ও অন্যান্য সংগঠনে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। এসবের পেছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিলো কীভাবে আন্তর্জাতিক বিষয়াদি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় এবং পৃথিবীতে একটা 'নতুন শাসন ব্যবস্থা' কায়েম করা যায়। একটা লক্ষণীয় বিষয় হলো, শুরু থেকেই এই গোষ্ঠী খ্রিস্টানদের তিনটি প্রধান 'শঙ্কা'কে সাথে নিয়ে তৈরি হয়েছে। সেগুলো হলো—মুসলিম সম্প্রদায়, ইহুদিদের টাকা, আর ড্যাশউড রূপী শয়তান ও তার শয়তানি সংঘ 'হেলফায়ার ক্লাব', যাদের মাধ্যমে ইলুমিনাতি একটি শক্তিশালী দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল।

উইশোপ্ট শিক্ষা দিতেন যে মানব ইতিহাসের প্রায় সবকিছুই পাঁচটি জিনিসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ইতিহাসের পাঁচটি পর্যায় আছে, যথা—বিশৃঙ্খলা, অনৈক্য, সংশয়, আমলাতন্ত্র, ও পরিণাম; যেখানে সমাজ আবারও বিশৃঙ্খলার দিকে ফিরে যায়। বলা হয়ে থাকে, তার অধীনস্ত ফ্রিম্যাসনদের দ্বারা তিনি ইউরোপের সব সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করবার চেষ্টা শুরু করেছিলেন। ইলুমিনাতির সমালোচকেরা দাবি করে যে ফরাসি বিপ্লব আসলে ছিল 'ইলুমিনাতিবাদ'র একটা এক্সপেরিমেন্ট, এবং যদি ঈশ্বর তখন হস্তক্ষেপ না করতেন তাহলে আজ পুরো ইউরোপেই একই রকম বিপ্লব হতো।

উইশোপ্টের এই নীলনকশা প্রায় সফলই হতে যাচ্ছিল কিন্তু তার

দূত—যে ইলুমিনাতির সাংকেতিক ভাষায় লেখা গুরুত্বপূর্ণ নথি বহন করছিল, যার মাধ্যমে ফ্রিম্যাসন ও ইউরোপের সরকারগুলোকে পরাজিত করা যেত, সেই দূত বজ্রপাতে মারা যায়। বলা হয়ে থাকে, ইলুমিনাতিকে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যেতে বলপ্রয়োগ করা হয়, কিন্তু তারা কখনোই একেবারে হারিয়ে যায়নি। তারা আবার ফ্রিম্যাসনদের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ফ্রিম্যাসনরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটা গতানুগতিক ফ্রিম্যাসন, আরেকটা ইলুমিনাতি ফ্রিম্যাসন, যেটা 'গ্র্যান্ড ওরিয়েন্ট লজেস' নামেও পরিচিত ছিল। কথিত আছে, তাদের এই প্রভাব প্রতিপত্তির মাধ্যমে তারা অভীষ্ট লক্ষ্য, যেমন—রাজতন্ত্রের পতন, ঈশ্বরে বিশ্বাস নষ্টকরণ, জাতিরাষ্ট্র ও দেশপ্রেমের বিলোপ, সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধ্বংস সাধন, এসব বাস্তবায়নের চেষ্টা করত।

আরো একটা দাবি করা হয়, যে তারা জনপরিসর থেকে নিজেদের গোপন করে রাখে। যুক্তি দেয়া হয় যে, আমেরিকার মুদ্রায় লিখিত 'নভুস অর্ডো সেকলোরাম' যার অর্থ হলো, 'নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা' এটা নাকি ইলুমিনাতির প্রভাবের প্রমাণ। এক মুহূর্ত ভাবলে এটাকেও 'অনর্থক' মনে হবে। 'নভুস' তো সতেজতা বা তারুণ্যকেও নির্দেশ করে। 'অর্ডো' শব্দটি বন্দোবস্ত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বাক্যটিকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়—'নব প্রাণের শুরু', অর্থাৎ আমেরিকা ঔপনিবেশিক ব্রিটিশদের শিকল ছিঁড়ে নিজেরা এক নব্য ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটিয়েছে, যেখানে সুদূর থেকে উড়ে আসা কোনো ভিনদেশী শক্তি নেই। একথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে, পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের গঠন ও স্বাধীনতার ঘোষণায় ফ্রিম্যাসনদের অবদান আছে, কিন্তু তার মানে কি এই যে, কিছু আত্মস্বীকৃত ইলুমিনাতি অপচ্ছায়ারাই আসলে সব কলকাঠি নেড়েছে?

এছাড়া আরো দাবি করা হয় যে, ইলুমিনাতিরা নাকি পেঁচা সদৃশ ভবন নির্মাণ করে নিজেদের অস্তিত্বের জানান দেয়। একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে তাদের তৈরি স্থাপত্যশিল্পে পেঁচার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কারণ ইলুমিনাতিরা প্রতীক হিসেবে একটা পেঁচা বা 'মোলেখ' এর উপাসনা করে থাকে (মোলেখ ছিলো প্রাচীন ক্যানান ও ফিনিশিয়া অঞ্চলের অগ্নিদেবতা)। আরো দাবি করা হয় যে ওয়াশিংটন ডিসি'র

রাস্তার এক অংশের নকশা নাকি পেঁচা সদৃশ। এইসব দাবিও সাধারণ বুদ্ধিতেই খণ্ডন করা যায়। যারা আসলে এভাবে দেখতে চায় শুধুমাত্র তারাই এমন আজগুবি আবিষ্কার করতে পারে। মানুষের মুখ চিহ্নিতকরণ ব্যাপারটা মস্তিষ্কে ছাপ দিয়ে গেঁথে দেওয়ার মতো। আমরা ছোটবেলা থেকে মুখ দেখে দেখে অভ্যস্ত তাই মস্তিষ্ক একে প্রোগ্রামের মতো সাজিয়ে রেখেছে। সেজন্য প্রায়ই বৃক্ষকাণ্ড, মেঘ বা শিলার গঠনে আমরা মুখাকৃতি দেখতে পাই। মানবমস্তিস্ক আসলে গঠন চিহ্নিত করার জন্যই তৈরি। এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ, মঙ্গল গ্রহে আপাত দৃশ্যমান মুখাকৃতি। আদতে কোনো মুখই সেখানে বিদ্যমান নেই। এটা আলোকচিত্র ও শিলার সাথে সূর্যরশ্মির খেলামাত্র। কিন্তু মানবমন নিজ থেকে সেই শূন্যতা পূরণ করে নিজের মতো কিছু একটা কল্পনা করে নেয়।

কার্ল স্যাগান তার বিখ্যাত বই 'দ্য ডেমন হনটেড ওয়ার্ল্ড' এ এগুলোকে 'তাৎপর্য খোঁজা নেশাগ্রস্ত লোক' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, যারা এমনকি অস্তিত্বহীন জিনিসেও অর্থের খোঁজ করে। ওয়াশিংটনের পেঁচার বিষয়টাও এই ক্যাটাগরিতে ফেলা যায়।

বলা হয়ে থাকে, যেসব গণমাধ্যম ও সরকার প্রতীক হিসেবে পিরামিড বা এ সদৃশ জিনিস ব্যাবহার করে তারা আসলে ইলুমিনাতির দ্বারা প্রভাবিত। যেসব ফ্যান্টাসি মুভি বা উপন্যাসে নাইট টেম্পলার, পেঁচা ইত্যাদি থাকে তা মূলত ইলুমিনাতির গোপন মেসেজ। হ্যারি পটারের গল্পগুলো এর আধুনিককালের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা। তাহলে কি জে কে রাউলিংকে এখন ইলুমিনাতির একজন সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা উচিত?

অভিযোগ আছে যে, ইলুমিনাতির কথিত সদস্য যেমন—রকফেলার, রথচাইল্ড, মরগান, রুজভেল্ট, ডলেস ও অন্যান্যরা বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, বিশ্বযুদ্ধ, রুশ বিপ্লব ইত্যাদির পেছনে কলকাঠি নেড়েছেন। বলা হয়, তারা মানুষের মাঝে বিভাজন তৈরি এবং ভয়ের সংস্কৃতি জারি রেখে নিজেদের কার্যসিদ্ধি করেছেন।

জন বার্চ সোসাইটি

জন বার্চ সোসাইটি হলো একটি আধা গোপন ফ্যানাটিক ডানপন্থী গোষ্ঠী যা কোল্ড ওয়ারের শীতল সময়ে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর জন বার্চ নামের একজন ক্যাপ্টেনের নামানুসারে এটির নামকরণ করা হয়েছিল, যিনি ১৯৪৫ সালে চীনা কমিউনিস্টদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। দলটি তাকে শীতল যুদ্ধের প্রথম আক্রান্ত ব্যক্তি এবং কমিউনিজমের বিরুদ্ধে প্রাণত্যাগকারী প্রথম আমেরিকান হিসেবে বিবেচনা করে। জন বার্চ সোসাইটির কার্যকলাপ এখন বন্ধ আছে কারণ এটি যে রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার পতন হয়ে গেছে। কিন্তু মার্ক্সবাদী চীন এখনো এর শ্যেনদৃষ্টিতে রয়েছে।

দ্য নাইটস অব মালটা

দলটি মূলত নাইটস হসপিটালার্স হিসেবে পরিচিত হলেও তারা *নাইটস অব হলি সেপালকার, নাইটস অব সেন্ট জন অব জেরুজালেম, নাইটস অব সাইপ্রাস, নাইটস অব রোডস* এবং *অবশেষে নাইটস অব মালটায়* পরিণত হয়েছিল। একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জেরুজালেমে হলি সেপালকারে যাওয়ার পথে খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীদের রক্ষার লক্ষ্যে তাদের জন্ম হয়েছিল। ইতালীয় শহর আমালফির বণিকরা জেরুজালেমে একটি বেনিডিক্টাইন গীর্জা এবং দুটি হাসপাতাল তৈরি করে দিয়েছিল। এর আশেপাশে দ্রুত একটি সামরিক দল গড়ে উঠেছিল। এর নাম এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল যে এটি পোপের স্বীকৃতি পেয়েছিল এবং খাজনা দেয়া থেকে ছাড় পেয়েছিল। অভিজাত ক্রুসেডার এবং রাজকুমারগণ পরবর্তীতে আরো অনেক কিছু উপহার দিয়েছিলেন। যার কারণে জায়গাটির আকার এবং সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

১১১৮ খ্রিস্টাব্দে গীর্জাটির প্রথম পরিচালক জেরার্ডের মৃত্যুর পর রেমন্ড ডিউপাই নামে একজন ফরাসি ভদ্রলোক তার উত্তরসুরির দায়িত্ব পান। তিনি এই দলটির উন্নয়ন করেছিলেন এবং এর একটি বৈশিষ্ট্য দাঁড় করিয়েছিলেন। দলটি আরবদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ল্যাটিন রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য নাইটদের অন্তর্ভুক্ত করেছিল, ধর্মীয় কাজের জন্য যাজকদের অন্তর্ভুক্ত করেছিল এবং দিনের কাজকর্ম করার জন্য সেবকদের অন্তর্ভুক্ত করেছিল। তারা সবাই দলের শপথ গ্রহণ করে বুকের বাম পাশে আট বিন্দুযুক্ত সাদা ক্রুশ ঝুলাতো এবং টুপিওয়ালা একটি কালো আলখেলা পরত। সার্বভৌম ক্ষমতা ছিল গ্র্যান্ড মাস্টারের হাতে। ইউরোপের আশেপাশে দলটির স্বার্থ রক্ষার জন্য কিছু নাইটকে নিয়োগ

করেছিলেন যারা 'প্রিসিপেক্টর' বা গুরু নামে পরিচিত ছিল।

দলটি অনেক দিক দিয়ে নাইটস টেম্পলারের মতো ছিল। পরবর্তীতে ১৩১২ সালে নাইটস টেম্পলারদের ওপর দমন পীড়ন চালানো হলে তাদের অনেক সম্পত্তি হসপিটালারের হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল। ১২৯১ সালে পবিত্র ভূমিতে আরবরা আক্রমণ করলে হসপিটালাররা তাদের সদর দফতর সাইপ্রাসের লিমাসোলে স্থানান্তরিত করে। ১৩১০ সালে তারা রোডস দ্বীপটি দখল করে সেখানে বসতি স্থাপন করে এবং নাইটস অব রোডস নামে পরিচিতি লাভ করে।

তারা সেখানে ১৫২৩ সাল পর্যন্ত অবস্থান করেছিল। এরপর তুর্কিদের দীর্ঘ অবরোধের ফলে তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এই ঘটনার পর তাদের ভাগ্য সেতারার পতন ঘটতে শুরু করে। টেম্পলারদের মতো এদেরকেও হিংসার চোখে দেখা হতো এবং দ্রুত বহু দেশে তারা অবাঞ্ছিত হয়ে পড়েছিল। তাদের প্রতি বেশিরভাগ বিদ্বেষ পোষণ করেছিল ইউরোপের সম্রাটগণ। এদের মধ্যে অষ্টম হেনরিও ছিলেন যিনি ১৫৩০ সালে ইংল্যান্ডে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। একই বছর তারা আরো একবার মালটায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। রোমান সম্রাট পঞ্চম চার্লস মালটাকে তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ১৭৯৮ সাল পর্যন্ত তারা সেখানে ছিল। এরপর নেপোলিয়ন আক্রমণ করলে গ্র্যান্ড মাস্টার ভন হোমপেস্ক আত্মসমর্পণ করে নির্বাসনে চলে গেলে নাইটরা সরে যেতে বাধ্য হয়। নাইটরা ইউরোপের দেশগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। আজ পর্যন্ত যে শাখাগুলো টিকে আছে তার সূচনা এভাবেই হয়েছিল।

বর্তমানে নাইটস অব মালটার সদস্য সংখ্যা প্রায় ১১,০০০। গরিব এবং অসুস্থদের জন্য তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রয়েছে। একই সাথে রয়েছে এর সমালোচকও, যারা প্রধানত বামপন্থী। অনেকে অভিযোগ করেন যে, ডানপন্থী ফ্যানাটিক গোষ্ঠীর সাথে এর যোগাযোগ রয়েছে। দলটি আশিটিরও বেশি দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে (যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র বাদে। সম্ভবত এই দুই দেশের প্রোটেস্ট্যান্ট ঐতিহ্যের কারণে বাদ পড়েছে)। এর নিয়ন্ত্রক সংস্থা, যা একটি সার্বভৌম কাউন্সিল, প্রতি পাঁচ বছর পর পর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি, সাধারণ নীতি

এবং এর সংবিধান সংশোধন সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে। এর সদস্য পদ কিছু নির্দিষ্ট লোকেরাই পায়। যাদের পূর্বসুরিদের সাথে দীর্ঘ বংশীয় পরম্পরা আছে তারাই কেবল এর সদস্য হতে পারে। সদস্য হওয়ার জন্য একটি পারিবারিক বংশ তালিকা উপস্থাপন করতে হয়। সংগঠনটি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে স্থায়ী পর্যবেক্ষকের মর্যাদা পেয়েছে।

নাইটস অফ মাল্টার 'সার্বভৌম সামরিক বাহিনী' নামে পরিচিত একটি শাখা রয়েছে, যাতে সিআইএর সাবেক পরিচালক উইলিয়াম ক্যাসি এবং ফ্যাসিবাদী স্বৈরশাসক জেনারেল ফ্রাঙ্কো দীক্ষিত ছিলেন। ১৯৮০ এর দশকে এটি নিকারাগুয়া এবং এল সালভাদোরের ডানপন্থী বিদ্রোহীদের সহায়তা করেছিল। দাবি করা হয় যে, সিআইএর প্রধান থাকাকালে জর্জ বুশ সিনিয়রও এই দলের একজন সদস্য ছিলেন।

নাইটস অব সেন্ট কলম্বা

দলটি ১৯১৯ সালের ৫ অক্টোবর গ্লাসগোতে প্রতিষ্ঠিত হয়। নাইটস অব সেন্ট কলম্বা তাদের সমতুল্য আমেরিকান দল নাইটস অব সেন্ট কলম্বাসকে অনুসরণ করে তৈরি হয়েছিল, যা ফাদার মাইকেল জে. ম্যাকজিভনি কর্তৃক ১৮৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম দেড় বছরে দলটির কোনো সংবিধান ছিল না এবং এর আনুষ্ঠানিক রীতিগুলোও যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তারপরও এটি কয়েক শতাধিক ক্যাথলিককে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। কেবল ধার্মিক ক্যাথলিকদের সদস্য পদ দেয়ার মাধ্যমে এর লক্ষ্য ছিল, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থানকে এগিয়ে নেয়া।

১৯২০ এর দশকে দলটি লিভারপুলে প্রথম অফিস স্থাপন করে এবং এর অল্প কিছুদিনের মধ্যে লন্ডনে পৌঁছে যায়। এই সময়ে এর সর্বাধিক দ্রুত প্রসার হচ্ছিল। একসাথে প্রায় ২০০ জনকেও কখনো দীক্ষিত করতে হতো। তবে ১৯৫০ এবং ১৯৬০ এর দশকে এই প্রসার ধীরগতির হয়ে যায়। শুরুতে দলটি গোপন ছিল এবং তিন পর্যায়ের দীক্ষা অনুষ্ঠান হতো। তবে ১৯৬৬ সালে দলটি একটি সরল রীতি গ্রহণ করে এবং এর গোপন উপাদানগুলো বাদ দেয়া হয়। বর্তমানে এর মাত্র দুটি স্তর রয়েছে—যোগদানের পর সদস্যতা এবং পরবর্তী প্রমোশনের পর নাইটহুড। বর্তমানে সারা দেশে ৩৪০টি স্বীকৃত কাউন্সিল এবং ৩২টি প্রদেশে এর প্রায় ৮,০০০ সদস্য রয়েছে। দলটির প্রধান অফিস গ্লাসগোতে।

দ্য নাইটস টেম্পলার

দ্বাদশ শতাব্দীর শুরুতে নয়জন ফরাসি নাইট পবিত্র ভূমিতে যাওয়ার পথে তীর্থযাত্রীদের সুরক্ষা দেয়ার জন্য আত্মোৎসর্গকারী একটি দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। জেরুজালেমে সলোমনস টেম্পলের জায়গায় যে গীর্জা ছিল তার প্রধান পাদ্রীর দেয়া একটি ভবনে তাদের অস্ত্র সংরক্ষণ করা হতো বলে তাদের *টেম্পলারস* বলা হতো। তারা একটি স্বতন্ত্র সাদা পোশাক পরিধান করত, পরবর্তীতে বাম কাঁধে একটি লাল ক্রুশ যুক্ত করা হয়েছিল। দুইশো বছরের কম সময়ে তারা ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে। ইউরোপের অনেক দেশে তাদের সম্পদ ছিল। প্রথম দিকে যোদ্ধা ও সাধক হিসেবে তাদের প্রশংসা থাকলেও শীঘ্রই তারা হিংসা ও লোভের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। পতনের সময়গুলোতে প্রতিষ্ঠিত চার্চ তাদের শক্তি ও সম্পদ নিয়ে প্রতি নানা ধরনের ভ্রান্ত অভিযোগ করেছিল।

দলটি গঠিত হওয়ার পরপরই জেরুজালেমের বল্ডউইন আরবদের আক্রমণের আশঙ্কায় বুঝতে পেরেছিলেন যে, টেম্পলাররা হতে পারে আদর্শ মিত্র। তাই তিনি হলি সি (চার্চের সার্বভৌম ক্ষমতা) দ্বারা তাদের স্বীকৃতির ব্যবস্থা করেছিলেন। ১১২৯ সালের ৩১ জানুয়ারি গ্র্যান্ড মাস্টার হিউ ডি পেইনস ট্রয়েসের কাউন্সিলে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং টেম্পলাররা যথাযথভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। পরবর্তী বছরে তিন শতাধিক নাইট অ্যাসাসিনদের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে দামেস্ক দখলের চেষ্টা করে। এই দুটি দলের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে প্রচুর বিতর্ক রয়েছে। তবে বাস্তবতা হলো, অস্বীকার করা হলেও সংগঠন দুটির মধ্যে মিল ছিল, যা তাদের মিত্র বানিয়েছিল। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই মৈত্রী টেম্পলারদের

জন্য পরবর্তীতে দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এমনকি ক্রুসেড চলাকালীন তাদের বিরুদ্ধে গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বের স্পষ্ট অভিযোগ ছিল। আরো অভিযোগ ছিল যে, তারা কেবল নিজেদের স্বার্থের জন্য লড়াই করছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ, তারা কেবল নিজেদের অর্থভাণ্ডার সমৃদ্ধ করছে, খ্রিস্টধর্মের সুরক্ষা তাদের অগ্রাধিকারের তালিকায় দুর্বলভাবে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তারা নিজেদের প্রচলিত আইনের ঊর্ধ্বে বলে মনে করত। ১১৫৫ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের পরাজয়ের পর মিশরের খলিফাকে হত্যা এবং সুলতান আব্বাসকে মিশর ছাড়তে বাধ্য করা হয়। পলায়মান সুলতান আব্বাসকে আক্রমণ করার মাধ্যমে দলটি সমালোচকদের আরো রসদ সরবরাহ করেছিল। টেম্পলাররা সুলতানের পুত্রকে ৬০,০০০ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছিল। সুলতানের ভাগ্যে কী ঘটেছিল তাও রহস্যই রয়ে গেছে।

এটা নিশ্চিত, যে সময় টেম্পলাররা মধ্যপ্রাচ্যে তাদের শক্তি বর্ধনে ব্যস্ত ছিল সে সময় তারা জিনোস্টিকস এবং ম্যানিকিসহ (মানির অনুসারী) কিছু রহস্যবাদী সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে এসেছিল এবং এদের থেকে তাদের গোপন জ্ঞানের অনেক কিছুই গ্রহণ করেছিল। এটিও পরবর্তীতে তাদের পতনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছিল। কারণ গোয়েন্দাদের অনুসন্ধানে 'গোপন জ্ঞান'কে শয়তানি জ্ঞান বা কাজ বলে বিবেচনা করা হয়েছিল। ১১৬২ সালে টেম্পলাররা 'ওমনে ডেটাম অপটিমাম' লাভ করেছিল যা ছিল পোপের একটি আদেশ। এর দ্বারা তাদের কাজের স্বীকৃতি দেয়া হয় যা তাদের শক্তিকে সুসংহত এবং তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করেছিল। তবে এটিও তাদের শত্রুদের হিংসার অনলে ঘি ঢালে।

১১৮৪ সালে রবার্ট অফ সেন্ট অ্যালব্যানস টেম্পলারদের ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং জেরুজালেমের বিরুদ্ধে সালাহউদ্দিনের সেনাবাহিনীর একটি অংশের নেতৃত্ব দেন। এই ঘটনা দলটির মধ্যে একটি গভীর অবিশ্বাসের জন্ম দেয়। টেম্পলারদের বিরুদ্ধে শত্রুদের পক্ষে চলে যাওয়ার অভিযোগ ছিল। এবং এ অভিযোগ ভিত্তিহীন ছিল না। সালাহউদ্দিন নিজেই বলেছিলেন যে, আটককৃত টেম্পলারদের হত্যা করা হবে। ১১৮৭ সালের ১ জুলাই হাত্তিনের যুদ্ধের পর সালাউদ্দিন

৩০,০০০ ক্রুসেডারকে বন্দী করেন, যাদের মধ্যে বেশ কিছু টেম্পলার ছিল। শুধু গ্র্যান্ড মাস্টার জেরার্ড ডি রাইডফোর্ট ছাড়া সবাইকে হত্যা করা হয়। এই যুদ্ধটি এই অঞ্চলে পশ্চিমা শক্তির পতন নিশ্চিত করেছিল। এরপরে যদিও কিছু টেম্পলার সেখানে ছিল, তবে তাদের শক্তি সীমিত হয়ে পড়েছিল। জেরুজালেমে পতনের পর তারা তাদের প্রধান কার্যালয় প্যারিসে নিয়ে গিয়েছিল, যা তাদের ইউরোপীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রীয় স্থান ছিল। প্যারিসে ফ্রান্সের রাজা *ফিলিপ দ্য ফেয়ার* টেম্পলারদের আশ্রয় দিলেও তিনি তাদের ধন সম্পদের দিকে দৃষ্টি দেন এবং তা লুণ্ঠনের সিদ্ধান্ত নেন। এর জন্য তিনি টেম্পলারদের আক্রমণও করেছিলেন। ১২০৮ সালে পোপ ইনোসেন্ট প্রকাশ্যে দলটির সমালোচনা করেছিলেন এবং এর চল্লিশ বছর পরে ইংল্যান্ডের তৃতীয় হেনরিও তাদের হুমকি দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের পতন ফিলিপ দ্য ফেয়ারের হাতেই হয়েছিল। তিনি এই গুজব শুনেছিলেন যে, টেম্পলাররা পবিত্র ভূমি ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে হতাশ হয়ে তাকে এবং সদ্য মনোনীত পোপ ক্লিমেন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করছে।

টেম্পলারদের সম্পর্কে আগে থেকেই তাদের ধর্ম বিরোধী আচরণের গুজব প্রচলিত ছিল। এগুলো আরো ছড়িয়ে পড়েছিল স্কুইন ডি ফ্লেক্সিয়ান নামক এক প্রাক্তন টেম্পলার দ্বারা, যাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হলে সে অভিযোগের একটি বিরাট তালিকা সামনে নিয়ে আসে। ১৩০৭ সালের সেপ্টেম্বরে ফিলিপ ফ্রান্সের সমস্ত আঞ্চলিক গভর্নরদের কাছে গোপন চিঠি পাঠিয়েছিলেন যেন পরের মাসে টেম্পলারদের ওপর একযোগে হামলা করা হয়। ঠিক এক মাস পরে প্রায় সকল টেম্পলারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পরবর্তীতে তাদের সবাইকে নির্যাতন করা হয় এবং তাদের ধ্বংসকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য তাদের কাছ থেকে জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হয়েছিল।

টেম্পলারদের ওপর আরোপিত কিছু অভিযোগ তাদের দীক্ষা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বানানো হয়েছিল, যেখানে নতুন সদস্যদের বলতে হতো, যীশু কোনো ত্রাণকর্তা নন, তিনি কেবল একজন ভণ্ড নবী ছিলেন। আরো বলা হয়েছিল যে, তারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছিল

এবং তারা ক্রুশের ওপর থুথু বা প্রস্রাব করত। আরো অভিযোগ ছিল, তারা বাফোমেট'র[২] পূজা করত এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমকামিতার চর্চা করত। টেম্পলাররা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছিল। কিন্তু তারপরও দলটিকে রক্ষার জন্য প্রতিরোধকারী চুয়ান্নজন নাইটকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

এর চার বছর পর, ১৩১৩ সালে পোপ একটি ডিক্রি জারি করেছিলেন যে দলটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। টেম্পলারদের শেষ গ্র্যান্ড মাস্টার জ্যাক ডি মোলেকে আজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি এবং তার নিকটতম সঙ্গী গাই অফ অ্যাভারেন তাদের নির্দোষিতার দাবি অব্যাহত রেখেছিলেন। তাদের প্রতি মানুষের সহানুভূতি বাড়তে পারে এই ভয়ে ফিলিপ দুজনকেই আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিলেন।

যদিও অনেক আধুনিক দল একই নাম ধারণ করে তাদের সাথে সংযোগের দাবি করে, কিন্তু আসল কথা হলো টেম্পলাররা অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এক অর্থে তারা বেঁচে আছে বিভিন্ন জায়গায় তাদের নামে প্রতিষ্ঠিত 'মন্দির'র মাধ্যমে। যেমন টেম্পল মিডস, টেম্পলকম্ব এবং টেম্পল গুইটিং।

তাদের দমন করার পরে কিছু নাইট স্কটল্যান্ডে চলে যায়। দাবি করা হয় যে, সেখানে তারা ফ্রিম্যাসনারির ভিত্তি স্থাপন করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত তারা স্টুয়ার্ট রাজবংশের সাথে যুক্ত হয়।

সন্দেহাতীতভাবে তারা মধ্যযুগের সর্বাধিক শক্তিশালী সামরিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠী ছিল এবং তাদের ব্যাপারে মানুষের ব্যাপক আগ্রহের অন্যতম কারণ ছিল এই দাবি যে, তাদের কাছে সুলাইমানের মন্দিরের গুপ্তধনের সন্ধান রয়েছে। যে গুপ্তধনের কথা বলা হয় এর যদি সত্যিই অস্তিত্ব থেকে থাকে তবে সেটা কী ছিল? অনুমান নির্ভর হলেও এর জনপ্রিয় একটি উত্তর হলো—এটি ছিল যীশুর বংশধারা সম্পর্কিত একটি দলিল।

---

২. আধামানব আধাজন্তু আকৃতির অপদেবতা। **-সম্পাদক**

কু ক্লাক্স ক্লান

এটি মূলত একটি গোপন, উগ্র এবং শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী সংগঠন যা ১৮৬৫ সালে পুলাস্কির টেনেসি শহরে কনফেডারেট আর্মির প্রবীণদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাক্তন দাসদের ভবিষ্যত নির্ধারণের ভার ফেডারেল সেনারা দক্ষিণের ওপর চাপিয়ে দিলে তার বিরোধিতার জন্যই এর মূল দলটি গঠন করা হয়েছিল। এটি প্রথমে একটি সামাজিক রীতিনীতির ক্লাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও এর প্রধান লক্ষ্য ছিল এই অঞ্চলের কৃষ্ণাঙ্গ জনগণকে আতঙ্কিত করা। হোয়াইট ক্যামেলিয়া নামে একটি দলের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে এটি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। সংগঠন দুটি হত্যা ও সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে দক্ষিণে শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করেছিল। ১৮৭১ সালের মধ্যে এটি এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর কর্মকাণ্ড এতটাই কুখ্যাত হয়েছিল যে কংগ্রেসে একটি আইন পাস করে তাদের নিষিদ্ধ করতে হয়েছিল। ১৮৮০ সালের মধ্যে আসল কেকেকে শক্তি হারিয়ে ফেলা একটি অকার্যকর সংগঠনে পরিণত হয়ে।

গ্র্যান্ড উইজার্ডের (নেতার উপাধি) অধীনে দলটি 'অদৃশ্য সাম্রাজ্য' হিসেবে অত্যন্ত সংগঠিতভাবে পরিচালিত হতো। প্রতিটি রাজ্যই *গ্র্যান্ড ড্রাগন* নামে পরিচিত নেতার অধীনে পরিচালিত হতো। এবং *গ্র্যান্ড টাইটান* দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো বেশ কয়েকটি কাউন্টি যেগুলো সম্মিলিতভাবে একটি 'ডমিনিয়ন' তৈরি করেছিল। প্রতিটি কাউন্টি নিজেই একটি প্রদেশের মর্যাদা পেতো যা একজন গ্র্যান্ড জায়ান্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। কাউন্টিগুলো 'ডেন্স' এ বিভক্ত ছিল এবং সেগুলো *গ্র্যান্ড সাইক্লোপ'র* অধীনে পরিচালিত হতো। প্রাইভেট সদস্যরা *গৌল* নামে পরিচিত ছিল আর ছোট কর্মচারীরা পরিচিত ছিল *নাইটহক্স, গবলিনস*

এবং *ফিউরি* নামে।

১৯১৫ সালে কেকেকে আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। এবার আটলান্টা, জর্জিয়া এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরের বছরগুলোতে সাউথে তারা ব্যাপক কার্যক্রম চালিয়েছিল। আগের মতোই এটি কেবল শ্বেতাঙ্গ অ্যাংলো স্যাক্সোন আমেরিকানদেরকে সদস্য পদ দিত। এটি অনেকগুলো নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রণ এবং সাউথের সাধারণ রাজনৈতিক কার্যক্রমকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দলটির সহিংস দৃষ্টিভঙ্গিই এর জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়।

দলটি আজও অত্যন্ত দুর্বলভাবে টিকে আছে। তবে এর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। এর বেশিরভাগ সদস্যই একই বর্ণবাদী এজেন্ডা অনুসরণকারী ডানপন্থী নব্য নাৎসি গ্রুপগুলোতে যোগ দিয়েছে।

মাফিয়া

বিশ্বের সর্বাধিক বিখ্যাত অপরাধী সংগঠন এটি, যা দ্য গডফাদার চলচ্চিত্র সিরিজ এবং টেলিভিশনে প্রচারিত দ্য সোপ্রানোস সিরিয়ালের কারণে খ্যাতি লাভ করেছিল। মাফিয়া সিসিলিতে একটি গোপন সংগঠন হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল এবং শীঘ্রই এর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ন্যাপলস শহরের 'ক্যামোরা'কে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এর সংবিধানের নাম হলো 'ওমের্তা', যাতে বলা হয়েছে যে কোনো মাফিয়া সদস্য আইন আদালতে প্রতিকার চাইতে পারবে না বা কারো কাছে প্রমাণ হাজির করতে পারবে না। এতে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, যখনই সম্ভব আইনকে অগ্রাহ্য করতে হবে। এর শক্তি নিহিত এর সাংগঠনিক শিথিলতার মধ্যেই। বাস্তবে এটি কঠোরভাবে পরিচালিত সংগঠনের চেয়ে একটি মতবাদ হিসেবে বেশি কাজ করে। এর কেন্দ্রস্থল, বিশেষত সিসিলিতে প্রাথমিক পর্যায়ে এই ধারণাটি ছিল যে, সরকারি সংস্থাগুলোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার থেকে জনগণের তাদের নিজস্ব বিষয়গুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ বেশি রয়েছে। আইন আদালতের চেয়ে ছায়া সংগঠনের প্রতি মাফিয়াদের শ্রদ্ধা বেশি রয়েছে। ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হওয়ায় এবং সুনির্দিষ্ট আকার না থাকায় মাফিয়াদের একই আইন আদালতের অধীনে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।

ব্ল্যাকমেইলের প্রাচীন পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রোটেকশন মানি আদায় করা হয় এবং যারা সতীর্থ সদস্যদের নিন্দা করে তাদের প্রতি আজীবন প্রতিশোধ স্পৃহা লালন করা হয়। ইতালির বাইরে মাফিয়ারা যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে শক্তিশালী, সেখানে এটি 'কোসা নোস্ট্রা' বা 'আমাদের জিনিস' নামে পরিচিত। বিশেষ করে এটি নিউইয়র্ক, লাস ভেগাস এবং শিকাগোতে সক্রিয়। নিউ অরলিন্সে

এটি ব্ল্যাক হ্যান্ড নামে পরিচিত ছিল। আমেরিকায় নিষেধাজ্ঞার যুগে মাফিয়াদের কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং কর্তৃপক্ষ অসতর্কভাবে তাদের শক্তির ভিত্তি এবং পরিচিতি তৈরি করে দিয়েছিল, যা তাদেরকে দেশের অভ্যন্তরে একটি শক্তিশালী সত্তা হিসেবে চিরতরে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়।

সোসাইটি অব মার্চেন্ট ভেঞ্চার্স

আটশত বছর ধরে ব্রিস্টলের ধনী ও শিক্ষিত অভিজাতরা মার্চেন্ট ভেঞ্চারের ছদ্মবেশে নগরীটির সকল কাজকর্ম করে যাচ্ছে। এটি একটি প্রচার বিমুখ সংঘ যা তার কার্যক্রম গোপন রাখতে চায়। এর সদর দফতর ব্রিস্টল ডাউনে অবস্থিত এবং বর্তমান 'গ্র্যান্ড মাস্টার' ডেনিস বার্ন। অতীতে এর সদস্যরা জাহাজ ব্যবসা এবং ক্রীতদাস ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করত, তবে সাম্প্রতিক সময়ে তাদের ব্যবসাগুলো বৈধ প্রকৃতির হয়ে উঠেছে। চ্যারিটেবল ট্রাস্টে তাদের একশো মিলিয়ন টাকা রয়েছে বলে রিপোর্ট আছে। এই অর্থ বেসরকারি স্কুল, প্রবীণদের যত্ন এবং অন্যান্য কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। অতীতে এই অর্থ শহরটির চারপাশে বৃদ্ধাশ্রম, সেতু এবং পরিচিত স্থানীয় ল্যান্ডমার্ক তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। এর সদস্য পদ কেবলমাত্র আমন্ত্রণের মাধ্যমে এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে যারা সাফল্য পেয়েছে তাদের জন্যই উন্মুক্ত। সাম্প্রতিক সময়ে মার্চেন্ট ভেঞ্চাররা প্রচার বিমুখতা থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। গোপনীয়তার অভিযোগ এবং দলের মধ্যে একটি আপাত অগণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকার কারণে তারা কিছুটা খোলামেলা হওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে।

অড ফেলো

এক সময়ের আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পন্ন একটি অর্ধ গোপন সংগঠন ওডফেলোদের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে যা ১৭৪৫ সাল থেকে শুরু হয়েছে। যদিও এর সদস্যরা দাবি করে যে, এর সূচনা হয়েছিল ৫৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইসরাইলিদের ব্যাবিলন থেকে নির্বাসনের সময়ে। এই নির্বাসিতদের অনেকেই নিরাপত্তার জন্য একত্রিত হয়েছিল এবং ৭০ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেমের পতনের পরও বেঁচে গিয়েছিল। ১০০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনে রোমান সৈন্যদলের দ্বারা অডফেলোদের একটি লজ স্থাপন করা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। দলটির নিজস্ব কিংবদন্তি থেকে জানা যায় যে, রোমানরা অডফেলোকে স্পেনে নিয়ে গিয়েছিল এবং সেখান থেকে তারা পর্তুগাল এবং ফ্রান্সে ছড়িয়ে পড়েছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীতে জিন ডি নিউভিল ব্রিটেনে দলটিকে পুনরায় প্রবর্তন করেছিলেন এবং তার পাঁচ ফরাসি নাইট সহকর্মীকে সাথে নিয়ে লন্ডন শহরে গ্র্যান্ড লজ অফ অনার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইংল্যান্ডে অডফেলো এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

এটি রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের ঝড়কে সফলভাবে মোকাবেলা করে আরো প্রসার লাভ করে। ১৮১৩ সালে ম্যানচেস্টারে স্বাধীন সংগঠন হিসেবে অডফেলো নতুন শক্তি খুঁজে পায়। এটি ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা 'ফ্রেন্ডলি সোসাইটি'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ অংশে পরিণত হয়েছে। যদিও এটি সকলের জন্য উন্মুক্ত একটি সংঘ, তবুও এটি ম্যাসোনিক উপাধি ব্যবহার করে, যেমন—গ্র্যান্ড মাস্টার।

ওপাস ডেই

'ওপাস ডেই' ল্যাটিন শব্দটির অর্থ 'ঈশ্বরের কাজ'। এটি একটি মৌলবাদী, কেউ কেউ বলে ফ্যাসিস্ট সংগঠন যা রোমান ক্যাথলিক মতবাদের মধ্যে কাজ করে। আনুষ্ঠানিকভাবে এটিকে ক্যাথলিক চার্চের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং ওপাস ডেই দাবি করে যে এর আলাদা কোনো পরিচয় নেই। তবে বাস্তবে এটি একটি স্বশাসিত সংস্থা বলে অনেকে মনে করেন। দলটি ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইউরোপ এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতে এর প্রায় ৮০,০০০ সদস্য রয়েছে। ক্যাথলিক প্রধান দেশগুলোতেই মূলত এর কার্যক্রম বেশি।

সম্প্রতি পোপ দ্বিতীয় জন পল সমালোচনাকারীদের আপত্তি সত্ত্বেও দলটির স্প্যানিশ প্রতিষ্ঠাতা জোসেমারিয়া এসক্রিভা ডি বালাগুয়ারকে ধর্মগুরু হিসেবে অনুমোদন দিয়েছেন। ডি বালাগুয়ারকে তার লেখার দ্বারা বিচার করলে দেখা যায়, তিনি আসলেই একজন ফ্যাসিবাদী ছিলেন। ক্যাথলিক বা ডানপন্থী নয় এমন সবকিছুর তিনি নিন্দা করেছেন এবং লিবারেল ও নারীদের প্রতি একটি বৈরি মনোভাব পোষণ করতেন। একজন ধুরন্ধর এবং সামাজিকভাবে উন্নাসিক ব্যক্তি হওয়ায় ফ্রান্সিসকো ফ্র্যাঙ্কোর একনায়কতন্ত্রের সাথে তার যোগাযোগ ছিল এবং বেশিরভাগ স্প্যানিশ পাদ্রীদের সাথে মিলে তিনি ১৯৩০ এর দশকে স্পেনীয় প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদীদের পক্ষ নিয়েছিলেন। রিপাবলিকান মিলিশিয়ারা হাজার হাজার পাদ্রীকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল। ডি বালাগুয়ারকে নিজের প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়েছিল। এই পটভূমিতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে বামপন্থার প্রতি বিদ্বেষ তার রাজনীতির জন্য একটি চালিকা শক্তি ছিল। হিটলারের প্রতিও তার প্রচণ্ড সহানুভূতি ছিল।

বহুল উদ্ধৃত তার বিখ্যাত যুক্তি হলো, নাৎসি একনায়কই খ্রিস্টাধর্মকে কমিউনিজম থেকে বাঁচাতে পারবেন। (কমিউনিজমকে ওপাস ডেইর নথিপত্রে কখনো সরাসরি উল্লেখ করা হয় না, তবে অনেক সাবেক অনুসারীদের মতে কমিউনিজম বিরোধিতা সংগঠনের সর্বত্রই রয়েছে)।

ওপাস ডেইকে প্রায়ই এক ধরনের ক্যাথলিক ফ্রিম্যাসনারি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সমালোচকরা এটিকে গোপনীয় এবং স্বার্থপর বলে অভিযুক্ত করেছেন। কিন্তু ডি বালাগুয়ার এক্ষেত্রে 'বিচক্ষণ' শব্দটি ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন। ফ্রিম্যাসনের অনেক ব্যাপারই রয়েছে ওপাস ডেই এর মধ্যে, তবে এর সদস্যপদ কেবলমাত্র আমন্ত্রণের মাধ্যমেই দেয়া হয়, আর এখানেই দুই দলের মধ্যে অমিল।

বিভিন্নভাবে ওপাস ডেই একটি কাল্টের মতো আচরণ করে। যারা এর সীমানা ছেড়ে পালিয়ে গেছে তারা দাবি করেছে যে, দলটি নতুনদের মগজ ধোলাই করে নিজ মতবাদে দীক্ষা দেয়।

দলটি গর্ভপাত এবং কৃত্রিম গর্ভনিরোধ পদ্ধতির বিরোধিতাসহ গোঁড়া রক্ষণশীল ক্যাথলিক মূল্যবোধের দৃঢ় সমর্থক। এটি রোমান ক্যাথলিক ধর্মের জন্য একটি অনন্য মর্যাদারও দাবি করে এবং বলে, এটিই একমাত্র সত্য গির্জা এবং অন্য সবকিছুই ভ্রান্ত ও প্রতারণা। পোপ দ্বিতীয় জন পলের সাথে এর সম্পর্ক নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়েছিল। পোপের অন্যতম প্রিয় ধর্মতাত্ত্বিক হান্স উরস ভন বালথাসার ওপাস ডেইকে 'চার্চের মৌলবাদী শক্তির কেন্দ্র' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ওদিকে ভ্যাটিকান প্রেসের মুখপাত্র জোয়াকুইন নাভরো ভলস ওপাস ডেইয়ের একজন সদস্য। তাই এখানে স্বার্থের দ্বন্দ্ব অনিবার্য।

এটা কি আসলেই ফ্যাসিবাদী দল? ফ্রাঙ্কোর সাথে ওপাস ডেইয়ের সম্পর্ক সর্বদা অস্পষ্ট ছিল। যদিও এই সরকারের কিছু সিনিয়র কর্মকর্তা ওপাস ডেইর সদস্য ছিলেন, তবুও এর একটি অংশ স্প্যানিশ স্বৈরশাসকের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং এর মাধ্যমে ফ্রাঙ্কো-পরবর্তী স্পেনের বর্ধমান গণতন্ত্রের পথ প্রস্তুত করতে সহায়তা করেছিল।

ওপাস ডেই'র সমালোচকরা 'দ্য ওয়ে' নামক ডি বালাগুয়ারের একটি ইশতেহার পেয়েছিলেন, যা ফ্যাসিবাদী মতাদর্শের উপাদানে ভর্তি

ছিল। এতে মৌলবাদ, অন্য ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা, দলের অগণতান্ত্রিক কাঠামো এবং অন্ধভাবে দলকে অনুসরণ করার অঙ্গীকারের কথা ছিল। 'সাপ্তাহিক আলাপ' (যেখানে আধ্যাত্মিক গুরুদের কাছে সদস্যদের আত্মার বিস্তারিত অবস্থা জানাতে হতো) এর মাধ্যমে সদস্যদের ওপর মনস্তাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অন্তর্নিহিত বিপদ রয়েছে। এছাড়া আক্রমণাত্মকভাবে ও সুকৌশলে তারা নতুন সদস্য সংগ্রহের চেষ্টা করে।

দলটির আসল লক্ষ্যগুলো প্রকাশ না করা, জনগণ থেকে নিজেদের গোপন রাখা, প্রধান এলিটদের সাথে সম্পর্ক জোরদার করা এবং একক নেতৃত্বকে ঘিরে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হওয়া এর কাল্ট বৈশিষ্ট্যকেই প্রকাশ করে। অধিকাংশ কাল্ট লিডারের মতো বালাগুয়ারও বলতেন যে, ঈশ্বরের চোখেও সব মানুষ সমান নয়। পাদ্রীরা নব দীক্ষিতদের চেয়ে ঈশ্বরের কাছে বেশি মূল্যবান। 'দ্য ওয়ে'তে তিনি শক্ত নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছেন এবং বলেছেন, কিছু মানুষ জন্মগতভাবেই উচ্চতর ও অভিজাত হয়, যার কাছে সব উত্তর থাকে। তাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা উচিত। এই উক্তি হিটলারের আর্য স্বপ্ন এবং সকল গুপ্তসংঘের পরিচিত ধারার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

অভিযোগ রয়েছে যে, ওপাস ডেইর সদস্যদের ডি বালাগুয়ারকে প্রায় ঈশ্বরের মতো ভক্তি করতে হয় এবং আজও এর সদস্যরা তাকে চিঠি লেখে, যদিও তিনি অনেক আগেই মারা গেছেন। তার বইতে অন্য কোন ধর্মের উল্লেখ নেই, ক্যাথলিক ধর্মের বাইরে বিবেচনা করার মতো কেউ নেই। দাবি করা হয় যে, তিনি ইংলিশ চার্চের প্রধান রানী এলিজাবেথকে 'ডাইনি' বলেছিলেন। তিনি প্রোটেস্ট্যান্টিজমের মতো খ্রিস্টধর্মের অন্যান্য শাখাকেও তুমুলভাবে ঘৃণা করতেন। অখ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তার মনোভাব এ থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি প্রায়ই মুসলিমদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের যুদ্ধের নামগুলোকে বিজয়ের রূপক অর্থ হিসেবে ব্যবহার করতেন।

রোমান ক্যাথলিক ধর্মের ওপর ওপাস ডেইর প্রভাবের অভিযোগগুলো অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করা কঠিন। এটি কতখানি ভূমিকা পালন করেছিল তার জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ হলো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি

সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলায় ব্যর্থতা। পোপের ডি বালাগুয়ারকে 'স্বর্গীয়' বলে ঘোষণার মাধ্যমে সমালোচনাটি আরো জোরদার হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে বহির্বিশ্বকে খুব খারাপ সংকেত দিয়েছে। অন্যান্য গোপন সংগঠনের মতো এই দলটিও গণমাধ্যমকে নিজেদের মতবাদ প্রচারের কাজে লাগানোর জন্য অভিযুক্ত। ১৯৭৯ সালে ওপাস ডেইর তৎকালীন প্রধান ভ্যাটিকানের জন্য কিছু পরিসংখ্যানগত নথি প্রণয়ন করেন, যা শীঘ্রই কোনো এক সুযোগ সন্ধানী লোক দ্বারা ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। তাতে প্রকাশিত হয়েছিল যে, এই দলটির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৭৯ জন, সংবাদপত্রে ৬০৪ জন, রেডিও এবং টেলিভিশন স্টেশনগুলোতে ৫২ জন, সংবাদ এবং বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলোতে ৩৮ জন এবং চলচ্চিত্র প্রযোজনা সংস্থাগুলোতে ১২ জন সদস্য রয়েছে। ওপাস ডেই সম্প্রতি তাদের 'এজেন্টদের' পাবলিক ইন্টারনেট চ্যাট রুমের মতো জায়গাগুলোতে অনুপ্রবেশ করিয়েছে। ওপাস ডেইর সদস্যরা ইউরোপীয় ইউনিয়ন, এফবিআই, সিআইএর মতো প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সরকারের মধ্যে প্রভাব সুরক্ষিত রাখার জন্য ডানপন্থী রাজনীতির সাথে জড়িত রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, দলটির খ্রিস্টীয় মৌলবাদী লক্ষ্য এমন একটি বিশ্ব তৈরি করা যেখানে সবাই ক্যাথলিক।

পীকক অ্যাঞ্জেল

দলটির এখন আর অস্তিত্ব নেই বলে জানা যায়। এটি ১৯১৩ সালে একজন সিরিয়ান কর্তৃক লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার নাম দীক্ষিত লোক ছাড়া কেউ জানতে পারত না। দলটি বিভিন্ন 'হালকা' বা গ্রুপে বিভক্ত ছিল, যার প্রত্যেকটিতে কমপক্ষে সাতজন করে সদস্য ছিল। সুফিবাদ এবং আরব সংখ্যাতত্ত্ববিদ্যা ছিল এর মূল উৎস। কুর্দিস্তানের ইয়াজিদিদের সাথেও এর সংযোগ ছিল। অনুসারীরা সাপ এবং ময়ূরের পূজা করত, যার উভয়ই শক্তির প্রতীক। এটি পুরুষ ও মহিলাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সহযোগিতা এবং আনন্দময় অভিজ্ঞতাগুলো পরস্পরের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়া।

দ্য অর্ডাইন্স

অর্ডাইন্স এমন একটি গুপ্তসংঘ যা সম্প্রতি ষড়যন্ত্র তত্ত্বের মাধ্যমে নজরে এসেছে। এটিকে 'গোবাল এলিট পিরামিড' এর শীর্ষে অবস্থিত অজ্ঞাত শক্তি হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। তাদের সম্পর্কে খুব কম তথ্য পাওয়া যায়। তবে গুজব রয়েছে যে তারা 'নির্বাচিত কিছু মানুষ' যারা ইলুমিনাতিকে তাদের কার্য সম্পাদনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। তাদের সদস্য সংখ্যা মাত্র তিনজন বলে মনে করা হয়, যাতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কখনো দোদুল্যমানতা না থাকে। তাদেরকে স্বর্ণের বল বা সূর্য গোলকের চিত্র দ্বারা উপস্থাপন করা হয়। একটি স্বর্ণের বলকে ভেনিসের শুল্ক ভবনের ওপরে এবং আরেকটি বলকে সেন্ট লরেন্সের গির্জার মিনারের ওপরে দেখা যায়, যে গির্জাটি কুখ্যাত হেল ফায়ার ক্লাবের স্যার ফ্রান্সিস ড্যাশউড পুনরুদ্ধার করেছিলেন। এই গোলক দিয়ে তিনজনকেই বোঝানো হয়।

ইলুমিনাতির অস্তিত্ব সত্যি বলে ধরে নিলে এটাই বোঝা যায় যে, এই তিনজনের হাতেই রয়েছে আসল ক্ষমতা, যার মাধ্যমে তারা ইলুমিনাতিদের নিয়ন্ত্রণ করে। স্বর্ণ গোলকের প্রতীকী ব্যবহার হেল ফায়ার ক্লাব, ফ্রিম্যাসনারি থেকে ইলুমিনাতি পর্যন্ত সবার সাথে অর্ডাইন্সের সরাসরি সংযোগ থাকার কথা বলে। ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিকরা প্রমাণ হিসেবে অনেক কোম্পানির লোগোর মধ্যে পিরামিডিয় আকৃতির উপস্থিতি নিয়ে কথা বলেন, যা ইলুমিনাতির প্রতীক। আবার কিছু ব্র্যান্ডের লোগোতে আবার এক চক্ষু বা অগ্নিশিখা দেখা যায়, যেমন—কলম্বিয়া পিকচারস এর লোগোতে নারীর হাতে ধরা মশাল। বলা হয়, এই মশালটি অর্ডাইন্সের প্রতিনিধিত্ব করে।

পি ২

১৯৮১ সালের ২৬ মে 'পি ২' বা 'প্রোপাগান্ডা ডিউ' নামে একটি অবৈধ ম্যাসোনিক গ্রুপের সদস্যদের ইতালিয় সরকারে অনুপ্রবেশের কেলেঙ্কারি প্রকাশিত হলে সরকারের পতন হয়েছিল। এই ঘটনার দুই মাসেরও কম সময়ের মধ্যে দেশটি এই গোপন সংগঠনকে নিষিদ্ধ করে।

পি ২ ছিল ইতালির গ্র্যান্ড ওরিয়েন্টের একটি বিচ্ছিন্ন ম্যাসনিক গ্রুপ, যা ১৮৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৮০ এর দশকে ইতালিয় সরকার এবং সিআইএ সমর্থিত গাডিও ক্যাম্পেইনের (গ্রুপটি সিরিজ বোমা হামলার জন্য দায়ী, যার দোষ বামপন্থীদের ঘাড়ে চাপানো হয়েছিল) মধ্যে যোগাযোগ তৈরি দেয়ার মাধ্যমে দলটি কুখ্যাতি অর্জন করে। ভ্যাটিকানের ব্যাংক অ্যামব্রিসিয়ানোর সাথে এর গভীর সংযোগ ছিল। 'ঈশ্বরের ব্যাংকার' হিসেবে পরিচিত কুখ্যাত রবার্তো ক্যালভিসহ ব্যাংকের পরিচালকগণ 'সলিডারিটি'র মতো ডানপন্থী মাফিয়া গোষ্ঠীর জন্য কোটি কোটি টাকা পাচারের সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৮২ সালে ক্যালভিকে ব্ল্যাকফ্রায়ার্স ব্রিজের নিচে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। এসময় তার পকেটে ছিল ইট ও কংক্রিট, যা ম্যাসনিক রীতির মৃত্যুর ইঙ্গিত দেয়।

সংগঠনটি চালাতেন লুসিও গেলি নামে এক ব্যক্তি, যিনি নানান সংগঠিত অপরাধের সাথে জড়িত ছিলেন। পূর্ব ফ্রন্টে এসএস'র[৩] হয়ে লড়াইয়ের আগে তিনি স্পেনে ফ্র্যাঙ্কোর ফ্যাসিস্ট বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধের পরে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি একজন 'গণতান্ত্রিক' এবং কট্টর কমিউনিস্টবিরোধী হয়ে ওঠেন। এর খুব অল্প সময় পরে সিআইএ গ্লাডিও অপারেশনে তাকে সহযোগিতা করতে শুরু করে।

গেলির গ্র্যান্ড মাস্টারশিপের সময়ে গুজব রটেছিল যে, পি ২ কর্মীরা

৩. সাতজ সাফেল—হিটলারের একটি প্যারামিলিটারি

পোপ প্রথম জন পলকে খুন করেছে। কারণ তিনি তাদের কার্যক্রম ফাঁস করে দেয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। ভ্যাটিকান পোপের মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ তদন্তের সমস্ত দাবি বারবার অগ্রাহ্য করেছে, ফলস্বরূপ এই কাজে দলটির সম্পৃক্ততার বিষয়ে কানাঘুষা চলতেই থাকে। পি ২ তার কুটকৌশলগুলো ব্যবসার জগৎ থেকে রাজনীতির ময়দান—সবখানে প্রয়োগ করে দুর্নীতির এই পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, ম্যাসোনিক গুরুদের জন্য গ্রুপটি বন্ধ করে দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। লুসিও গেলিকে তাৎক্ষণিকভাবে ফ্রিম্যাসনারি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। কারণ এটি আরো একবার কর্তৃপক্ষের তদন্তের মুখে পড়েছিল, যার থেকে বেরিয়ে আসার সাধ্য তাদের ছিল না।

আর্জেন্টিনা এবং ভেনিজুয়েলাসহ দক্ষিণ আমেরিকার বেশ কয়েকটি দেশে পি ২ এর শাখা ছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স এবং কিউবায় তাদের সহযোগী লোক ছিল। এটি ভ্যাটিকান এবং সিআইএর মধ্যে একটি সরাসরি যোগসূত্র গঠন করেছিল। কিন্তু গুজব রটেছিল যে দলটি ব্যাপকভাবে অপরাধী শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমেরিকান মাফিয়া এবং কেজিবি উভয়ই পি ২ এর গোপন নিয়ন্ত্রক বলে জনশ্রুতি শোনা যেত। কেউ কেউ প্রিউরি ডি সায়নকেও এর সাথে জড়িত থাকার কথা বলেছেন। মিনো পেকোরেলি নামক এক সাংবাদিক, যিনি পি ২ এর দলত্যাগী সদস্য, সিআইএর দিকে আঙুল তুলেছিলেন কিন্তু তাকে খুন করা হয়।

পুলিশ গেলির বাড়িতে অভিযান চালানোর পরে এই রহস্যটি আরো ঘনীভূত হয়েছিল। তার বাড়িতে প্রচুর নথিপত্র পাওয়া গিয়েছিল যার মধ্যে ওপাস ডেই এবং 'মিলিটারি অর্ডার অব টেম্পল অব জেরুজালেম'র (এরা নাইট টেম্পলারদের সরাসরি বংশধর হওয়ার দাবি করে, কিন্তু তাদের অস্তিত্ব কেবল ১৯ শতকের গোড়া থেকে পাওয়া যায়) মতো সংগঠনগুলোর কথা উল্লেখ ছিল। টেম্পল অব জেরুজালেম নামের আধুনিক দলটি মূল টেম্পলারদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না এবং অনেক ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী দলের সাথে মতাদর্শিক কারণে তাদের মাঝে রাজনৈতিক বিরোধ হয়। রোমান ক্যাথলিক চার্চ এবং ভ্যাটিকানের বর্তমান রূপের সাথে নাইটস টেম্পলারদের কি আসলেই কি কোনো মিত্রতা থাকতে পারে?

প্রিউরি ডি সায়ন

ইতিহাসে সায়ন নামে একটি দল ছিল এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তবে 'দ্য হলি ব্লাড এন্ড দ্য হলি গ্রেইল' এ উল্লেখিত বিখ্যাত প্রিউরি ডি সায়নের সাথে এর কোনো যোগসূত্র রয়েছে কিনা তা বিতর্কিত বিষয়। সায়ন নামে একটি দল ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল, অন্যদিকে প্রিউরি ডি সায়ন ১৯৫৬ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। সংগঠন দুটির কোনো যোগসূত্র থেকেও থাকলেও এর তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রিউরি ডি সায়ন এর প্রতিষ্ঠাতা পিয়েরে পান্টার্ড ডি সেইন্ট ক্লেয়ার। তিনি একজন ডানপন্থী ফ্যাসিস্ট ছিলেন। কিছু নথি অনুসারে তিনি দ্বিতীয় ডাগোবার্টের বংশধর এবং ফরাসি রাজবংশ মেরোভিনজিয়ানের উত্তরসুরী। এ কারণে দাবি করা হয় যে তিনি খ্রীস্টেরও বংশধর। গবেষকদের মনে যে বিষয়টি সন্দেহের উদ্রেক করে তা হলো পান্টার্ডের তৈরিকৃত প্রিউরি ডি সায়নের রেকর্ডগুলো মাত্র ১৯৫৬ সালের।

সায়ন সম্পর্কে কিংবদন্তি রয়েছে যে, ক্যালাব্রিয়ান সন্ন্যাসীদের একটি দল ১০৯০ সালে ওরভালের বেলজিয়ান অ্যাবে ত্যাগ করেছিল এবং গডফ্রই ডি বোইলোনকে রাজা দাউদ ও সুলাইমানের বংশধর হিসেবে বিশ্বাস করে জেরুজালেমের রাজা হিসেবে তাকে নির্বাচন করতে সহায়তা করেছিল (তিনি রাজা হতে অস্বীকার করেছিলেন)। গডফ্রই তাদের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তাদেরকে সায়ন পর্বতের ওপরে একটি গির্জা প্রদান করেন। দাবি করা হয় যে, সায়ন এবং নাইটস টেম্পলাররা একক নেতৃত্বে একই সংগঠনভুক্ত ছিল।

১১১৬ সালে পাওয়া নথি অনুযায়ী, ইউরোপে তাদের প্রথম অস্তিত্ব

পাওয়া যায় অরলিন্স শহরে। ফ্রান্সের অভিজাত পরিবারগুলোর সাথেও দলটির যোগসূত্র ছিল, যারা মেরোভিনজিয়ানদের সাথে সরাসরি রক্তের সম্পর্ক এবং ৫ম থেকে ৮ম শতাব্দীর মধ্যে এই দেশকে শাসন করার কথা দাবি করত।

সায়নের প্রথম স্বতন্ত্র গ্র্যান্ড মাস্টার ছিলেন জন ডি গিসোরস, যার সাথে টেম্পলার গ্র্যান্ড মাস্টার হিউ ডি পায়েনের সম্পর্ক ছিল। 'অর্ডার অফ সায়ন' নামটি দ্বাদশ থেকে ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের নথিতে পাওয়া যায়। এরপরে এটি বিংশ শতাব্দীতে 'প্রিউরি ডি সায়ন' নামে পিয়েরে পান্টার্ড ডি সেন্ট ক্লেয়ারের নেতৃত্বে পুনর্গঠিত হওয়া পর্যন্ত অদৃশ্য ছিল। পান্টার্ড দাবি করেছিলেন যে তিনি সেন্ট ক্লেয়ার পরিবারের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন।

'দ্য হলি ব্লাড এন্ড দ্য হলি গ্রেইল' বইটি মতে প্রিউরির আরো যেসব দলের সাথে সম্পর্ক ছিল তারা হলো রোজিক্রুশিয়ান, কম্পানি ডু সেন্ট স্যাক্রামেন্ট এবং ফ্রিম্যাসন। প্রিউরি ডি সায়নের প্রতি বিশ্বের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে 'দ্য হলি ব্লাড এন্ড দ্য হলি গ্রেইল' এবং 'দ্য ম্যাসনিক লিগ্যাসি' বইদ্বয়ের মাধ্যমে।

দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের রেনেসলে চাতাউ'র পাদ্রী বেরেঞ্জার সুনিয়েরের সাথে দলটির সম্পর্ক ছিল। তার গির্জাটি সংস্কারের সময় তিনি একটি পিলারের মধ্যে লুকানো কিছু নথি আবিষ্কার করেছিলেন। ধারণা করা হয়, তা একটি বিশাল ও রহস্যময় গুপ্তধনের সংকেত ছিল। শোনা যায়, তিনি প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হন এবং গির্জাটিকে তার নিজস্ব রুচিতে পুনঃনির্মাণ করেছিলেন। স্বল্প বেতনের পাদ্রী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তুলনামূলক বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন। অভিযোগ রয়েছে, গির্জার কর্তৃপক্ষ তাকে আবিষ্কৃত নথি থেকে প্রাপ্ত রহস্য গোপন রাখার বিনিময় স্বরূপ এই অর্থ প্রদান করেছিল। এই রহস্যের সমাধান চিত্রশিল্পীরা কয়েক শতাব্দী ধরে বিভিন্ন চিত্রকলায় দিতে চেয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছেন পাউসিন এবং লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। দাবি করা হয় যে, ভিঞ্চি একসময় প্রিউরি ডি সায়নের গ্র্যান্ড মাস্টার ছিলেন।

সংক্ষেপে গোপন কথাটি হলো এই যে—যীশু খ্রিস্ট সন্তানের পিতা

হয়েছিলেন এবং তার রক্তধারা মেরোভিনজিয়ানদের সাথে আন্তঃবিবাহ দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়েছিল। পিয়েরে পান্টার্ড ডি সেন্ট ক্লেয়ার দাবি করেছিলেন যে আধুনিক প্রিউরি ডি সায়ন সেই জ্ঞান এবং পবিত্র রক্তধারার রক্ষক। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল সমগ্র ইউরোপকে এমন এক রাজবংশের অধীনে একত্রিত করা, যারা হলি গ্রেইল বা খ্রিস্টের রক্তধারা বহন করছে। এখনো পর্যন্ত গবেষকরা আধুনিক প্রিউরি ডি সায়নের দাবির সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত নন। উপরন্তু প্যারিসে পাওয়া ১৯৫৬ সালের নথি এখন নকল বলে বিবেচিত হওয়ায় এটিকে একটি ভুয়া সংগঠন বলে মনে হয়।

রোজিক্রুশিয়ান

১৬১৪ সালে একটি জার্মান পুস্তিকার মাধ্যমে অস্তিত্বের ঘোষণার পরই এই গোপন গোষ্ঠীটিকে ঘিরে রহস্য তৈরি হয়। তাদের দাবি, অস্তিত্ব ঘোষণার প্রায় একশো বছরেরও বেশি সময় আগে থেকে তারা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। ১৪৫৯ সালে জনৈক ক্রিশ্চিয়ান রোজেনক্রুজ এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যদিও এই নামে কোনো ব্যক্তি কখনও ছিল বলে প্রমাণ নেই। তাকে একজন ব্যক্তির চেয়ে বেশি পৌরাণিক বা রূপক চরিত্র মনে হয়। তবুও ১৬১৪ সালে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল যার মাধ্যমে রোজিক্রুশিয়ানিজম একটি সম্মিলিত চেতনার রূপ লাভ করেছিল।

ম্যানিফেস্টো অনুসারে ক্রিশ্চিয়ান রোজেনক্রুজ ছিলেন একজন জার্মান ভদ্রলোক যাকে ১৩৭৮ সালে ল্যাটিন এবং গ্রিক ভাষা শেখার জন্য একটি আশ্রমে পাঠানো হয়েছিল। এক সন্ন্যাসী তাকে সাইপ্রাসে নিয়ে গিয়েছিলেন, যিনি রোজেনক্রুজকে একা ফেলে অল্পদিনের মধ্যে মারা যান। কথিত আছে, তিনি এরপর আরবে (তৎকালীন খ্রিস্টানদের জন্য যা ছিল সন্দেহজনক স্থান) ভ্রমণ করেছিলেন এবং *দামকার* নামক বিশেষ এক স্থানে গিয়েছিলেন। তবে বাস্তবে এমন কোনো জায়গার খোঁজ পাওয়া যায়নি। এরপরে তিনি ফেজ এবং মিশরে অধ্যয়ন করেন এবং অবশেষে সেখান থেকে অর্জিত জ্ঞান ইউরোপে নিয়ে আসেন।

আরো অনেক বইপত্র পাওয়া গেছে যা এই দলের রচনা বলে দাবি করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে 'ভ্রাতৃত্বের স্বীকারোক্তি', 'সভ্য ইউরোপের প্রতি আহ্বান', 'ক্রিশ্চিয়ান রোজেনক্রুজের বিয়ের রসায়ন', 'কষ্টিপাথরের পাথরের সঠিক ও নিখুঁত প্রস্তুতি', 'গোল্ডেন ও রোজি ক্রসের ভ্রাতৃত্বের গোপনীয়তা' এবং 'ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের রোজিক্রুশিয়ানিজমের

গোপন প্রতীক'।

এই সকল নথি সঠিক ছিল কিনা তা একটি বিতর্কের বিষয়। কারণ ম্যানিফেস্টো প্রকাশের পর রোজিক্রুশিয়ানরা অনেক নকল নথি তৈরি করেছিল যার সবগুলোকেই আসল বলে দাবি করা হয়।

এই ডকুমেন্টগুলোতে বলা হয়েছে যে, রোজিক্রুশিয়ানরা অনেক গুপ্তবিদ্যায় দক্ষ ছিল। যেমন, যেকোনো ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করা, অশরীরী আত্মার ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং যাদুবিদ্যায় পারদর্শিতা। তারা খাদ্য ও পানি ছাড়াই বাঁচতে পারত এবং নিজেদেরকে অদৃশ্য করতে পারত বলেও দাবি করা হয়। অনেকেই বলে যে, 'রোজিক্রুশিয়ান' শব্দটি রোজি ক্রস বা তাদের কথিত প্রতিষ্ঠাতার উপনাম থেকে আসেনি, বরং 'রস ক্রুক্স' বা 'শিশিরের ক্রস' থেকে এসেছে। শিশির সোনার সর্বাধিক শক্তিশালী দ্রাবক হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিল। আলকেমিতে ক্রুশকে আলোর প্রতীক হিসেবে ধরা হতো। কারণ, ক্রুশের মধ্যে ল্যাটিনের তিনটি অক্ষর রয়েছে- LVX, যা 'লাক্স' তথা আলোকে বোঝায়।

আলকেমির দুর্বোধ্য ও বিভ্রান্তিকর ভাষায় 'লাক্স' হলো রেড ড্রাগনের (আলো) দ্রাবক। এই আলো যখন শিশিরের মধ্যে সঠিকভাবে জারিত হয় তখন তা সোনায় পরিণত হয়। রোজিক্রুশিয়ানরা তাই 'কষ্টিপাথর' খুঁজতে আলোকে জারিত করার জন্য শিশির ব্যবহার করত। কিংবদন্তি অনুযায়ী 'ফিলোসফার'স স্টোন' বা কষ্টিপাথর হলো একটি অলৌকিক প্রস্তর খণ্ড যা সমস্ত মৌলিক ধাতুগুলোকে সোনায় রূপান্তরিত করতে পারে।

এই দলের লক্ষ্য ছিল তৎকালীন কলা ও বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করা, বিশেষত আলকেমি (সর্বাধিক বিখ্যাত রোজিক্রুশিয়ান সাধনা) এবং চিকিৎসা। রোজিক্রুশিয়ানরা সকল 'বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের' তাদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, কীভাবে তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে কোনো সংকেত দেয়নি। এ কারণে অনেক সমালোচক অভিযোগ করে, দলটি বোকা লোকদের টার্গেট করে কেবল ছলচাতুরি ও ধাপ্পাবাজি করত। একই সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকাশনা সংস্থাগুলো রোজিক্রুশিয়ান চিন্তাধারার বিরুদ্ধে

অবস্থান নিয়ে পুস্তক প্রকাশ শুরু করলে জার্মানিতে বিরাট বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। গোপন দলটির পক্ষে যারা দাঁড়িয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন জার্মানির মাইকেল মাইয়ার এবং ইংল্যান্ডের রবার্ট ফ্লুড, টমাস ভন এবং জন হাইডন। এর বিরুদ্ধে ছিলেন জোহান ভ্যালেন্টিন আন্দ্রেই এবং অ্যান্ড্রু লিবাভিয়াস। যদিও কেউই নিশ্চিত ছিলেন না যে রোজিক্রুশিয়ান নামে সত্যিই কোনো সংগঠন ছিল কিনা। মূল ইশতেহারের লেখক হিসেবে আন্দ্রেয়া নামের একটি চরিত্রকে দায়ী করা হয়েছিল। তিনি 'ক্রিশ্চিয়ান রোজেনক্রুজের বিয়ের রসায়ন' বইটি লিখেছিলেন, তবে অন্যগুলোর মূল লেখক কে এই প্রশ্নটির উত্তর এখন অবধি পাওয়া যায়নি এবং কোনো ঐক্যমত্যেও পৌঁছানো যায়নি। যতটুকু জানা যায় তা হলো, একজন লুথারিয়ান হিসেবে তিনি এই রচনাগুলোর মাধ্যমে তার প্রোটেস্টান্টিজমের প্রসার করেছিলেন। তবে এরপরই রোমান ক্যাথলিকরা রোজিক্রুশিয়ান বিরুদ্ধে বিতর্কে জড়ালে আন্দ্রেয়া প্রতিবাদস্বরূপ দুটি দল গঠন করেন 'ফ্রেটারনিটাস ক্রিস্টি' এবং 'ব্লু ক্রস' নামে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, মার্টিন লুথার কিং-এর ট্রেড মার্ক ছিল একটি গোলাপ এবং একটি ক্রস। তাহলে কি এটিই রোজিনক্রুশিয়ানিজমের আসল উৎস?

সেই সময়ে অন্যান্য রহস্যবাদী সম্প্রদায়েও গোলাপ এবং ক্রুশ গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করেছিল। যেমন সুফীদের একটি তরিকা ছিল 'গোলাপের পথ'। আরবিতে গোলাপের চিত্র দ্বারা তরিকতের পথকে চিহ্নিত করা হয়। এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, রোজিক্রুশিয়ানরা তৎকালীন সক্রিয় সকল আধ্যাত্মিক গ্রুপ থেকে প্রাপ্ত ধারণাগুলোকে জড়ো করে নিজেদের আদর্শ ঠিক করেছিল।

১৭শ শতকের গোড়ার দিকে লন্ডনে একটি রোজিক্রুশিয়ান গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যারা ইলিয়াস আশমোলেকে (অক্সফোর্ডের আশমোলিয়ান জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা) এর সদস্য বানিয়েছিল। তবে এই দলটি কেবল বই এবং প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ে আগ্রহী বলে নিজেদের দাবি করেছিল। বিপ্লবের সময় মতবাদটি ফ্রান্সে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ১৯ শতকের শুরুতে এটি ইংল্যান্ডে আবার ঘাঁটি গাড়ে। রবার্ট ওয়েন্টওর্থ ১৮৫৭ সালে রচিত তার 'সোসাইটাস রোজিক্রুশিয়ানা ইন অ্যাংলিয়া'

নামক বইতে দলটিকে ফ্রিম্যাসনারির একটি শাখা বলে মত দিয়েছেন। পরবর্তীতে ফ্রান্সে ক্লোড ডিবুসিকে তার সহকর্মী এরিক স্যাটি দলটির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এবং এতে জিন কোকটাও এবং পাবলো পিকাসোর মতো শিল্পীরাও জড়িত ছিলেন।

যদি কখনো বাস্তবে থেকেও থাকে, এখন আর দলটির কোনো কার্যক্রম নেই। শূন্যস্থান পূরণের জন্য বেশ কয়েকটি সংগঠন একই নাম গ্রহণ করে কাজ করে যাচ্ছে। সর্বাধিক বিখ্যাত দলটি হলো AMORC (Ancient Mystical Order Rosae Crucis) যা যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে পরিচিতি লাভ করা গ্রুপ। সত্য কথা হলো, ক্রিশ্চিয়ান রোজেনক্রুজ এবং অতীতের রোজিক্রুশিয়ানদের সাথে এর খুব কম সম্পর্ক রয়েছে।

রয়্যাল অ্যানটেডিলুভিয়ান অর্ডার অব বাফেলোস (ROAB)

যদিও এটি সেই অর্থে গুপ্তসংঘ না, তবে দলটির বেশিরভাগ কর্মকাণ্ড ম্যাসোনিক পদ্ধতির সাথে মিলে যায়। এটি ফ্রিম্যাসনদের রীতিনীতি ও অনুষ্ঠানের অনেক জিনিস গ্রহণ করেছে। দলটির প্রথম লজ স্থাপনের সালটি ১৮২২। লজটি লন্ডনের গ্রেট রাসেল স্ট্রিটের হার্প ট্যাভার্নে স্থাপিত হয়েছিল। এটি ড্রুরি লেন থিয়েটারের কাছেই ছিল এবং থিয়েটার পরিচালক ও প্রযুক্তিগত কর্মীদের দ্বারা তৈরি হয়েছিল।

থিয়েটারের সমালোচক পায়ার্স ইগান দাবি করেছেন যে, ভবঘুরে হিসেবে পরিচিত জোসেফ লিসলে এবং উইলিয়াম সিনেট নামে পরিচিত এক ব্যক্তি এই দুজন বাফেলোর প্রসারের জন্য দায়ী ছিলেন।

নামের মধ্যে 'অ্যান্টেডিলুভিয়ান' ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছিল দুটি। দরিদ্র ও অসহায় লোকদের সাহায্য করার জন্যই তাদের জন্ম এবং এটা অনেক পুরনো দল—তা বুঝিয়ে মানুষকে ইমপ্রেস করা। 'বাফেলো' শব্দটি নেয়া হয়েছে একটি গীতিকবিতা থেকে-We'll Chase the Buffalo... যা মূল সভায় সদস্যরা গেয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে পায়ার্স ইগান তার বই 'টম অ্যান্ড জেরি'তে প্রচার করেছিলেন।

'রয়্যাল' শব্দটির নিজস্ব ইতিহাস রয়েছে। ১৭৯৯ সালের বিদ্রোহ ও দাঙ্গা বিরোধী আইন সমস্ত গুপ্তসংঘ ও দলের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। ম্যাসনদের মতো ROAB কেও কর্তৃপক্ষের সরাসরি তদন্তের আওতায় আনা হয়েছিল। দলটি কোনোভাবেই সরকারের জন্য হুমকি নয় এটা বোঝানোর জন্য তারা তাদের নামে 'লয়্যাল' শব্দটি যুক্ত করেছিল

এবং বহু বছরের জন্য 'রয়্যাল' শব্দটিকে বাদ দিয়েছিল। বাফেলোদের জন্য কোনো রাজকীয় সনদ কখনো মঞ্জুর করা হয়নি। তবে ১৯০০ সালের গোড়ার দিকে রয়্যাল ওয়ারেন্ট আইনের[৪] পরে অনুমোদন দেয়া হয়েছিল যে বাফেলোরা শব্দটির ব্যবহার চালিয়ে যেতে পারে।

প্রথম লজটি মাদার লজ হিসেবে পরিচিত ছিল যা থেকে সমস্ত পরামর্শ এবং বিধিমালা প্রবর্তন করা হতো। শীঘ্রই ডিস্ট্রিক্ট গ্র্যান্ড লজেস এবং প্রোভিনশিয়াল গ্র্যান্ড লজেস স্থাপন করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে ১৮৬৬ সালে সকল নিয়মকানুন নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি গ্র্যান্ড প্রিমো লজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মাইনর লজেস, প্রোভিনশিয়াল গ্র্যান্ড লজেস এবং গ্র্যান্ড লজেস এই তিন স্তরযুক্ত সিস্টেমের মাধ্যমে বর্তমানে দলটি ম্যাসোনিক পদ্ধতির আঙ্গিকে গঠিত হয়েছে।

দলটির চারটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায় 'ক্যাঙ্গারু' নামে, দ্বিতীয় পর্যায় 'সার্টিফাইড প্রিমো' নামে, তৃতীয় পর্যায় 'নাইট অর্ডার অফ মেরিট' নামে এবং চতুর্থ পর্যায় 'রোল অফ অনার' নামে পরিচিত। প্রথম দিকে অনেক ম্যাসন এর সদস্য হয়েছিল এবং তাদের প্রভাব এখনো ROAB এর ব্যবহৃত রীতিনীতি ও অনুষ্ঠানগুলোতে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে অনেক ফ্রিম্যাসন এখনো বাফেলোতে যোগ দিচ্ছে।

৪. যে রায়ে বলা হয়েছিল, কোনো সংগঠন নামের মধ্যে 'রয়্যাল' শব্দটি ব্যবহার করতে চাইলে অনুমতি নিতে হবে।

শ্রাইনারস

৪২৬ সিক্সথ অ্যাভিনিউয়ের একটি রেস্তোরা নিকার-ব্রোকার কটেজের দ্বিতীয় তলার একটি বিশেষ টেবিলে একদল মানুষ নিয়মিত দেখা করতেন। তারা সবাই ম্যাসন ছিলেন, তবে প্রায়ই একটি নতুন দলের ধারণা নিয়ে আলোচনা করতেন বিশেষ আচারের পরিবর্তে যার কার্যক্রম হবে মজা এবং বন্ধুত্ব। তাদের মধ্যে দুজন নিয়মিত লোক, ওয়াল্টার এম ফ্লেমিং এবং অভিনেতা উইলিয়াম জে ফ্লোরেন্স এই ভাবনাটি কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

কিছু সময় পরে মার্সিলিসে থাকাকালীন ফ্লোরেন্সকে আরব কূটনীতিকের দেয়া একটি পার্টিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, যেখানে তিনি মিউজিক্যাল কমেডি শো দেখেছিলেন। শো শেষে অতিথিদের একটি গোপন সমাজে দীক্ষিত করা হয়। ফ্লোরেন্স বুঝতে পেরেছিলেন, তাদের প্রস্তাবিত নতুন দলের ভিত্তি এটাই হওয়া উচিত। নিউইয়র্কে ফিরে তিনি ড. ফ্লেমিংকে কথাটা বলেছিলেন। ফ্লেমিং আইডিয়াটা গ্রহণ করেন এবং দলের নাম দেন Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine (A.A.O.N.M.S.)। আদ্যক্ষরগুলো দিয়ে 'A MASON' শব্দটি বানানো যায় যা কোনোক্রমেই কাকতালীয় ঘটনা নয়।

ফ্লেমিং এতে আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে আসেন, প্রতীক এবং আনুষ্ঠানিক পোশাক ডিজাইন করেন। একটি অভিবাদন তৈরি করেছিলেন, যা ছিল 'আসসালামু আলাইকুম'! ঠিক করেছিলেন, সদস্যদের কালো সুতার খোঁপা দিয়ে তৈরি একটি লাল ফেজটুপি পরতে হবে। এর সবচেয়ে মূল্যবান অলঙ্কার হবে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের নখর থেকে তৈরি একটি অর্ধচন্দ্র।

১৮৭২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্ক সিটির ম্যাসোনিক হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম তীর্থ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ড. ফ্লেমিং প্রস্তাব করেছিলেন যে এটির নাম তিনি *মক্কা* রাখবেন। *নিকার-বোকার* কটেজের মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেয়া সেই ১৩ জন ম্যাসনসকে দলটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। ১৮৭৮ সালের মধ্যে নিউ ইয়র্ক, ওহিও, ভার্মন্ট, পেনসিলভানিয়া, কানেক্টিকাট, আইওয়া, মিশিগান এবং ম্যাসাচুসেটসে ১৩ টি মন্দির স্থাপিত হয়েছিল এবং মোট ৪২৫ জন শ্রাইনারস ছিল। ১৮৮০ এর দশকে শ্রাইনাররা শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে এবং ১৮৮৮ সালের টরেন্টোর বার্ষিক অধিবেশনে ৭,২১০ জন সদস্য এবং পুরো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা জুড়ে ৪৮ টি মন্দির ছিল।

শ্রাইনাররা বাহ্যিক জাঁকজমকের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। প্রায়ই তাদেরকে ছোট গাড়িতে বা মাথায় ফেজটুপি পরা অবস্থায় প্যারেডে ঘোড়ার পিঠে দেখা যেত। দাতব্য কাজ এবং তাদের নিজস্ব শ্রাইনার হাসপাতালগুলোর জন্য তারা প্রচুর পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করেছিল। তারা মূলত উত্তর আমেরিকায় বেশি বাস করে। ম্যাসোনিক ঐতিহ্য অনুসরণ করলেও ফ্রিম্যাসনদের চেয়ে তাদের বাহ্যিক উপস্থিতি বেশি দেখা যায়।

স্কাল এন্ড বোন্স

স্কাল অ্যান্ড বোনস ১৮৩২ সালে কানেকটিকাটের নিউ হেভেনের ইয়েলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি ছিল সেখানকার সাতটি গোপন সংস্থার মধ্যে প্রাচীনতম এবং প্রভাবশালী। কেবলমাত্র 'স্কোল এন্ড কী' তাদের সমকক্ষ হওয়ার দাবি করতে পারত। ১৮৫৬ সালে এটি 'রাসেল ট্রাস্ট অ্যাসোসিয়েশন'র মতো অপেক্ষাকৃত কম নাটকীয় নামে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছিল। দলটি ইয়েলের অন্যান্য দলের মতো যুবক যুবতীদের সরকারি, আইন, গোয়েন্দা বিভাগ এবং ব্যাংকিং সেক্টরে ক্যারিয়ার গঠনের জন্য ১৭০ বছর ধরে কাজ করে আসছে। এটি সেই অ্যাংলো-স্যাক্সন মূল্যবোধগুলোর একটি যা অনেকের মতে মার্কিন সরকারের 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' এবং 'আমেরিকান সেঞ্চুরি' ধারণার কেন্দ্রবিন্দু। আমেরিকান অভিজাতদের মধ্যে অসংখ্য স্কাল এন্ড বোন্স এর সদস্য রয়েছে। দাবি করা হয় যে, তাদের লক্ষ্য শত্রু-মিত্র সবাইকে একে অপরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরির মাধ্যমে বিশ্বমঞ্চে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি বাড়ানো এবং নিজেদের আসল উদ্দেশ্য গোপন রেখে বিশ্বকে বিভ্রান্তিমূলক বার্তা প্রেরণ করা। হার্ভার্ড এবং প্রিন্সটনের মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতও একই রকম গোপন সংস্থা রয়েছে, তবে সেগুলোর প্রভাব তাদের ইয়েল প্রতিদ্বন্দ্বীদের কুখ্যাত কার্যকলাপের তুলনায় নিতান্তই খেলো।

দলটির প্রতীকে মাথার খুলি এবং যুক্তহাড়ের নিচে ৩২২ সংখ্যাটি রয়েছে, যা এর প্রতিষ্ঠার বছরকে বোঝায়। সব সময়ই স্কাল এন্ড বোন্স এর সদস্য সংখ্যা ৬০০ এর আশেপাশে থাকে এবং প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্কাল অ্যান্ড বোন্স মাত্র ২,৫০০ এর মতো সদস্য অন্তর্ভুক্ত করেছে। এর উৎস

সম্পর্কে বিভিন্ন গল্প প্রচলিত রয়েছে, এগুলো সদস্যরাই ইচ্ছাকৃতভাবে বানিয়েছে। প্রথম সংস্করণে এটি ব্রিটিশ বা স্কটিশ ফ্রিম্যাসনারির একটি শাখা ছিল—মাথার খুলি এবং যুক্ত হাড় যাদের একটি সাধারণ প্রতীক। দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পর্কে বলা হয়, এটি উনিশ শতকের গোড়ার দিকে জার্মানিতে প্রসারিত ডানপন্থী গোপন সংস্থাগুলোর একটি। এবং তৃতীয় সংস্করণ সম্পর্কে দাবি হলো, এটি সম্পূর্ণ আমেরিকান উদ্ভাবন, যদিও এটি ম্যাসোনিক উপাচার থেকে অনেক কিছু ধার করেছে।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দ্বারা পরিচালিত আফিম ব্যবসা ছিল এর শিকড় এবং পরবর্তীকালে আর্থিক উৎস। ব্যবসাটি শুরুর দিকে বেয়ারিং ব্রাদার্স ব্যাংক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। ব্রিটিশ ধনকুবের রথচাইল্ড পরিবার ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং বিপ্লবের সময় মূল ভূখণ্ডের পক্ষে থাকা নতুন ইংল্যান্ডের অনেক পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা করতে শুরু করে। এই পরিবারগুলো, যেমন ক্যাবট, কুলিজ, লজ, পার্কিনস এবং রাসেল (রাসেল অ্যাসোসিয়েশন) সবাই জাহাজের ব্যবসা করে ধনী হয়ে যায়। এরপর তারা 'ব্যাংক অব বোস্টন' এবং 'ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি' প্রতিষ্ঠা করেছিল। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, তারা সবাই ছিল স্কাল এন্ড বোন্সের প্রতিষ্ঠাতা পরিবার। এখনো এই পরিবারগুলো গুপ্তসংঘের সদস্য নিবন্ধন নিয়ন্ত্রণ করে।

দলের প্রথম দিকনির্দেশক ছিলেন উইলিয়াম হান্টিংটন রাসেল, যিনি ১৮৩৩ সালে তার ক্লাসের সর্বোচ্চ মেধাবী ছিলেন। তিনি স্কাল এন্ড বোন্সের অভিজাত শ্রেণির সদস্য ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, যেহেতু তারা পিউরিটান তীর্থযাত্রী ছিলেন তাই তারা আমেরিকাকে শাসন করার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত। একই চিন্তাধারার লোকেরা তিন প্রজন্ম আগে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং বাস্তবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক অনেকেই আমেরিকার বিপ্লবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল।

দলটিতে দীক্ষাকে 'ট্যাপিং' (টোকা মারা) বলা হয় এবং ১৫ জন প্রবীণ ও পুরাতন সদস্য দ্বারা পরিচালিত হয়। তারা পরের বছরের জন্য স্কাল এন্ড বোন্সে দীক্ষা পেতে আগ্রহী ১৫ সম্ভাব্য প্রার্থী নির্বাচন

করেন। পারিবারিক বন্ধনের গুরুত্বকে এড়িয়ে বাছাই প্রক্রিয়াটি তিনটি পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে সম্পন্ন করা হয়, যা প্রার্থীর উপযুক্ততা নির্ধারণ করে। এর প্রথমটি হলো 'বোর্ডিং স্কুল'। প্রার্থীর উপযুক্ততা প্রমাণে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পছন্দের স্কুলগুলো হলো গ্রোটন এবং পিউরিটান মতবাদ সমর্থিত ফিলিপস একাডেমি, যেখানকার শিক্ষার প্রকৃতি ব্রিটিশ ভাবধারার। দ্বিতীয় পরীক্ষাটি হলো 'প্রকৃতি', যেখানে প্রস্তাবিত প্রার্থীদের শিকার এবং বাইরের পরিবেশে টিকে থাকার অন্যান্য দক্ষতা বিচার করা হয়। তৃতীয়টি হলো 'যুদ্ধ' এবং প্রার্থীর স্নাতকোত্তর শিক্ষা সমাপ্তির পরে কিছুকাল সামরিক বাহিনীতে চাকরিতে প্রবেশের ইচ্ছা—মার্কিন নৌবাহিনী যেখানে প্রথম পছন্দ।

সিনিয়র 'বোন্সসম্যান'রা প্রস্তাবিত প্রার্থীর কক্ষে যান এবং তার দরজায় জোরে জোরে শব্দ করেন। ভাবি সদস্যের কাঁধে হালকা করে টোকা দিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়, 'তুমি কি স্কাল এন্ড বোন্স?' যদি সে স্বীকার করে তাহলে তাকে কালো মোম এবং ফিতা দিয়ে সিল করা একটি ছবি দেয়া হয়। সেখানে একটি মাথার খুলি, আড়াআড়ি দুটো হাড় এবং ৩২২ সংখ্যাটি থাকে। কাগজটিতে দীক্ষার সময় এবং স্থান উল্লেখ থাকে যা সাধারণত একটি সমাধি ক্ষেত্র হয়। একে বলা হয় স্কাল এন্ড বোন্সের হেড কোয়ার্টার। পত্রটিতে কেবল সংক্ষিপ্তভাবে দীক্ষাদানের কথাটি উল্লেখ থাকলেও এতে গুপ্তসংঘের অন্যান্য উপাচারও যে থাকে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রার্থীকে ঘরের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে জপ করা হয় এবং এর মাধ্যমে সে পুনর্জন্ম লাভ করে।

সমাধির ভেতরের একটি গোপন কক্ষ থাকে, যার প্রবেশপথের ওপরে জার্মান ভাষায় এই শব্দগুলো লেখা—

> 'বোকা কে, জ্ঞানী কে, কে ভিক্ষুক বা রাজা ছিল?
> ধনী গরিব যাই হও, মৃত্যুর পরে সবাই সমান'।

অনুমান করা যায় যে, এটি জার্মানি থেকে আসা ম্যাসোনিক উপাচারের অংশ। অনেক সমালোচক এ কারণে বিশ্বাস করেন যে, স্কাল এন্ড বোন্স একটি নব্য নাৎসি সংগঠন। এটা সংগঠনের নিজেদের সৃষ্ট বিভ্রান্তিমূলক

বিবৃতির কারণেই হয়েছে।

নব্য নাৎসিবাদ ও বর্ণবাদের অভিযোগ সত্ত্বেও দলটি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে 'হোয়াইট অ্যাংলো স্যাক্সন প্রোটেস্টান্ট' নৃগোষ্ঠীর বাইরের লোকদের রিক্রুট করার চেষ্টা শুরু করেছে যা একসময় নিষিদ্ধ ছিল। কৃষ্ণাঙ্গ, ইহুদি, প্রাচ্যের লোক, সমকামী—যারা একসময় অযোগ্য বলে বিবেচিত হতো তারা এখন প্রার্থিতার জন্য বিবেচিত হয়। এটি স্কাল এন্ড বোন্সের মূল ধারণার সাথে কীভাবে খাপ খায় তা জানা যায়নি। ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিকরা ভেবে অবাক হন যে, ধনী অ্যাংলো স্যাক্সন একটি অভিজাত দল কীভাবে তাদেরকে দলে নিচ্ছে যাদেরকে একসময় নিচুজাত বলে মনোভাব পোষণ করা হতো। তাদের ধারণা, এটি 'নিচুজাত' লোকদের চূড়ান্ত দাসত্বের মধ্যে নিয়ে আসার একটি চক্রান্ত।

স্কাল অ্যান্ড বোন্সের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, গুপ্তসংঘটির ভেতরে অতীন্দ্রীয় ব্যাপার যুক্ত করে একে খারাপ দলে পরিণত করা হচ্ছে। এমনও অভিযোগ রয়েছে যে, হিটলারের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র থেকে রূপার একটি পোশাক এর উপাচারে ব্যবহৃত হয়। যদিও এর কোনো প্রমাণ নেই।

একবার যে বোন্সম্যান হয়, সে সব সময়ই বোন্সম্যান থেকে যায় এবং ইয়েলে তৈরি হওয়া বন্ধন আজীবন স্থায়ী থাকে। বলা হয় যে, জর্জ বুশ জুনিয়র এবং সিনিয়র উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং তাদের ক্ষমতার রাজনীতিতে সহযোগী বোন্সম্যানদের সাথে পরামর্শ করতেন। জর্জ বুশ সিনিয়র হেনরি স্টিমসনকে শ্রদ্ধা করতেন এবং সাবেক এই প্রেসিডেন্টের ওপর তার ব্যাপক প্রভাব ছিল। স্টিমসন বলতেন যে, যুদ্ধ একটি প্রজন্মকে সচেতন বানায়। এটি একটি জাতির মননকে পরিষ্কার করে এবং একটি রাজনৈতিক আদর্শের পিছনে ঐক্যবদ্ধ হতে সক্ষম করে। এটি একটি দেশের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে নতুনভাবে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। যুদ্ধ এক ধরনের আধ্যাত্মিক বিষয়—এই ধারণাটি স্কাল এন্ড বোন্সের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। তাহলে কি বিংশ এবং একবিংশ শতকের শেষার্ধে আমেরিকা যে সমস্ত যুদ্ধে জড়িয়েছে তার মূলে স্কাল এন্ড বোন্সের প্রত্যক্ষ মদদই কাজ করছে?

সুফিবাদ

সুফিবাদ ইসলামের মধ্যে একধরনের আধ্যাত্মিক চিন্তা যা কোরআনের শিক্ষার সাথে বিরোধিতাপূর্ণ বলে মনে হয়। সুফিজম পারস্য থেকে ইসলামে প্রবেশ করেছিল যেখানে এটি বৌদ্ধধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল যা সর্বেশ্বরবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত। সুফিরা দাবি করে, তাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাবেয়া নামে এক মহিলা, যার সমাধি ছিল জেরুসালেমের পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলে। এটি মধ্যযুগে তীর্থযাত্রীদের একটি গন্তব্য ছিল। তবে এটির উৎপত্তি সম্ভবত আবু সাঈদ ইবনে আবিল খায়েরের মাধ্যমে, যিনি ৮১৫ সালে একটি খানকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার অনুসারীরা পশমের তৈরি পোশাক পরত, যে কারণে তাদেরকে সুফি (পশমী পোশাক পরিধানকারী) বলা হতো। তারা ধ্যানমগ্ন থাকতো, সর্বেশ্বরবাদে তারা একটি আধ্যাত্মিক ধারণা খুঁজে পেয়েছিল যা ইসলামে পায়নি।

অল্পদিন পরই সুফিবাদ দুটি স্বতন্ত্র ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। ৮৭৫ সালে মৃত্যুবরণ করা পার্সিয়ান সুফি বোস্তামির অনুসারীরা দাবি করেছিল যে, মানুষ নিজেই একটি ঐশ্বরিক সত্ত্বা। আরেক ধারায় ছিল জুনায়েদের অনুসারীরা। জুনায়েদ ৯০৯ সালে মারা গিয়েছিলেন। তিনিও ছিলেন পার্সিয়ান। উভয় ধারাই বিশ্বাসে সহনশীল এবং আত্মকেন্দ্রিক ছিল।

সুফিবাদের লক্ষ্য ছিল, মানুষের আসল প্রবৃত্তি তথা কামকে ধ্বংসের মাধ্যমে আত্মাকে মুক্ত করা। যাতে এটি ঈশ্বরের সাথে প্রেমের মধ্য দিয়ে একত্রিত হতে পারে।

বাগদাদে হাল্লাজ নামে জোনায়েদের এক শিষ্য ৯২২ সালে খলিফা আল-মুক্তাদিরের উজির হামিদ কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হাল্লাজ নিন্দিত ও প্রশংসিত দুটোই ছিলেন।

সুফিবাদে দীক্ষাপ্রার্থীকে অবশ্যই এমন একজন পরামর্শদাতা বা শিক্ষক বাছাই করতে হয় যার নির্দেশে তাকে বোধের তিনটি পর্যায় পেরিয়ে আসতে হয়। প্রথমটি হলো আইন। মুসলিম হিসেবে সুফিবাদী আইনই বিবেচ্য।

দ্বিতীয়টি হলো সেই পদ্ধতি বা উপায় যার মাধ্যমে সুফিরা উপবাস, তপস্যা, সুফি জ্ঞান এবং নির্জনতার চর্চা করে। মাঝে মধ্যে তাদের 'হাল' হয়, যা কিনা একটি আকস্মিক পরম অবস্থা। এটি স্থায়ী হয়ে গেলে তাকে 'মাকাম' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

চূড়ান্ত স্তরটি হলো নিশ্চয়তা বা 'একিন'। এই স্তরে নিরাকার ঈশ্বর সাকার হয়ে যায়, অর্থাৎ সুফি নিজেই তখন নিজেকে ঈশ্বর হিসেবে দেখতে পায়। এসময় সকল ধর্ম তার কাছে অর্থহীন হয়ে যায়।

সুফিবাদ এর অনুসারীদের দ্বারা রচিত গৌরবময় এবং অত্যাশ্চর্য কাব্যের জন্যও বিখ্যাত। সর্বাধিক পরিচিত দুজন হলেন ফরিদ উদ্দিন আত্তার, যিনি ১২২০ সালে মারা যান এবং জালালউদ্দিন রুমি (১২০৭-১২৭৩)।

ঠগী

১৮১৬ সালে মাদ্রাজ লাইব্রেরির সাহিত্য গেজেটে জনৈক ড. শেরউডের লেখা একটি নিবন্ধ পাওয়া যায় যিনি আততায়ীদের একটি রহস্যময় গোপন গোষ্ঠী সম্পর্কে গুজব শুনেছিলেন। এই নিবন্ধটি প্রথম কোনো লিখিত বক্তব্য ছিল যেখানে একটি আধ্যাত্মবাদী দলের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করা হয়েছে যারা হিন্দুদের দেবী কালির নামে হত্যাযজ্ঞ চালাত। কালি ছিল রক্তপিপাসার বাস্তব উদাহরণ। তার চারটি বাহু, রক্ত রাঙা চোখ। কোলকাতায় তার নামে একটি জায়গা রয়েছে—কালিঘাট, যার অর্থ 'কালির পদক্ষেপ'।

ঠগী ছিল এমন সম্প্রদায় যারা বংশপরম্পরায় এর সদস্য হতো। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় থেকে যারা জাত ও ধর্মের বেড়াজাল অতিক্রম করতে পারত তারাই এর সদস্যপদ লাভ করত। ঠগ পিতাগণ কৈশোর বয়সে তাদের পুত্রদেরকে সম্প্রদায়ের গোপন রহস্যের সাথে যুক্ত করত। তাদেরকে প্রথমে কোনো কিছু না বলে একটি ঠগী আস্তানায় নেয়া হতো। পরবর্তী সময়ে তাদের জানানো হতো যে, দলের লক্ষ্য ডাকাতি করা। এরপর তাদেরকে সরাসরি একজন লোককে শ্বাসরোধের মাধ্যমে হত্যা করে দেখানো হতো, যা ছিল একটি ভয়াবহ দীক্ষা পদ্ধতি। সম্ভবত এটিই একমাত্র গোপন গোষ্ঠীর উপাচার, যেখানে অন্য কোনো ব্যক্তিকে দীক্ষাপ্রার্থীর জন্য প্রকৃত মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হতো। অবশেষে ঠগী জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জনের পর দীক্ষাপ্রাপ্তরা 'ভুর্তোটের' মর্যাদা অর্জন করত।

সব ঠগীই দলের সদস্যদের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেনি। বহিরাগতদের

দলে প্রবেশের জন্য প্রচুর সুযোগ ছিল, বিশেষত যদি তারা সমাজের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী পদে অধিষ্ঠিত থাকতো, যাদেরকে দলের উপকারের জন্য কাজে লাগানো যেতে পারে।

সব কালি ভক্তই ঠগ ছিল না, তবুও ধারণা করা হয়েছিল যে, ভারতে সেসময় কমপক্ষে ৫০০০ ঠগ ছিল। দলটিকে অনেক প্রাচীন বলে দাবি করা হয়। বলা হয়ে যে, গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস মধ্য এশিয়ায় বসবাসকারী সাগরটিয়ানদের নাম রহস্যপূর্ণভাবে উল্লেখ করে সম্ভবত ঠগীদের উৎসের কথা বলেছেন, যা প্রায় দুই হাজার বছরেরও বেশি পুরোনো। এদের সম্পর্কে বলা হয় যে, এরা স্রেফ একটি কর্ড দিয়ে শ্বাসরোধ করতে সক্ষম ছিল। এর জন্যই হয়তো ঠগীরা বিখ্যাত।

ঠগীরা বিশ্বাস করত, তাদের কার্যকলাপগুলো অষ্টম শতাব্দীতে ইলোরার গুহার মন্দির খোদাই করে চিত্রিত হয়েছিল। তবে এ জাতীয় খোদাই কখনো পাওয়া যায়নি। এগুলো সম্ভবত দলের নতুন অনুসারীদের কাছে বলা পৌরাণিক কাহিনি বা গল্প ছিল। ১৩শ শতাব্দীতে দিল্লির সুলতান জালাল উদ্দিন খিলজির রাজত্বকালে এক হাজার ঠগকে গ্রেপ্তার করে দিল্লি থেকে বাংলায় নির্বাসন দেয়া হয়েছিল।

পরবর্তী শতাব্দীর গোড়ার দিকে নিজাম উদ্দিন নামে একজন শীর্ষস্থানীয় ঠগ দিল্লি থেকে আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করতে সহায়তা করেছিলেন, যা প্রমাণ করে যে ঠগীরা শক্তিশালী সংগঠন এবং শাসক শ্রেণির জন্য এক রকম ভয় প্রদর্শনের অস্ত্র হয়ে উঠেছিল। এক পর্যায়ে ব্রিটিশরা আবিষ্কার করেছিল, উঁচু স্তরের ভারতীয় মহাজনরা এই দলের সাথে জড়িত।

নিজেদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ঠগীরা প্রচুর সম্পদ অর্জন করেছিল। যদিও তারা মিতব্যয়ী এবং সাদাসিদা জীবনযাপন করত, কিন্তু তারা ঘুষ এবং অন্যান্য অনৈতিক কর্মকাণ্ডে অর্থের একটি উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ঠগীদের হত্যার পদ্ধতিটি ছিল শ্বাসরোধ করা, যা পেছন দিক থেকে একটি হলুদ রেশমী কাপড়ের রুমাল ব্যবহার করে করা হতো। ঠগ শব্দটি হিন্দি ক্রিয়াবাচক শব্দ 'থাগ লেনা' থেকে এসেছে, যার অর্থ 'প্রতারণা'। এই নামের কারণ, ঠগরা তাদের শিকারদের সাথে বন্ধুত্ব

করত এবং তাদেরকে নিরাপত্তার একটি ভুল ধারণায় প্রলুব্ধ করত (যার সাথে অ্যাসাসিনদের পদ্ধতির মিল রয়েছে)। প্রায়ই নিরাপদ আশ্রয় খোঁজা সফররত বণিকের ছদ্মবেশে তারা বিশ্বাস অর্জন করত। পিন্ডারিদের মতো ঘাতক দস্যু দলগুলোর জন্য ভারতের রাস্তাঘাট সেসময় অত্যন্ত বিপদজনক ছিল। ভীতু মুসাফিররা ছদ্মবেশী ঠগীদের সান্নিধ্য পেয়ে খুব খুশি হতো। ছদ্মবেশী ঠগরা দীর্ঘ সময় তাদের শিকারদের সাথে সফর করত এবং একই সাথে তাদের আস্থা ও বন্ধুত্ব অর্জন করত। পথে যেন কোনো সন্দেহ তৈরি না হয় এজন্য তারা প্রায়ই একটি ব্যাকআপ গ্রুপ রাখতো যারা পথের মাঝে যাত্রীদের সাথে যোগ দিতো যেন তাদের সন্দেহ থাকলে তা দূর হয়ে যায়। ঠগরা রামসি নামে একটি গোপন ভাষাও তৈরি করেছিল, যার মাধ্যমে তারা অপরিচিতদের মধ্যে প্রকাশ্যে কথা বলতে পারত।

ঠগরা প্রতিনিয়ত তাদের হত্যাযজ্ঞ চালানোর জন্য নির্দিষ্ট কিছু বন ও জঙ্গল ব্যবহার করত। যখন তারা কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছে যেত তখন প্রতিটি ঠগ সুবিধামতো তাদের শিকারের আশপাশে অবস্থান করত। একটি গোপন কমান্ড বলার সাথে সাথে মারাত্মক ক্ষিপ্রতায় ঠগরা তাদের শিকারকে পেছন দিক থেকে শ্বাসরোধ করে ফেলত। মূল্যবান জিনিসপত্রগুলো নেয়ার পরে মৃতদেহগুলো আগে থেকে খনন করা কবরে ফেলে দেয়া হতো। তাড়াতাড়ি পচনের জন্য তারা দেহগুলোতে গভীর ক্ষত করত, যেন শিয়াল বা অন্যান্য পচা মাংসভোজী প্রাণি তাদেরকে খুঁজে না পায়।

ব্রিটিশরা বিশেষত স্যার উইলিয়াম হেনরি স্লিম্যানের (১৭৮৮-১৮৫৬) অধীনে ঠগীদের দমনের সিদ্ধান্ত নিলে তাদের শক্তি হ্রাস পেতে শুরু করে। শুরুর দিকে ঠগীদের দমন করা কঠিন প্রমাণিত হয়েছিল। একবারে কিছু ঠগীকে বন্দী করা হতো এবং তাদের সঙ্গীদের অবস্থান প্রকাশ করতে বাধ্য করা হতো। কালি তাদেরকে পরিত্যাগ করেছে ভেবে সদস্যরা দল ত্যাগ করতে থাকলে এটি ক্ষমতা হারাতে শুরু করে। অনতিবিলম্বে দলটি বিলুপ্ত হয়ে যায়, যদিও গুজব আছে যে ভারত জুড়ে এখনো তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদলের অস্তিত্ব আছে।

ট্রায়াডস

চীনের গোপন সংস্থাগুলো অত্যন্ত মার্জিত এবং ধারাবাহিকভাবে দক্ষতার সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে। এর মধ্যে ট্রায়াড রয়েছে সবার ওপরে। সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, তারা মাঞ্চু সম্রাটদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল। তবে এটি এখন একটি পৌরাণিক কাহিনি হিসেবে বিবেচিত। মাঞ্চুরিয়ার বাসিন্দা মাঞ্চুদেরকে বিদেশি শাসক হিসেবে দেখা হতো। এরা চীনের উত্তরের রাজধানী পিকিং দখল করে ১৬৭৪ সালের দিকে সেখানে তাদের রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিল। দ্বিতীয় মাঞ্চু সম্রাট কিয়াং হিসির ১৩ বছরের শাসনকালে যোদ্ধা সন্ন্যাসীদের 'সিই লাম' নামে একটি বিহারকে ফুকিয়েন বিদ্রোহীদের দমন করতে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। পুরস্কার হিসেবে বিহারটিকে কিছু রাজকীয় ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। তবে পরবর্তীকালে এই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের একটি হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে তাদের দমন করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করা হয়। আঠারোজন ভিক্ষু আক্রমণ থেকে পালাতে পেরেছিল এবং মাত্র পাঁচজন শেষ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। ধারণা করা হয়, এই পাঁচজন ভিক্ষু পাঁচটি মঠ এবং পাঁচটি গোপন সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যারা মাঞ্চু (চিং নামে পরিচিত) রাজবংশকে উৎখাতের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। চীনা ইতিহাসের স্বর্ণযুগ পর্যন্ত টিকে থাকা গোপন সংস্থাগুলো পূর্ববর্তী চাইনিজ মিং রাজবংশ পুনরুদ্ধারের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, যাদের মূলমন্ত্র ছিল 'ক্রাশ দ্য চিং, এস্টাবলিশ দ্য মিং'- চিংদের ধ্বংস করো, মিংদের প্রতিষ্ঠিত করো।

মিং সম্রাটদের পরিবারের নাম ছিল 'হাং'। এরা স্বীকৃতির উদ্দেশ্যে লাল রং ব্যবহার করত। গোপন সংস্থাগুলোও 'হাং' (বন্যা) এবং লাল রং—উভয়ের সাথেই যুক্ত হয়েছিল এবং তাদেরকে 'হাং মুন' বলে

ডাকা হতো। তারা গোপন কোড তৈরি করেছিল, যা প্রধানত সম্রাটের গুপ্তচরদের বিভ্রান্ত করার একটি উপায় ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত এই গোপনীয়তা এবং তাদের ব্যাপকভাবে মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণের ফলে গোপন সংস্থাটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের পরিবর্তে অপরাধমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও হাং মুনকে এখনো সম্রাটের নৃশংস শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের রক্ষাকর্তা হিসাবে দেখা হয়।

পরবর্তী শতাব্দীতে এই গোপন সংস্থাগুলো মাঞ্চুদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিদ্রোহের সাথে জড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে ১৭৯০ এর দশকে 'হোয়াইট লোটাস সোসাইটি', 'হুপে' ও 'শানসি' ছিল শেচুয়ানের বিদ্রোহী দল। ১৮৪৭ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত কোয়াংসি প্রদেশের 'চুডেলস' এবং ১৮৫১ থেকে ১৮৬৫ পর্যন্ত হাং হিশু চুয়ান ছিল কোয়াংসি ভিত্তিক বিদ্রোহ। রিপাবলিকান চিনের প্রতিষ্ঠাতা সান ইয়াত সেন তার ১৯০৬ সালের বিদ্রোহে 'সিং চুং' দলের সাথে জোটবদ্ধ ছিলেন। পরবর্তীতে ট্রায়াডস কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি আগ্রাসনের পর ট্রায়াডস জাপানিদের পক্ষে কাজ করার প্রস্তাব দেয়। দলগুলোকে আরো ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য হানাদাররা 'হিং আহ কি কেওয়ান' নামে একটি সংঘের অধীনে একত্রিত করেছিল। গোপন সংস্থাগুলোকে পুলিশের সহযোগিতার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল যেন কেউ জাপান বিরোধী কোনো কর্মকাণ্ড না করতে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কমিউনিস্টরা আবার ট্রায়াডসের টার্গেটে পরিণত হয়। কমিউনিস্টরাও তদেরকে উৎখাতের জন্য নির্মম কার্যক্রম চালিয়েছিল। অনুমান করা হয়ে যে, ১৯৪৯ সালে কেবল হংকংয়েই ট্রায়াডসের সদস্যের সংখ্যা ছিল ৩ লাখ। ১৯৪৯ সালে মাও সে তুংয়ের কমিউনিস্টরা শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হতে থাকলে ট্রায়াডসরা অস্ট্রেলিয়ার পার্থ, হংকং, ম্যাকাও, থাইল্যান্ড, সান ফ্রান্সিসকো, ভ্যানকুভারে ছড়িয়ে পড়ে। যেখানে তারা এখনো কাজ করে যাচ্ছে।

ফ্রিম্যাসনারি বা কথিত ইলুমিনাতি সব ঘটনার পেছনে রয়েছে— চীনের ক্ষেত্রে এই থিওরি সত্য নয়। চীনা সিক্রেট সোসাইটিগুলোরও ঐতিহাসিক বাস্তবতা রয়েছে।

অন্যান্য সিক্রেট সোসাইটি

সিক্রেট সোসাইটিগুলো কেবল শ্বেতাঙ্গ পশ্চিমা পুরুষদের সংস্কৃতি নয়। আরো অনেক সংস্কৃতি আছে যারা সদস্যদের বিশেষ দলে দীক্ষিত করে। অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকার আদিবাসী উপজাতিগুলোতে এটা তাদের গোষ্ঠীগত গোপন রীতি এবং প্রাচীন উপাচারের এক রূপ। যুবকরা যখন তাদের যৌবনে পদার্পণ করে তখন এসব দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন মেলানেশিয়ায় প্রচুর সিক্রেট সোসাইটি রয়েছে। ব্যাংকস দ্বীপপুঞ্জের গ্রামগুলোতে *সুকওয়ে* গোষ্ঠী বাস করে, যারা ক্লাব হাউজে গোপন মিটিং করে। অন্যদিকে 'তামাতি' বা 'ঘোস্ট সোসাইটি' নামে একটি গ্রুপ জঙ্গলের মধ্যে গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ করে পরস্পরের মাঝে। পলিনেশিয়ার বেশিরভাগ সিক্রেট সোসাইটি, যেমন *কায়োই* বা *আরোই* এমন রীতিনীতির সাথে যুক্ত যার মাধ্যমে যুবকেরা যোদ্ধা হয়ে ওঠে।

উত্তর আমেরিকার আদিবাসী সিক্রেট সোসাইটিগুলো অনেক ক্ষেত্রে একটি ধর্মীয় রহস্যের সাথে যুক্ত এবং এতে পৌরাণিক কাহিনির নাটকীয়তা অন্তর্ভুক্ত থাকে। কেউ কেউ চিকিৎসা বা যুদ্ধের প্রতি নিবেদিত। আবার দক্ষিণ আমেরিকায় প্রার্থীদের আগ্রহ যাচাই করার জন্য কঠোর পরীক্ষার মাধ্যমে দীক্ষা দেয়া হতো।

আফ্রিকায় গোপন সংস্থাগুলো তিনটি প্রধান অঞ্চলে ছিল। সেগুলো হলো, লাইবেরিয়া, নাইজেরিয়া এবং কঙ্গো। এর বেশিরভাগই তিনটি পৃথক গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। দীক্ষাদান করা সোসাইটি—বায়া উপজাতিদের দল *লাবি*, ধর্মীয় গোষ্ঠী—রুয়ান্ডার *ইমানডুয়া*। রাজনৈতিক গোষ্ঠী—*মেনডির পোরো, ইওরোবার ওগবনি এবং ক্যালবারের এগবো*।

সিয়েরা লিওনের পংওয়েতে নারীদের একটি গোপন সমাজ রয়েছে যার মূল উদ্দেশ্য সেখানকার নারীদের পুরুষদের নির্যাতনের হাত থেকে

রক্ষা করা। বেশকিছু আফ্রিকান দলের সাধারণ একটি বৈশিষ্ট হলো গোপন ভাষা এবং চিহ্নের ব্যবহার। পোরো এবং এগবোরা তাদের সম্পদ রক্ষার জন্য ছোট ঝাড়ু ঝুলিয়ে রাখে, যেন খারাপ লোকদের নজর না লাগে।

এটি স্পষ্ট যে, সমস্ত গোপন সংস্থার মধ্যেই দারুণ মিল রয়েছে, হোক তা কোনো শহরের বড় রাস্তার পাশের ম্যাসোনিক লজ বা পলিনেশিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপজাতিদের কুঁড়েঘর। একই ঘটনা ঘটে সবার ক্ষেত্রে। যোগ্যতা প্রমাণের পরে দীক্ষা দেয়া এবং অপবিত্র জগত থেকে মৃত্যুবরণ করে আবার জন্ম নেয়ার ঘটনা মঞ্চস্থ হয়। যেখানে নতুন সদস্যকে কথিত অভিজাত শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করে গোপন বা বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়।

উপসংহার

সভ্যতার শুরু থেকেই সিক্রেট সোসাইটিগুলো মানবিক কার্যক্রমে ভূমিকা পালন করেছে। তবে তারা কতটা প্রভাবশালী এবং তাদের প্রভাব কতটা গভীর তা একটি অনুমান নির্ভর ও তীব্র বিতর্কের বিষয়। এটি স্বাভাবিক, একই মতাদর্শের ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা আদর্শগত কারণে একত্রিত হয়ে নিজেদের মধ্যে মত ও আনুগত্য বিনিময় করবে। প্রশ্ন হলো, তাদেরকে কি ভয় করা উচিত? তাদের আসলে কীসের ওপর নিয়ন্ত্রণ আছে? এর উত্তরে বলা যায় যে, তাদের কেবলমাত্র সেই ক্ষমতাই আছে যা আমরা দিয়েছি এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা কাল্পনিক। হ্যা, এমন প্রমাণও রয়েছে যে বিল্ডারবার্গের মতো গোষ্ঠীগুলো আন্তর্জাতিক বিষয়গুলোকে প্রভাবিত করে। তবে তা কি সর্বদা ক্ষতির জন্য? হতে পারে তারা বৃহত্তর কল্যাণের জন্য কাজ করতে চায়। তবে এটি একান্তই একটি সম্ভাবনা মাত্র। সমস্ত সমালোচক কেবল কল্পিত খারাপ বিষয়গুলোকেই হাইলাইট করেন। বাস্তবে কোনো কিছুই ভাল বা খারাপ নয়। সবই ধূসর ছায়া বা আপেক্ষিক।

মানুষকে সব সময় বিস্তৃত পরিসরে চিন্তার চেষ্টা করা উচিত। কিছু ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিক বিশ্বাস করে, আমরা যা করি, ভাবি বা দেখি সেগুলো

কোনো একটি গোপন গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণ করছে। এসব তাত্ত্বিকের রাজনৈতিক চিন্তার ওপর নির্ভর করে, এই গোষ্ঠীগুলো ইহুদিবাদী, বামপন্থী, ক্ষমতাপাগল নাকি তেলপ্রেমী গোবালিস্টদের নিয়ে গঠিত হবে! কেউ যদি শয়তানের সন্ধান করে তবে সে শয়তানকেও খুঁজে পাবে। গবেষকরা যার অনুসন্ধান করেন তারা তা খুঁজে পান। যেমন টেক্স মার্স ইলুমিনাতি সংগঠনে শয়তান উপাসকদের সন্ধান করেছেন এবং পেয়েছেন।

সিক্রেট সোসাইটিগুলো সম্পর্কে বেশিরভাগ অভিযোগই ভুয়া এবং অভিযুক্তের তুলনায় অভিযোগকারী সম্পর্কে আমাদের বেশি জানানো হয়। অবশ্যই সিক্রেট সোসাইটিগুলো নিজেদের স্বার্থ দেখে, তবে তা কি সমাজের সমস্ত স্তরে, সব ধরনের সামাজিক গোষ্ঠীতে দেখা হয় না? সমালোচকরা প্রায়ই তাদের নিজস্ব কুসংস্কারগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা তাদের উপলব্ধিতে ছাপ রেখে যায়। আর কিছু ক্ষেত্রে এটি স্রেফ হিংসা।

খ্রিস্টানরা মনে করে, লজ এবং আশ্রমগুলো হলো শয়তানের স্থান। এ ব্যাপারে তাদেরকে ভুল বোঝানো হয়েছে সেই সব মানুষের মতোই যারা মনে করে, সিক্রেট সোসাইটিগুলো তথাকথিত উড়ন্ত সসার, হলি গ্রেইল বা চাঁদে অবতরণের ব্যাপারে আসল সত্যগুলো গোপন করে রেখেছে। দ্য এভিয়ারি নামে পরিচিত একটি দল দাবি করে যে, বাইরের দুনিয়ার বুদ্ধিমান প্রাণিদের কাছে যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার হলোগ্রাফিক ছবি রয়েছে।

একইভাবে 'ডাফট' হলো কাল্ট অব সারপেন্টের এমন একটি ধারণা, যেখানে দাবি করা হয়, নাসা গিরগিটি জাতীয় এক প্রাণির সাথে বিশ্বকে সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রূপান্তর করার জন্য কাজ করে চলেছে। এধরনের গল্প বিভ্রান্তি ও ধর্মীয় আবেগের কারণে তৈরি হয় যা মানব মনের অন্ধবিশ্বাস প্রবণতা থেকে উদ্ভুত।

সমালোচকরা যদি গিরগিটি আর অপার্থিব জীবনের গল্প দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করেন, তবে মানবতার বিরুদ্ধে করা অপরাধের দোষী ব্যক্তিরা পার পেয়ে যাবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এমন লোকজন সত্যিই আছে যারা বিশ্বের সম্পদ এবং মতাদর্শকে যেকোনো উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। হোক তারা কোনো লজের সদস্য বা পেঁচা উপাসক।

যদি কোনো নির্দিষ্ট দেশের সরকারের কার্যক্রমে ভুল হয়, তবে আমাদের উচিত তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতারণার অভিযোগ করা, কোনো আবছায়ায় থাকা কথিত 'শয়তান উপাসক'কে দোষ দেয়া নয়। ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের সম্পর্কে এই ধারণা করা ভুল যে, কেবল ফ্রিম্যাসন বা বিল্ডারবার্গ গ্রুপের অতিথি হওয়ার কারণেই তারা ক্ষমতা পেয়েছেন।

ইতিহাসের নানা বাঁকে অনেক সিক্রেট সোসাইটি এসেছে এবং চলে গেছে। তারা অনেক কিছুর দাবি করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো চিহ্ন না রেখেই হারিয়ে গেছে।

কেউ কেউ হয়তো যুক্তি দেবেন যে, সিক্রেট সোসাইটিগুলো সেইসব তথ্যের ভাণ্ডার যা চার্চ এবং রাষ্ট্র আমাদেরকে ভুলে যেতে বলে। প্রশ্ন হলো, সেটা কোন তথ্য? তা কি এই যে, যীশু বিয়ে করেছিলেন এবং তার সন্তান রয়েছে? এটা কি আদৌ দুনিয়া কাঁপানোর মতো কোনো তথ্য? খোঁজ নিলে এ খবরের অসারতা ও অর্থহীনতা প্রকাশ পেয়ে যাবে।

যেসব মানুষ আটলান্টিস, মঙ্গলের বুকে মুখ, এলিয়েন কর্তৃক অপহরণ, বারমুডা ট্রায়াঙ্গল, বাইবেল কোডসহ অন্যান্য হাজারো অদ্ভুত ধারণায় বিশ্বাস রাখে তাদের পক্ষে বিশ্বাস করা স্বাভাবিক যে সিক্রেট সোসাইটিগুলো সকল প্রকার সমস্যার মূল কারণ।

সিক্রেট সোসাইটিগুলো কি সত্যিই পর্দার আড়ালে কাজ করে? সেই পর্দা যদি সরানো হয় তবে কী প্রকাশ পাবে? পৃথিবী সব সময়ের জন্যই একটি বিপজ্জনক এবং ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা। অর্থনীতির উত্থান এবং পতন হয়, কোম্পানিগুলো দখল করা হয় বা ধ্বসে পড়ে, বাড়ির দাম বেড়ে যায় আবার কমে, আবহাওয়া ফসলের ক্ষতি করে, তেলের দাম, দেশ এবং শেয়ার বাজার সবখানেই অস্থিরতা। প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলছে রাজনৈতিক মারামারি, অপরাধের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, বক্স অফিসে নিশ্চিত হিট ছবি ফ্লপ হচ্ছে, নেতারা অনৈতিকতায় জড়িয়ে পড়ছে, সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলো ছড়িয়ে পড়ছে, সৈন্যরা ভুল মানুষকে হত্যা করছে। এই সবকিছুর দায় সিক্রেট সোসাইটির ওপর চাপানো মূর্খতাপূর্ণ এবং উদ্ভট কাজ। অনেকের দাবি অনুসারে, এইডস যদি সিআইএ'র টেস্ট টিউব থেকে আসে, তাহলে

এর অর্থ কি এই যে, ১৪শ শতাব্দীতে ইউরোপের বেশিরভাগ এলাকা বিরান করে দেয়া 'ব্ল্যাক ডেথ' মহামারির জন্ম খ্রিস্টধর্মের কোনো কাল্টের এক্সপেরিমেন্টের ফলে হয়েছিল? যদি আমাদের সকলকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অবৈধ মাইক্রো চিপ প্রতিস্থাপন করা হয়, যেমন কিছু তাত্ত্বিক মনে করেন, তাহলে ছয়শো কোটি মানুষের দেহে তা স্থাপন করতে কত সময় লাগবে এবং এর ব্যয় কত হবে? 'নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা' কীভাবে এই কাজটি করতে চায়? যেখানে দুইজন মানুষের মধ্যে ছোটখাটো বিষয়ে একমত হওয়া কঠিন, সেখানে এতো বড় একটা উদ্যোগ নেয়া কীভাবে সম্ভব? যুক্তি ও বাস্তবতাকে যথাযথভাবে উপলব্ধির মাধ্যমে ভয় ও বিভ্রান্তি দূর করতে হবে।

উদ্ভট হ্যান্ডশেক, পাসওয়ার্ডসহ সিক্রেট সোসাইটিগুলোর আপাত কৌশলগুলোর চেয়ে বিশ্ব সম্পর্কে সাধারণ অজ্ঞতা নিয়ে আমাদের ভয় পাওয়া দরকার। বৈশ্বিক ঘটনাগুলোতে অবশ্যই কারো স্বার্থের কারণে হস্তক্ষেপ করা হয়, কোনো সিক্রেট সোসাইটির মহান আদর্শের জন্য নয়। সিক্রেট সোসাইটিগুলো কেবল একটি আইওয়াশ বা বিভ্রান্তি। আমরা গোপন জ্ঞানে বিশ্বাস রেখে বোকামি করি, আমরা বোকামি করি ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিকদের কথা বিশ্বাস করে।

তবে এটা সত্য, ইলুমিনাতি, নাইটস টেম্পলার, নাইটস অফ মাল্টা, ম্যাসনস, ফ্রিম্যাসনস, কসমোপলিটানস, ধ্বংসবাদী, দাসত্ববাদী, ক্যাথলিক, কমিউনিস্ট, কাউন্সিল অফ ফরেন রিলেশনস, ত্রিপক্ষীয় কমিশন, ওয়ারেন কমিশন, ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, জাতিপুঞ্জ, জাতিসংঘ এবং আরো অনেক কিছুতে ইহুদিদের পর্দার আড়ালে কলকাঠি নাড়তে দেখা যায়।

শেষ কথা হলো, সিক্রেট সোসাইটিগুলো কখনই বেশিদিন গোপন থাকে না এবং 'বিশ্বের গোপন শাসক'—ধারণাটি মানবিক দুর্বলতা, ব্যর্থতা এবং আশঙ্কা থেকে তৈরি। যখন গ্রোভার, ইলুমিনাতি এবং স্কাল এন্ড বোন্সের সদস্যরা তাদের গোপন বৈঠকে যোগ দেয়, তখন সম্ভবত তারা নিজেদের কথিত ক্ষমতার কথা ভেবে হাসাহাসি করে। সিক্রেট সোসাইটিগুলোর ক্ষমতা তারা নিজেরা তৈরি করে না বরং বাইরের

লোকদের ধারণাই তাদেরকে ক্ষমতা দেয়। সিক্রেট সোসাইটিগুলো হয়তো এই ধারণাকে কাজে লাগিয়ে সুবিধা নেয়, তবে শেষ পর্যন্ত তারা একটি শূন্য ঘরের পাহারাদার ছাড়া কিছুই নয়।

যদি সত্যিই একটি রহস্যময় অভিজাত গোপন সংঘ পুরো বিশ্বকে পরিচালনা করত, তাহলে কোনো ভিন্নমতের আওয়াজ কখনো শোনা যেত না, অথচ তা প্রচুর পরিমাণে আছে। যখন আমরা বুঝতে পারব যে, সিক্রেট সোসাইটিগুলোর কোনো গোপন রহস্য এবং বাস্তব কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, তখনই তাদের ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে। এটি একটি উপলব্ধির ব্যাপার, আর কিছু নয়।

ফরাসি একটি প্রবাদ রয়েছে—

'Un secret de Polichinelle'

Polichinelle হলো পাপেট শো বা পুতুল নাচের ফরাসি প্রতিশব্দ। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়, পাপেট শো'র রহস্য দর্শকদের কাছে বলে দেয়া হলে এটি আর রহস্য থাকে না।

তথ্যসূত্র

The Holy Blood and The Holy Grail (1982)
The Messianic Legacy (1986)
The Temple and the Lodge (1989)
-Baigent, Michael ,Leigh, Richard and Lincoln, Henry.

The Assassins : The Story of Islam's Medieval Secret Sect (2001)
-Bartlett, W.B

The Da Vinci Code (2003)
-Brown, Dan

Sword of Wisdom (1975)
-Colquoun, Ithell

Secret Societies: A History, New York (1989)
-DaRaul, Arkon

The Global Manipulators (1980)
-Eringer, Robert

A Visitor's Guide to Underground Britain (1993)
-Fells, Richard

George Bush, Skull & Bones and the New World Order (1991)
-Golds tein, Paul and Steinberg, Jeffrey

Science : A History (2003)
-Gribbin, John

The Oxford Companion To Classical Literature (1937)
-Harvey, Paul (editor)

The Hiram Key (1996)

-Knight, Chris topher and Lomas, Robert
Everything You Know Is Wrong (2001)
You Are Being Lied To (2002)
-Kick, Russ (editor)

The Ultimate Frontier (1974)
-Kueshana, Eklal

The Hellfire Club (1967)
-Mannix, Daniel P.

The Knights Templar (2004)
-Martin, Sean

The Hellfire Club (1958)
-McCormick, Donald

Who's Afraid of The Freemasons? (1997)
-Piatigorsky, Alexander,

The New Rulers of the World (2002)
-Pilger, John

The Monks of War : The Military Religious (1992)
-Seward, Desmond

Why People Believe Weird Things (2002)
-Shermer, Michael

Inside the Brotherhood (1989)
-Short, Martin

Dashwood:The Man and the Myth (1986)
-Towers, Eric

In God's Name (1984)
-Yallop, David